সূচি-পত্র

উৎসর্গ

যাঁহাদের অশেষ কৃপা করুণায় দুর্লভ
নরতনু লাভ করিয়া বিমল আনন্দ-
দায়ক জয় সিয়রাম জয়
জয় সিয়রাম সুমধুর
নাম রটনের সৌভাগ্য
লাভ করিয়াছি

যুগল সরকার শ্রীসীতারামজীর মূর্ত্ত প্রতীক স্বরূপ
পরম পূজ্যপাদ পিতৃ-মাতৃর শ্রীচরণ কমলে
শতঁ অপরাধযুক্ত সন্তানের নিষ্কিঞ্চন পুষ্পাঞ্জলি ।

মংগলাচরণ

কল্যাণানাম্ নিধানম্ কলিমল মথণং পাবনং পাবনাণাম্
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদ প্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্য ।
বিশ্রাম স্থানমেকং কবিবর বচসাং জীবনম্ সজ্জনানাম্
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাম্ ভূতয়ে রাম নাম ॥

দিব্য-বাণী

উমা কহঁউ ম্যয় অনুভব আপনা ।
সত্ হরি ভজন জগত সব সপনা ॥

*   *   *   *   *

বিনু গুরু ভব নদী তরৈ ন কোই ।
যো বিরিঞ্চি শংকর সম হৈ ॥

*   *   *   *   *

বাণীগুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োঃ নঃ ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎ প্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং দর্শণেহস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥

*   *   *   *   *   *

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য সম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণা কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাস্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

*   *   *   *   *   *

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

শ্রীসদ্‌গুরবে নমঃ

শ্রীসীতারামাভ্যাম্‌ নমঃ

শ্রীহনুমতে নমঃ

ভূমিকা

অখিল তরণ তারণ বৈষ্ণব সন্ত শিরোমণি সদগুরু ভগবান অনন্তশ্রী সিয়রঘুনাথ শরণজীর আশীষ, অনুকম্পা এবং প্রেরণায় এবং মন্ত্ররাজ 'জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম' নাম মহারাজের রটনের কথঞ্চিৎ ফলস্বরূপ 'শ্রীসীতারাম নাম বিলাস' সাধু সমাজে প্রকাশিত হইল। নিবেদকের এইরূপ সদ্‌গ্রন্থ রচনায় সর্ব্ববিধ অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এ পুস্তক আত্মপ্রকাশ করিল তাহা ভাবিতে বিস্ময় লাগে। নিবেদকের কতকটা অজ্ঞাতসারেই যুগল সরকার শ্রীসীতারামজী আপন নাম-লীলা মাধুরী প্রকট করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সম্যক্‌ আত্মানুভূতি বিনা সাধুসমাজে লেখা এবং বিশেষ করিয়া অপরের জন্য লেখা প্রশংসনীয় নহে। সুদীর্ঘ অকাম সাধু-সেবা জনিত ভগবৎ কৃপালব্ধ রচনা ব্যতিরেকে আত্মাভিমান লেখা ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা দোষদুষ্ট— যাহা আত্ম প্রচারার্থে রচিত হয়, সাধু সমাজ কর্ত্তৃক তাহা সর্ব্বদাই বর্জ্জনীয়। সুশান্ত ক্ষমাশীল সাধু সমাজ যদিও কদাপি পরছিদ্র অন্বেষণ করেন না—তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে উদার ও গুণগ্রাহী, তথাপি আনন্দকন্দ শ্রীসীতারামজীর উদার নামকে 'টিকিট' স্বরূপ ব্যবহার করিয়া যাঁহারা নিজেদের মদাভিমানের পুষ্টি সাধন করেন এরূপ লেখক-দলকে প্রেমিক সজ্জনবৃন্দ কৃপা করিয়াই থাকেন এবং তাঁহাদেরই অমোঘ

কৃপার দানে কোন কোন্ ভাগ্যবান লেখক হয়ত একদিন সুমতিলাভ করিয়া অপার আনন্দের অধিকারী হইতে পারেন।

শ্রীগুরু প্রেরণায় আলোচ্য পুস্তকটি 'স্বান্ত-সুখায়' লেখা অপর কাহাকেও সুখদান করিবে কিনা লেখার সময় এ প্রশ্ন মনে জাগে নাই, বস্তুতঃ "লিখিতে বাধ্য" তাই লিখিয়াছি এ লেখার তাৎপর্য্য বা ভবিষ্যৎ কী এ সম্বন্ধে কোন দিন চিন্তা করি নাই। সর্ব্বদোষ দুষ্ট হইয়া সন্ত সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইতে সংকোচ অনুভব কবিতেছি। একমাত্র ভরসা এই পুস্তকে শ্রীসীতারামজীর উজ্জ্বল নাম আছে এবং তাহাই সন্ত সমাজকে লুব্ধ করিয়া আনন্দে মধুপান করাইবে।

এহি মঁহ রঘুপতি নাম উদারা।
অতি পুনীত পুরাণ শ্রুতি সারা।।

আলোচ্য রচনাটিতে শ্রীমৎ রামানুজ স্বামী প্রদর্শিত শ্রীবিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উৎকর্ষ লক্ষিত হইবে এবং শ্রীমৎ রামানন্দ স্বামী প্রচারিত শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের 'শ্রী' সম্প্রদায়ের ভাবধারা পুষ্টিলাভ করিয়াছে। স্থানে স্থানে ভক্ত শিরোমণি গোস্বামী তুলসীদাস কৃত ভব রোগের একমাত্র ঔষধ শ্রীরাম চরিত মানস মহাকাব্যের ছায়া এবং প্রভাব পবিলক্ষিত হইবে। বিশেষ করিয়া দীন নিবেদকের প্রধান গুরু মহারাজ অখিল তরণ তারণ বাল-ব্রহ্মচারী, জীবোদ্ধারক, জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম ধ্বনির প্রচারক বৈষ্ণব শিরোমণি সিদ্ধশ্রী পরমহংস শ্রীসিয়লাল শরণ মহারাজজীর বৈষ্ণব শাখার 'শ্রী' সম্প্রদায় ভাবপুষ্ট কোন কোন সদ্‌গ্রন্থের আভাষ পাওয়া যাইবে। লেখাগুলি কতখানি যথাযথ বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী হইয়াছে তাহা জানি না। যদি সজ্জন পাঠকের চক্ষে শাস্ত্র অনুযায়ীই প্রতিভাত হয়—তাহা হইলে তাহার সুযশ ও

কৃতিত্ব যাঁহার প্রেরণায় নিবেদকের হাতে লেখনী আপনি সরল ও উদার হইয়াছে, তাঁহারই প্রাপ্য।

প্রায় অর্ধেকের অধিক লেখা পশ্চিম ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তের কতকটা "গ্রাম্যগিরা'য় রচিত—অনুরূপ ভাষাতে তুলসীদাসজীর 'মানস রামায়ণ' এবং নিবেদকের প্রধান গুরু মহারাজজীর সমগ্র লেখা রচিত— জানি না তাঁহাদের কৃপার কতটুকু ধারক এবং বাহক হইতে পারিয়াছি। লেখাগুলি দেখি কবিতা, দোঁহা এবং চৌপাইএর আকার ধারণ করিয়াছে। অনন্ত কাব্যশাস্ত্রের এক কলাও জ্ঞাত নহি, কাব্যের যতি, ছন্দ, ধারা, মিল, মূর্চ্ছনা, পদ ঠিক ঠিক হইয়াছে কিনা জানি না, আশঙ্কা বহুক্ষেত্রেই ঠিক বিপরীত হইয়াছে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কী, কাব্যকলার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া লেখনী লিখিয়াছে—যদি অচিন্ত্য, অপার নাম মহারাজ আপন মহিমায় কাব্যলক্ষ্মীকে এ দীনতমের লেখার প্রকাশ করিয়া থাকেন—তাহা হইলে নাম মহারাজের অপূর্ব্ব মাধুরীমারই পরিচায়ক। কারণ নিবেদক অবহিত আছেন

কবি ন হোউ ন চতুর ভাষেউ,
মতি অনুরূপ রামগুণ গাউ ॥

বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী সজ্জনবৃন্দের জন্য লিখিত পুস্তকটি বাংলা অক্ষরে হিন্দি ভাষায় রচনা হয়তো সকলের পক্ষে সুগম হইবে না—তাই আশঙ্কা হয়, হয় তো বা এই পুস্তকটি পাঠকবর্গ কর্ত্তৃক পূর্ণমাত্রায় আস্বাদিত হইবে না – নিবেদক এই বিষয়ে সর্ব্ব উপাধিশূন্য ভাবে অস্বতন্ত্র, তবু এই মনে হয় আগ্রহশীল পাঠক যদি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করেন তাহা হইলে যথাযথই রসাস্বাদনে সক্ষম হইবেন। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য কোন কোন শব্দের অর্থও দেওয়া হইয়াছে। তা ছাড়া আর একটি অন্তরায় হইল হিন্দি 'চৌপাই' ও 'দোঁহার' একটি

বিশেষ পাঠ আছে। হিন্দী ভাষাভাষী সৎসমাজে যাঁহারা মেলামেশা করেন তাঁহাদের কোন বিশেষ অসুবিধা হইবে না—কিন্তু যাঁহারা এই সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত তাঁহাদের পক্ষে এ পুস্তকের হিন্দীভাষায় রচনা সম্যক রসাস্বাদনে বাধা উপস্থিত করিতে পারে।

সহৃদয় পাঠক সমাজের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া পশ্চিম ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তের ভাষা পাঠ সম্বন্ধে মোটামুটি দু একটি কথা নিবেদন করিতেছি। যাঁহারা এ ভাষায় অভিজ্ঞ এবং পটু তাঁহাদের জন্য এ প্রস্তাবনা নহে—যাঁহাদের কাছে এ ভাষা অপরিচিত তাঁহাদের কাছে হিন্দী 'গ্রাম্যগিরা'য় লেখা ফিকা লাগিতে পারে। 'ব' কারের উচ্চারণ 'ওয়া'র ন্যায় হইবে। যথা—অবধলাল অর্থাৎ অওধলাল অর্থাৎ অযোধ্যাপতি। বাংলা লেখার মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও এরূপ 'অবধলাল' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। 'ষ' এর উচ্চারণ 'খ'এর ন্যায় যেমন 'ভাষেউর'এর পাঠ ভাখেউ অর্থাৎ বলিতে। 'ক্ষ'এর উচ্চারণ 'ছ'এর ন্যায়, যেমন লক্ষণ, লছমণ, আবার লক্ষণকে 'লখন' একপ উচ্চারণ করা হয়। দোঁহার শেষের শব্দটির উচ্চারণ সাধারণতঃ দীর্ঘ 'ই' হইয়া থাকে ইত্যাদি। হিন্দি ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে হিন্দী লেখার সামগ্রিক অর্থ বোধের অসুবিধা হইতে পারে কিন্তু সামান্য অভ্যাস ধৈর্য্য ও আগ্রহ সহকারে পাঠ কবিলে অসুবিধার অধিকাংশ দূরীভূত হইবে। নিবেদক নিজেও হিন্দি ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সজাগ নহে—হিন্দী লেখার মধ্যে দোষ ত্রুটি লক্ষিত হইতে পারে—যদি তাহাই হয়, সুধী পাঠক নিজগুণে ক্ষমা করিয়া নিবেদকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন, সন্দেহ নাই।

আলোচ্য লেখাটিকে কতকগুলি 'প্রসঙ্গে" বিভক্ত করা হইয়াছে। সব প্রসঙ্গগুলি যে ঠিক ঠিক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। হয়তো

একটি প্রসঙ্গ অন্য একটিতে চলিয়া গিয়াছে, এরূপ হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। কারণ একটি একক সমগ্র ভাবধারাকে খন্ড খন্ড রূপ পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে। আসলে সমগ্র পুস্তকটিতে শ্রীগুরু শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া নাম মহারাজের কীর্ত্তনেরই সুযোগ পাওয়া হইয়াছে। দিব্য চিন্ময় নাম মহারাজের সমগ্র যোগ, বৈরাগ্য, ভজন, বিজ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম সম্পুটিত আছে। সাধু কৃপালাভ করিয়া নামামৃতের কিঞ্চিত পান দিব্য জ্ঞান বিজ্ঞান রাজ্যের ও অনন্ত শ্রীসম্পদেব পথ প্রদর্শক হয। এইরূপ অনন্তানন্ত, অজস্র সুখ নামামৃত পান মহৎ কৃপা সাপেক্ষ।

লেখাব মধ্যে শ্রীসীতারাম নামের পরিবর্ত্তে প্রায সর্ব্বত্র সিয়রাম নাম ব্যবহার করা হইয়াছে, কেন এরূপ হইল পাঠক সমাজে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাঁহাদের কৌতূহল নিরাকরণার্থে কোন এক পন্ডিতাভিমানীর প্রশ্ন নিবেদকের প্রধান গুরু মহারাজ অনন্তশ্রী শ্রীসিয়ালাল শরণ জী যাহা উত্তর দান করিয়াছিলেন প্রসঙ্গক্রমে তাহারই অবতারণা করিতেছি। প্রশ্নের সমাধানটি বুঝিবার সুবিধার জন্য ক্রমিক সংখ্যা পর্য্যায়ে লিখিত হইল।

(১) বস্তুতঃ 'সীতারাম, এবং সিয়রাম' নামে কোন প্রভেদ নাই— সীতারাম নামই—সিয়রাম নাম। তবে এইটুকু প্রভেদ করা হয় – শ্রীসীতারাম নাম যুগল সরকারের ঐশ্বর্য্য বাচক নাম এবং সিয়রাম মাধুর্য্যবাচক শব্দ। গোস্বামী তুলসীদাস তাঁহার শ্রীরাম চরিত মানসে যেখানেই ভগবানের ঐশ্বর্য্যের দ্যোতনা করিয়াছেন, সেইখানেই সীতারাম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং যেখানে মাধুর্য্য রসের অবতারণা করিয়াছেন সেই খানেই সিয়রাম নাম গাহিযাছেন।

বৈষ্ণব সন্ত সমাজ মধুর রসের উপাসক—মধুর রস কাহার না ভাল লাগে—সেই হেতু শুদ্ধ 'মাতা' বা 'অম্বা' শব্দ ব্যবহার না

করিয়া মধুর 'মা' 'মাইয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন 'দীপালী'কে মধুর স্বরে 'দিয়ালী' বলা হইয়া থাকে। যেমন কৃষ্ণকে 'কানাইয়া ইত্যাদি বলা হয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ, সীতা—অবনিজা, জনক নন্দিনী, ভূমিজা প্রভৃতি নাম সম্পর্ক রহিত নহেন, সেইরূপ দশরথ নন্দন, রঘুপতিকে অবধেশ কুমার ইত্যাদি নামে কোন বিশেষ পাত্রকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যেমন 'সিয়া' নাম কোন বিশেষ পাত্রকে বা পাত্রীকে বোঝায় না, রাম নামও সেইরূপ সম্পর্ক শূন্য এবং এই যুগলের মিলনে যে মধুর সিয়ারাম নাম হয় তাহা পরব্রহ্ম, পরাৎপর, পরমেশ্বর, অজ, অনাদি, অব্যক্ত, ভক্ত রুচি অনুযায়ী নানারূপ পরিগ্রহকারী নির্গুণ 'রাম'এর সগুণ আনন্দময় অভেদ দ্বৈত প্রকাশ।

(৩) তৃতীয়তঃ সীতারাম মন্ত্র উচ্চারণ দোষ দুষ্ট হইলে, সিতারাম এবং যখন নামজাপক দ্রুতগতিতে নাম রটন করেন, তখন সীতারাম নাম 'সিতরাম', 'সিতারাম', 'সীতরাম' এইরূপ উচ্চারিত হয় এবং তাহার ফলে জপের সমগ্র ফল নষ্ট হয়। মন্ত্রের অশুদ্ধ উচ্চারণ ফলে ইন্দ্রের মৃতুর কারণ না হইয়া বৃত্রাসুরের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, সুধী পাঠকের তাহা অজানা নয়। কিন্তু সিয়রাম শব্দটি সিয়রাম, সিয়ারাম, সীয়রাম, সীয়ারাম এই চারপ্রকারের মধ্যে যে প্রকারেই উচ্চারিত হউক না কেন তাহার দ্বারা মন্ত্র কোন প্রকারে দুষ্ট হইবেন না এবং জাপক জপের সমগ্র ফল লাভ করিবেন। বস্তুতঃ তুলসীদাস তাঁহার জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তির ত্রিবেণী সঙ্গম স্বরূপ 'মানস রামায়ণে' উপরিলিখিত চার প্রকার বানানই ব্যবহার করিয়াছেন। এ পুস্তকটির মধ্যে সিয়রাম এবং সিয়ারাম এই দুই প্রকার বানানই দৃষ্ট হইবে।

(৪) চতুর্থতঃ, যাঁহারা সংখ্যা জপ করেন, তাঁহারা ঘন্টায় সাত হাজার মতো সীতারাম নাম জপ করিবেন, অপরপক্ষে এক ঘন্টায় প্রায় নয় হাজার মত সিয়রাম নাম জপ্ত হয়।

উপরি লিখিত কারণগুলি বিচার করিলে সীতারাম নাম অপেক্ষা সিয়রাম নামের সরসতা এবং উৎকর্ষতা উপলব্ধি হইবে।

সমগ্র লেখাটি মোটামুটি ইং ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি হইতে প্রায় ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে রচিত হইয়াছে। যাঁহাদের সর্ব্ববিধ সক্রিয় সাহায্য এবং উৎসাহ ব্যতিরেকে এ লেখা কোনদিনই পাঠক সমাজে প্রকাশিত হইত না আজকের দিনে বিশেষভাবে তাঁহাদের পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদের মধ্যে প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (নাড়ুদা) এবং বৈষ্ণব রসশাস্ত্র সুস্নাত নামরসিক ভক্ত শ্রীনরোত্তম মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত দুই সন্তহৃদয় মহাজন নিবেদকের অগ্রজতুল্য, তাঁহারা আপনগুণে নিবেদককে সর্ব্বতোভাবে ঋণী করিয়াছেন, সে ঋণ কোন দিনও পরিশোধ্য নয়। সমগ্র লেখাটি তাঁহারা একাধিকবার পাঠ করিয়াছেন। বস্তুতঃ লেখাটির প্রকাশ এই দুই সন্ত চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছে। উপরন্তু লেখাটির কিভাবে প্রকাশ করা উচিত তাহার বিবেচনার ভার তাঁহারাই গ্রহণ করিয়া নিবেদককে সর্ব্বতোভাবে চিন্তা এবং অধিক শ্রম হইতে সাবকাশ দিয়াছেন।

গ্রন্থের মুদ্রনকারী শ্রীমণীন্দ্র নাথ রায় এম, এ এবং শ্রীঅত্রি কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্ব্বানুকূল্য না পাইলে এ গ্রন্থ প্রকাশে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইত। শ্রীমণীন্দ্র নাথ রায় নিবেদকের অগ্রজ প্রতিম এবং শ্রীঅত্রিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রজ; সেহেতু তাঁদের সম্বন্ধে

কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সাধু সমাজ সম্মত নহে। তাই তাঁহাদের সশ্রদ্ধ বিনীত প্রণাম জানাইয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

ইহা ব্যতীত প্রেসের প্রতিটি কর্ম্মচারী যেরূপ সততা, ধৈর্য্য এবং আগ্রহের সহিত এই পুস্তক প্রকাশে সাহায্য করিয়াছেন সচরাচর আজ-কালকার দিনে তাহার তুলনা মেলে না। ব্যক্তি বিশেষ কোন কর্ম্মচারীর নাম না করিয়া যথার্থভাবে এ দীন লেখক সমগ্র কর্ম্মচারী-দিগের নিকট কৃতজ্ঞ। সৎকর্ম্মে ছোট-বড় সকলের সাহায্য ও প্রীতি ঈশ্বর প্রেরিত।

শ্রীগুরু প্রেরণায় পুষ্ট বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অনন্ত চন্দ্র-সূর্য্যের মধ্যে সন্তকৃপায় এই দীন-হীন খদ্যোত তাহার ক্ষীণ আলোকশিখা লইয়া আশ্রয় লাভ করিতে অগ্রসর। সন্ত-সমাজের কৃপা কটাক্ষ এবং অমোঘ স্পর্শে, আশা হয়, সর্ব্বপ্রকার অশুদ্ধি পরিমার্জিত হইয়া উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়া আপন বিশিষ্ট সত্তা ও আদর্শ বজায় রাখিবে। পাঠকের সংখ্যা কতো হইবে বা আদৌ হইবে কিনা এরূপ কোন আশা না রাখিয়া প্রেমিক সজ্জনবৃন্দের দুয়ারে উপস্থিত। যদি কেহ আপন মহিমাগুণে গ্রন্থ পাঠ করিয়া সামান্য আনন্দের অধিকারী হইয়া একবার মাত্র সুমধুর জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম মধুর স্বরে উচ্চারণ করেন তাহা হইলে তাঁহার চরণযুগলে নিবেদক কোটি কোটি প্রণাম করিয়া পূর্ণকাম হইবেন।

প্রেসের কাজে অনভিজ্ঞ—তাই যত্ন সহকারে চেষ্টা করা সত্ত্বেও

ভুল ত্রুটি থাকা অসম্ভব নহে। সজ্জন পাঠকবৃন্দ নিজগুণে এই অবাঞ্ছিত অপরাধ মার্জনা করিবেন।

এহি বিধি নিজ গুণ দোষ কহি সবহি বহুরি শিঁর নাই।
বরণউ রঘুবর বিশদ যশু শুনি কলি কলুষ নশাই ॥

ইতি—

শ্রীসীতারামার্পণমস্তু

শ্রীজানকীবল্লভ কুঞ্জ
২নং ব্যানার্জী পাড়া
উত্তরপাড়া।
শ্রীগুরু পূর্ণিমা
১৬ই আষাঢ়, ১৩৬৫
ইং ১লা জুলাই, ১৯৫৮।

কৃপাজীবি: শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীগুরুদত্ত নাম: শ্রীসিয়রাম শরণ।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

কৃত

শ্রীসীতারাম নাম বৈভব

(শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র, যামল, ডামর, সাহিত্য, রহস্য, শ্রীরামায়ণাদি শাস্ত্র গ্রন্থসমূহের প্রমাণ দ্বারা শ্রীরামনাম মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে)

অল্প কয়েকখানি কপি সজ্জন মধ্যে বিতরণের জন্য আছে, আগ্রহশীল পাঠক অনুসন্ধান করিতে পারেন।

শ্রীসীতারাম নাম বিলাস

শ্রীগুরু পরত্ব

জয় সদগুরু কৃপালু শরণ দেহি পাতক দুষ্ট অধম জনে।
শোক সন্তাপ হরণ পদরজ দরশন উঘরিয়ে[১] বিমল গুণ গণে॥
অমল করু মানস মল কথামৃত তব সিয়রাম সুহানে।
লাখ কোটি জনম বীচ সৎসংগন তব মহিমা ন জানে॥

কৃপা করুণা অভয় মূরতি আরত জনন্[২] কো দানী মহান।
ইহলোক সুযশ পরলোক সুখ চরণ কমল পরম লুভান॥
তিঁহুলোক তিঁহুকাল তব কীরতি উজ্জল চিন্ময় শ্রীগুরুনাম।
গুরুপরত্ব বেদ অগম কা কহে কিঙ্কর দাম কে চাম॥

মঞ্জুল মংগল শ্রীগুরু স্মরণ দৃক্ দোষ বিভঞ্জন শ্রীগুরু ধ্যান।
রটন শ্রীগুরু সিয়রাম সহ সরস আনন্দ কো লহরী নিধান॥
যুগল মন্ত্র যুগল স্বরূপ নাম মূরতিবন্ত জয় গুরুদেব।
গৃহমেধী দ্রোহী কোহী কো দেহি অনুপ জ্ঞান বিবেক॥

---

(১) প্রকাশ করে (২) ভক্ত

সেবাহীন কু-করম রত বিনু ভজন ভাও নীচ শ্বান সমান।
মোহনিদ কে অবসান করি দেহি নেম তব চরণ পুরাণ[৩] ॥
অবলম্বু এক মম শ্রীগুরু চরণ অশরণ শরণ প্রেম নিধান।
শ্রীগুরুদেব সহায় হোউ মম মৈ রঙ্ক আপু পারস প্রধান ॥

জয় জয়তি শ্রীগুরুদেব অগুণ গুণময় নিগম কে সার।
বিনু অকাম শ্রীগুরু ভজন মিটহি ন হিয়কে দ্বন্দ্ব অপার ॥

---

(৩) পবিত্র

শ্রীগুরু বন্দনা

সুন্দর তন মূরতি মোহন শান্তি সুখন্ ধাম রে।
কণ্ঠী ললাম উর মাল জাল সোহে তিলক ভালরে॥
শির শোভিত টোপি অনূপ রাজধিরাজ লাজরে।
অতি শোভন পীত বসন স্নিগ্ধ মনোহারীরে॥
সহস তুলসী কাঠ মাল কমল কর রাজরে।
নয়ন বরষি অমিয় প্রেম হঁরন জন্ পীররে॥
পঞ্চ কেশ ধারণ কিয়ে যুগল মন্ত্র জাপরে।
ভক্ত জন প্রেম হেত নামপুরী বাসরে॥
অতি অনিন্দ্য মুখারবিন্দ সিয়রাম বোলরে।
মঞ্জু মৃদু মধুর ভাষ দুখিতগণ তোষরে॥
দেহ গেহ নেহ ছোড়ি বাল ব্রহ্মচারিরে।
বৈষ্ণব সুনাম রসিক সিয়ালাল শিষ্যরে॥
চিত্রকুট সরযূতট গংগাজীকো কিনার রে।
ইকান্ত বৈঠি নাম রটি মহা মোদ লভিরে॥
সদগুরু চরণ তরণ তারণ আন[১] মতি নাহিরে।
প্রেমলতা কৃপা জিনি ধন্য জীবন ধন্যরে॥
পর্ম বিনীত অমানী মানদ সহজ সরল সুভাওরে[২]।
শান্ত অকাম পরাহিত রত সন্ত শিরতাজরে॥

(১) অন্য (২) স্বভাব

রাম প্রেম পিযূষ হৃদ মন কিয়ে মীনরে।
নাম রূপ লীলা ধাম মরম গূঢ় সুজানরে॥
নিজ স্বামী কূল গাঁথন লিখি লিখি প্রচাররে।
অমিত রচিত কৈসে কহু দাস্‌কো মাও বাপরে॥
নাম শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণ পরম পাবন স্বামীরে।
নাম লিয়ে প্রেম সুমঞ্জরী পিতম সহ বিহাররে॥
মধুর ভাও ভাবিত হিয় তিয় ভক্তিরূপীরে।
গুরুপ্রসাদ যুগল সরকার সিয়লাল হেরবে॥
ধনি ভাগ সিয়রাম শরণ কহে বন্দি যুগল চর্ণরে।
আপ প্রভু ম্যয় দাস লাখ লাখ জনমরে॥

(২)

বন্দি সদগুরু চরণ কমল বিমল তীরথ হিয় অমল হৈ।
মহিমা অমিত যা কর ন জানে বেদ পুরাণ মহেশ কৈ॥
স্নিগ্ধ শীতল পরম কৃপাল দীনজনন্‌ শরণ কো।
সুখদ স্মরণ ক্লান্তিহরণ বাৎসল্য সীমা নিধান কো॥
অবগুন আধার কুটিল কুচাল মন্দমতি অপার কো।
যুগল চরণ অভয় আলয় শান্তি মোদন্‌ ঠাম কো॥
দূর করি কীচ অমল অনহবায়[১] প্রেম বারি কো।
চিৎ বোধি স্বাদ লিয়ে নিত্‌ নতুন ভায় কো॥
বিগড়ি রসনা মধুর হোয়ি গাহি সিয়রাম কো।
দ্বন্দ্ব ভ্রম ফন্দ সব উলজ[২] ফুলজ যায় কো॥
যুগল সরকার সিয়রাম জ্ঞান ভকতি দ্বার কো।
বার বার নমি ম্যয় যুক্তকরি পাণি কো॥

---

(১) স্নান করাইয়া (২) জ্বলিয়া যাওয়া

(৩)

নমামি নমামি বহোরী[১] নমামি।
শ্রীসিয়রঘুনাথ শরণ মম স্বামী ॥
ভগত প্রেম বশ নর তন্ ধারী।
ত্বংহি সদা সাকেত[২] বিহারী ॥
জ্ঞান ভকতিময় প্রেম রস সানী।
কতহুঁ অধমণে উপদেশহি বাণী ॥

হৃদয় রামপীযুষ হ্রদ মুখারবিন্দ সন্তোষ অভিরাম।
গাবহি বোলহি রটাহি সদা জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম ॥
কৈ সে কঁহু মৈ তব অমিত কথা বেদহি পাও নেহি পার।
তব চরণ কমল শরণ দেহি আউর কৃপা কটাক্ষ একবার ॥

অধম অজ্ঞ কুটিল কুজন মৈ সব গুণহীনা।
সাঁচ বুরা বোধ নেহি কছু রঙ্ক নয়নবিহীনা ॥

আপ কৃপা করি সবাঁরি[৩] লেহু প্রভু দীন দয়াল তব নাম।
জনম জনম ভরি দেহি কৃপা বারি চরণ শরণ তব ঠাম ॥
বার বার মৈ বলি যাঁউ বলিহারী শ্রীসদগুরু স্বামী।
দাস সিয়রাম শরণ কহে নমামি প্রভু নমামি ॥

---

(১) পুনরায় (২) নিত্যধাম (৩) ঠিক করিয়া লওয়া

(৪)

জয়তু শ্রীসদগুরু দেব মোর অশেষ কল্যাণ ধাম।
কৃপা বিতর সদা প্রসন্ন চিৎ ভজত নিত সিয়রাম ॥
পীত বসন ধর নয়ন আনন্দ ঝর তবণ তারণ প্রভু মোর।
উর্মিমালাময় দুখসাগরে লভিনু নির্ভয় ক্রোড় ॥

ধন্য জীবন মম পূণ্য পরশে তব হে কৃপা নিকেত।
দেহু ভকতি অনপায়নী নির্ম্মল চিত্ত সমেত ॥
লাখ চুরাশী জন্ম পরে হেরিনু আজি নব প্রভাত।
সত্য-জ্ঞান-প্রেম ভক্তি শুভ্র আলোকে জাগিল হঠাৎ ॥

হৃদয়ে আসন পাতি প্রেম রসে সিক্ত করি প্রাণ।
অবিবেক অন্ধকার দূর করি দেহ আত্মজ্ঞান ॥
দেহ প্রেম দেহ ভক্তি দূর হোক যত কিছু অসত্য জঞ্জাল।
কৃপা আনন্দঘন মূর্ত্তি লয়ে হৃদে বস হে দীনদয়াল ॥

শ্রীশংকর বন্দনা

জয় শংকর পুরারি উমা মনচারী ক্ষিপ্ত সুরগণ দুখ হরে।
জয় শংকট ঠারী মশান[১] বিহারী সদাতৃপ্ত আঁখি প্রেম ঝুরে ॥
জয় মহেশ বিশ্বেশ্বর অনাদি অকারণ প্রকৃতি পরে।
জয় ত্র্যম্বক নয়ন ভাল চন্দ কুন্দ ইন্দু সম রূপ ধরে ॥
জয় শান্ত অকাম গত মদ মান বৈষ্ণব চূড়ামণি জটাশিরে।
জয় অনিকেত ফির দ্বার দ্বারঁ গাহি সিয়রাম উচ্চ স্বরে ॥
হাড় গলমাল ভূষণ মণিজাল সফণ ফণিণী সোহে গরে।
জয় শিবনাম ধারী মংগলকারী সুরধনি গংগা লাজ তারে ॥
জয় মদনারি দক্ষ দর্পহারি কম্পিত দেবন রুদ্র হেরে।
জয় শূলপাণি ইপ্সিত ভবানী চির ব্রহ্মচারী রক্ষ মোরে ॥
সব ভূত হিতে রত জয় ভূতনাথ পিবত হলাহল নিজ করে।
তব রাজীব চরণ ধ্যান মুনিগণ বাজত গাল বম্ বম্ হরে ॥
জয় কাশীনাঁথ কৈলাসপতি জ্ঞান.ভকতি জনু মূরতি ধরে।
জয় বরাভয় দাতা সব ক্লেশত্রাতা কো তু সম দীন প্যারে ॥
অতি সহজ তুষ্ট দাতৃ অভীষ্ট ভেদ ন গণি বন্ধু অরি রে।
নাচত গায়ত ভূত বেতল সাথ পরম রসাল বাজে ডম্বরে ॥
জয় শম্ভু পিনাকপাণি তন্ত্র মন্ত্র বেদ শাস্ত্র সব কর তরে।
অনিমাদিক সিধি সম্পদ নব নিধি লসৎ সদা তব চরণ ধূরে ॥

---

(১) শ্মশান.

ভুক্তি মুক্তি চতুবর্গ আদি মিলতি সব কৈ তব নাম উচারে।
সুর দেব মধি হে মহাদেব প্রথম পূজা তব সকর স্থরে॥
যোগিরাজ জ্ঞানবন্ত ভকতি বৈরাগমণি নাহি তু সম রাম
চেরে[১]।
সিয়রাম যুগল অনুরাগ বিহ্বল বৈঠল তব হিয়ে সুন্দর শ্যাম
রূপ ধরে॥
ভগত বচ্ছল শোভন যুগল সদা গাহতি শম্ভু শম্ভু প্রেম ভরে।
বিদিত জগ নভ বিনু শম্ভু প্রসাদ কিসি কো ন মিলি
সিয়াবঘু বরে॥
প্রভু সেবা লাগি আয়ে অবধপুরী রূপ কপিরাজ জগ হেরে।
বাঁধি পয়োধি লংকা উজারি সংহারে শত শত রক্ষ অঘারে[২]॥
দিয়ে চূড়ামণি বন্দি জনকলীলা লছমন কে তুম প্রাণ সঁভারে।
ধন্য পুবারি ধন্য শংকর ধন্য ধন্য রঘুবীব দুলারে॥
হে কৃপাসিন্ধু হে জগবন্ধু নাহি ভকতি মোর গাহি তোরে।
বিশ্ব কর রূপ তব ভূতেশ নাম ধর রাম কৃপা ভাজন
হে পরমেশ্বরে॥
সিয়রাম শরণ পামর মলিন যাচে কৃপা তব যুগ্ম করে।
ভকতি অবিরল দেহি উমালাল সিয়রাম নাম দেহি কণ্ঠ ভরে॥

(১) সেবক (২) দুষ্ট

শ্রীহনুমৎ বন্দনা

জয় শংকট মোচন অঞ্জনি-নন্দন মহাবীর কপিরাজ হে।
জয় পংকজ লোচন বারিজ বদন জ্ঞান-ভকতি নিধান হে॥
জয় কপিনায়ক অভয় প্রদায়ক শরণপাল দীনবন্ধু হে।
জয় সুত পবন অদ্ভুত করণ বৈষ্ণব সন্তরাজ হে॥
জয় অসুর বিদারণ রক্ষক মুনি-দেবন পরম অবলম্বন হে।
জয় অহিরাবণ ঘাতক সুর সহায়ক রাম জানকী দুলার হে॥
জয় কীরতি উদার অতি সুখ সার ভবভয় বন্ধন নাশক হে।
জয় দীন দয়াল অহেতু কৃপাল প্রণতপাল ভয়হারী হে॥
জয় বিপদ বিভঞ্জন তব নাম সুমিরণ রামদাস মারুতি হে।
জয় সিয়রাম সুজাপক ঘট ব্যাপক শূর অধিনায়ক হে॥
জয় অতীব অকাম গত মদমান সেবক চূড়ামণি সুজান হে।
জয় বিভীষণ আদি তিলক প্রদায়ী যুগল সুবাস মন্দির হে॥
জয় মহাযোগী বিবেক উদধি সম্পদ তৃণ সম বিচারক হে।
সিয়রাম জ্ঞান সিয়রাম ধ্যান সিয়রাম রটন সুসাধক হে॥
জয় জন পোষক কলিমল নাশক পরম আরাধ্য মম রক্ষক হে।
যাচি প্রেম চরণকমল তব সিয়রাম ভজন দেহি কৃপা করি
বরদানী হে॥

(২)

শ্রবণ সুখদ পরম ললাম গাহি সিয়রাম চলে কপিরাই।
নয়ন টপকত করতারি দেত নাচত নাচত তন মন লাঈ॥
হেরত দর্শন ঘন শ্যাম সুন্দর প্রকট মনোহর যাঁহা দিঠি যাই।
ধন্য সুধন্য হে কপি নায়ক বার বার চরণকমলে তব প্রণমাই॥
জয় অঞ্জনি নন্দন মুগ্ধ ত্রিভুবন ভকতি-প্রেম-বিরতি নিহরাই।
হে শংকর মহাদেব প্রভু সেবা হেত রূপ কপিরাজ ধরি আই॥
কিয়ে চরিত উদার শ্রুতি সুখসার বরণ কওন বিধি যাই।
মুনি-মন-ভাবন রামরাজীব চরণ তব হৃদয় কমলে অহরাই॥
হে বংকট বীর তব সম শূর জগ ন হের ন কভু হোই।
জিতি সুরসরি ঘননাদ মহাভট রাবণ মদ কিলকাই॥
হতি সেনাপ অগণন রক্ষ দশানন মাতু জানকী বন্দী ছুড়াই।
আনি সঞ্জীবন লছমন ক্ষণঁমহ উঠি ঝলকাই॥
তব কীরতি উদার মন বাণী পার কিয়ে রাম ঋণী অধিকাই।
হে শংকট মোচন শোক দুখ দাহন রামদাস নাম জগ ছাই॥
দিয়ে চূড়ামণি বন্দি জননী লছমন রাম সন্দেশ শুনাই।
জনম জনম তব রহি রাম চরণ রতি মোদিত সিয়া বরদাই॥
বাঁধি পয়োধি লংকা উজারি সিয়া রঘুনন্দন দেহি মিলাই।
বন্ধু সমেত আনি যুগল সরকারজু রতন সিংহাসন
অওধ[১] বৈঠাই॥
দেব সুরগণ তব প্রেম সরাহন[২] পুন পুন সুমন বরিষাই[৩]।
শচী রতি শারদা অতি অনুরাগ তব বিজয় সুমংগল গাই॥
হে জন পালক হে বর দায়ক জয় শংকট মোচন প্রিয় রঘুরাঈ।
সিয়রাম সু-সেবক হে সুজান সুনায়ক জ্ঞান-ভকতি কো ঠাঁঈ॥
দেহি কৃপা করি সিয়রাম ভজন রতি সদ্গুরু চরণ নেম সদাই।
যাচে সিয়রাম শরণ সহিত প্রেম পুলক তন নাম রটন
দেহি শিখাই॥

---

(১) অযোধ্যা (২) প্রশংসা করা, (৩) বর্ষণ করা।

অখিল জীবোদ্ধারক তরণ-তারণ পরমহংস জয় সিয়ারাম
জয়জয় সিয়ারাম নাম ধ্বনির প্রচারক

শ্রীসিয়লাল বন্দনা

সিয়লাল দুলারে সিয়লাল শরণ চরণ কমল বন্দে মৈ বন্দে।
জয় সিয়রাম নাম সুমোদক হে কবি গায়ক জিনিল
আনন্দকন্দে ॥
বাল ব্রহ্মচারী গেহ নেহ পরহরি অজিত সদা রহি
মায়াকর ফন্দে।
শোভন নরতনু প্রেম ভকতি জনু মিলিল নাশিতে সংশয় দ্বন্দ্বে ॥
শ্রীরামাবল্লভ পরম সুবৈষ্ণব হরল তুঁয়া কর মন বাণী ছন্দে।
ইপ্সিত ইষ্ট গুরুপদ নিষ্ঠ বিস্মরণ দেহ শুধ ভজনানন্দে ॥
রটি সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম করতরি সাথ নাচ অলিন্দে।
মগ্ন সদা রহি রসকলি নাগরী হে পরম পাবন দুষ্ট নিকন্দে ॥
অধম তারণ তরণ জন পীর হরণ নাম সুধা দিয়ে মুখরাবিন্দে।
কতহু সন্ত জন ঘেরল শ্রীচরণ ভ্রমর দল যথা সুধা মকরন্দে ॥
নাম রটি রটি সুবা-গাঁও অটহি কৃপা বারি বরষিল কতহু মন্দে।
জয় সিয়ালাল জয় প্রেম সুলতা জয় জয় জানকীবিন্দে ॥

---

* লেখকের পরম গুরুমহারাজ।

শ্রীসম্প্রদায় কর বৈষ্ণব স্বধর্ম্ম অচরিত সু-সুখ রামানন্দে।
কণ্ঠী তিলক ছাপ যুগল মন্ত্র নাম সোহে শ্রীমুখ চন্দে॥
স্থূল শরীর দাস ভাব সূক্ষ্ম সুতনু মধুর রস পূজিত সিয়ারঘু নন্দে।
হেরি অনুরাগ যুগল সরকারজু বৈঠল তব হিয় পুলকানন্দে।
নাম সুধা ভরি গাঁথন রচি রচি উধারল কতহু দীন দুখী গন্দে।
প্রেম সুমঞ্জরী জানকী সুবল্লভ ধন্য সঁপি হিয় পদারবিন্দে॥
দীন সিয়রাম শরণ অতি অভাজন যাচে তব কৃপা
কটাক্ষ অনিন্দ্যে।
আনন্দ বিভোর গাহল জয় গান জয় সিয়লাল জয় সচ্চিদানন্দে॥

শ্রীনাম মহারাজ বন্দনা

জয় মোদকমন্দিরম্ অতীব রসালম্ শ্রীসিয়রাম নাম
অভিমত দায়কম্।
জয় খল-দল গঞ্জনম্ জন-হৃদি রঞ্জনম অকাম ভবভয় ভঞ্জনম্॥
জয় সুখসারম্ সবগুণধামম্ মন-বাণী পার অতি গূঢ়ম্।
জয় চারু নিনাদিতম্ অগজগ পুণীতম্ মুনিবর প্রিয় শ্রুতি সামম্॥
জয় সচ্চিদানন্দঘন রূপম্ জয় নির্গুণ সগুণ ব্রহ্ম বাচকম্।
জয় শংকর সেবিতম্ হনুমতধ্যায়কম্ কোটি ভানুদ্যুতি
অপ্রমেয়ম্॥
জয় উদয় বিভব লয় সকল বিভূতিময় ঘট ঘট সুব্যাপিতম্।
জয় গুরু পিতুমাত অখিল হৃদয় নিকেত অমিয় পীযূষ সুস্বাদম্॥
জয় জয়তি শরণাগত পালকম্ সেতুভবার্ণবম্, জ্ঞান-বিজ্ঞান
আলয়ম্।
জয় অতুলিত বলধামম্ কল্যাণনিধানম্ পরানন্দ মন্ত্র রাজম্॥
জয় জাপক দোষ ঘালকম্[১] গুণ প্রকাশকম্ নিত্যনিরঞ্জন অনবদ্যম্।
জয় ভবব্যাধি ভেষজম্ সংসৃতি নাশকম্ পরম সেব্য অহর্নিশম্॥
জয় তারক তারকম্ দুষ্টনিকন্দমম্ জনগণ-জীবন আধারম্।
জয় শান্তম্ শোভাঢ্যম্ শমন কলি-কল্মষ-সম্পুটম্॥
জয় পরম স্বতন্ত্রম্ সব-কর-কারণম্ শাসনতব, সব শীষধরম্।
জয় সিয়রাম, জয় জয় সিয়রাম নাম-সাহেব
বিজয়-নিকত দশদিশম্॥

---

(১) নষ্ট করা।

শ্রীপিতৃদেব বন্দনা

দিব্য জ্ঞানের আলোকে উজ্জল দীপ্ত বোধি চিন্ময়ী।
নিত্যরসের স্নিগ্ধ সুধা নিত্যানন্দ সুপায়ী ॥
দীর্ঘঋজু গৌরতনু প্রীতি প্রতীতির সহজ ধাম।
ফুল্ল নয়ন সুভগ ললাট শিরে শোভিত অলকদাম ॥
দেব-সুলভ মুখারবিন্দ উপজে সুভগ নারীর সরস কাম।
মঞ্জু মৃদু অধর হাস তিল সুমন সম নাসিকা ঠাম ॥
স্নেহ বিগলিত করুণাধার উদার হৃদয় সত্য অভীক্।
পরম তত্ত্বে সদা নিবিষ্ট ত্যজিয়া সকল অবিদ্যা অলীক ॥
মুনিজনগণ সরিস দেহ, ক্ষীণ কটিতট, নাভি সুন্দর।
ঈষৎ অরুণ করসরোজ তাপিত হিয়ার অভয় আগর ॥
অতি অনিন্দ্য চরণ কমল ভাগ্য লক্ষ্মীর বারতা বয়।
রক্তিম আভা পদতলে তব সুকৃত পুণ্যের কাহিণী কয় ॥
পুণ্য কীর্ত্তি জনক জননীর রাজীব চরণে নমিয়া শির।
পূর্ণ করিয়া সোনার ফসলে জীবন তরী লভিল তীর ॥
পাঠেতে খেলায় অগ্রগণ্য তীক্ষ্ণ মেধার সুসাক্ষর।
অতি অনায়াসে অধীত হইল ষড়দর্পণ জটিল কঠোর ॥
আইন বিদ্যা করতাল গত গাহিল সুযশ বিচারালয়ে।
লক্ষ্মী নিজ করে সাজাল তোমার ভাগ্যে প্রদীপ দিয়ে ॥

দুস্তর কঠিন তুফান সাগরে স্বজন গণের কর্ণধার।
সুনাম সুযশ অর্থ ত্যজিয়া তাদের করিলে খেয়া পার ।।
জীবন সঙ্গিনী অতি আদরিণী সুধা সুধাকর যেমতি হয়।
সে যে আত্মার সাথে আত্মার মিলন নহে শুধু পরিণয় ।।
কতো জীবনের সাধন যতনে শ্রীজানকী মায়ের আরতিগান।
মুখর করিয়া ভক্ত জনে বহালে জ্ঞান প্রেমের বাণ ।।
শ্রীজানকী নবমী উৎসব পালন নহে যে ঘটনা অরথহীন।
তোমার সেবার কামনা করিয়া জানকী মায়ি তোমাতে লীন ॥
গীতা-ভাগবৎ আর ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিপুণ ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ।
ভক্তকণ্ঠে পরমতত্ত্ব অমৃত মধুর হেয় মনে হয় ব্রহ্মসুখ ॥
আসক্তিহীন বিষয় আশয়ে ভরপুর রহি ভক্তিরসে।
হৃদয় গ্রন্থি শিথিল হইল শুদ্ধ চিত্ত আপন বশে ॥
ছিন্ন সুখে বিমুখ হইয়া মন ছোটে যে ভূমানন্দের পিছে।
পরম আপন জানি ভাগ্য বিধাতা স্নেহের ডোরে নিলেন কাছে ॥
অল্পায়ুযোগ মধ্য বয়সে জীবন সংশয় করিল ঘোর।
ছেড়ে দিল হাল ভেষজগণে জননী নয়নে বহে যে লোর ॥
জগৎ জননী যাহারে দেখেন শমণ কিবা করিতে পারে।
স্বপ্নে হেরিলে তরণ-তারণ-বসি কাশীধামে সন্ত চারে ॥
তখনই যাত্রা, করিলে হে বীর, কাশীধাম প্রতি জননী সাথে।
শম্ভু নিবাস গংগা সেবিত কাশী রজ তুমি লইলে মাথে ॥
শম্ভু কৃপায় সুস্থ হইয়া শংকট মোচন করিয়া গমন।
সন্ত চারিরে হেরিলে সেথা দেখেছো পূর্ব্বে স্বপ্নে যেমন ॥

নিমিলিত আঁখি ধ্যানেতে মগন তিলক শোভিত রুচির ভাল।
বৈষ্ণবোচিত পীতের বসন করে জাপিতেছেন তুলসী মাল ॥
অতি প্রেমভরে অষ্ট অংগে প্রণাম করিয়া শ্রীজানকী রামে।
অশ্রুনীরে জানালে মিনতি রামদাস কাছে লুটিয়া ভূমে ॥
সকৃৎ মাত্র স্মরণ যাঁহার কোটি জীবনের ত্রিতাপ হরে।
আর্ত্তজনের ব্যথিত ব্যধা কখন বিফল হইতে নারে ॥
শ্রীসিয়লাল[১] জানকী দুলাল কৃপা করিলেন আপন গুণে।
যাহা ছিল বাকী পূর্ণ হইল লভিয়া আলয় সন্ত মনে ॥
করমে বচনে দেহতে মনেতে গুরুপদকঞ্জ করিয়া পরশ।
আনন্দ সায়রে ভাসিয়া চলিলে গাহি সিয়ারাম হইয়া অবশ ॥
সুরধনী তীরে নাম পুরী[২] মাঝে লভিয়া গুরুর কৃপার দান।
পরম দম্পতি সিয়রামে সেবি মানস রামায়ণ করিলে গান ॥
এই মত করি ছন্দে গানে তত্ত্ব কথা আর পঠন পাঠে।
শর্ণ জানকী বল্লভ[৩] উদিত হইল সুরেন্দ্রনাথ[৪] বসিল পাটে।
দশেন্দ্রিয় প্রাণে সদা এক তানে রটি সিয়রাম অণির্ব্বান।
পাষাণ গলালে রাম রসায়নে রহিয়া সদাই অকাম অমান ॥
অমৃতধারা, অজস্রসুখ বিতরিলে, দেব, নির্ধন আরত জনে।
যুগল নামের অনন্তবিভব রচিল হইল শ্রীগুরুপ্রসাদ গুণে ॥

---

(১) পিতৃদেবের শ্রীগুরু মহারাজের শ্রীগুরু দত্ত নাম
(২) কাশীধাম, (৩) পিতৃদেবের শ্রীগুরু দত্ত নাম,
(৪) পিতৃদেবের গৃহস্থ নাম।

ভোগ জ্ঞান-ত্যাগ সুসিদ্ধ হ'য়েছে ভক্তিরসের মধুর পাকে।
দীর্ঘদিনের অনন্যহিয়ার সাধন অনল যোগায় যাকে॥
চোখেতে মুখেতে দীপ্ত ললাটে সুঠাম সারা অংগ ব্যাপী।
বিমল আনন্দ ঝরিত সদা বলা নাহি যায় বয়ান পাপী॥
বিপদে কখন বিপদ গণনি সন্তোষ আগার জ্ঞানের দান।
ত্রিতাপ নাশন তব দরশন শীতল করে যে পঙ্ক প্রাণ॥
বৈষ্ণবমণি যে কুলে উদয় সপ্ত পুরুষ সেথা ধন্য হয়।
নরলীলা তরে এসেছো ধরায় যতনে লুকায়ে নিজ পরিচয়॥
রসিক-সুজান-ভক্তপ্রবর-কবি-সুগায়ক-দরদী প্রাণ।
গৃহ-সন্ন্যাস একেরই বিলাস-ভজন তোমার করিল প্রমাণ॥
জনক জননী একাধারে হোয়ে পালন করিলে পুত্র কন্যা অষ্টজন।
সিয়ারাম নাম দান করে গেছো নাশিতে ভবের ত্রিতাপ দাহন॥
জানকী মায়ের চোখের পুতলী জনক ললী পরম ধ্যান।
নীল নবঘন যুগল চরণ স্মরিয়া হইল জীবনাবসান॥
এসেছিলে তুমি আনন্দ বিতরি আনন্দঘন বারতা লয়ে।
দুঃখ শোকের লবলেশ নাহি চিন্ময় তনু তাহারে ক'হে॥
সার্থক তোমার মানব জন্ম অপার তোমার চরিত লীলা।
মূঢ় অভিমানী কেমনে কবে শতেক মুখেতে যায় না বলা॥
রহি অন্তরালে, হে আরাধ্য, সিয়রাম নাম সদা কর যে গান।
আমি জানি দেব, অমিত অপার, অহেতু তোমার কৃপার দান॥
হে আনন্দময় অমৃত পুরুষ শোক করি না বিরহে তোমার।
সদা বস হৃদে মিনতি জানাই ভক্তি প্রণাম লহ হে আমার॥
সিয়রাম নাম গাহিতে শেখাও, পূজিতে কমলাপতি কমলাসনে।
আনন্দ ধারায় ভাসিব সদা গাহি সিয়রাম বদনে মনে॥

*শ্রীজানকী বল্লভ শরণজী'র সাকেত যাত্রার পূর্ব্বের কয়দিন

—)০(—

মন বচ কর্ম্ম ভকতি পথ ভজন সিয়ারাম একু।
বরবশ[১] ত্যাজেউ ঈষণা ত্রীন মিথ্যা মায়া কটকু[২] ।।
কর্ম্মকুশল ধরম নিপুণ চিত জ্ঞান গুণাগার।
সহজ বিরাগ সরল স্বভাও ধাম বিমল বিচার।
করত নেম[৩] দৃঢ় সদগুরু চরণ পূজত যুগল সিয়ারামু।
পড়ত শুনত প্রভু গুণগান সহিত ভজন প্রণামু।।
অতি সাদর রটত নাম রঘুপতি পুনীত সুযশু।
জন সুখদায়ক চরিত উদাব মোদ নিকেত প্রবেশু ।।
বৈঠত নামপুরী[৪] মন রামপদ পঙ্কজ নয়ন বরষত নীরু।
গয়েউ সাকেত ধাম[৫], জানকী বল্লভ, জানকী মাতু সুমিরু[৬] ।।
পায়েউ জানকী বল্লভ গতি মুনি দুর্লভ যুগল ভজন প্রভাউ[৭] ।
জাহি পদরজ মজ্জন পান করি নির্ম্মল মতি পাউ ।।
জয় জানকী বল্লভ, জয় সিয়লাল, জয় জয় রঘুবীরু।
জয় জগ্‌ মাতা ধরণী সুজাতা জয় যুগল নাম সুচারু।।

---

(১) জোর করিয়া, (২) দৈন্য, (৩) প্রেম, (৪) কাশীধাম, (৫) নিত্য লীলাধাম, (৬) স্মরণ করিয়া, (৭) প্রভাব।

* লেখকের পিতার শ্রীগুরু দত্ত নাম।

*শ্রীরাম নামার্থ

মন রাজারে কয় চৈতন্য মন্ত্রী করিয়া বিনয়।
সুধাসম তব কথা শুনি মোর তৃপ্তি নাহি হয়॥
কহেছো হে নাথ বেদের অন্ত ইতিহাস অতি চমৎকার।
শুনেছি আঠারো পুরাণ আর লীলা বেদবাণী পার॥
আপনি করিয়া কৃপা শিখায়েছো মূঢ় মতি মোরে।
সকল জ্ঞানের সার, এ কলিকালে, এক রাম নাম ধরে॥
বড় বাসনা মোর জানিতে হে প্রভু কিবা মহিমা রাম নামে।
জপিতেছে যাহা সদা উমাসহ শংকর বসিয়া কাশীধামে॥
আমলকবৎ সকল রহস্য, প্রভু রহে তব করতলে।
অজ্ঞ জানি করিয়া বিশদ, বল, মোর বোধগম্য হ'লে॥
শুনি চৈতন্যের কথা মন নৃপ কহে সপ্রেম বচনে।
ধন্য চৈতন্য তুমি, ধন্য জীবগণ, তব কুশল প্রশনে॥
অতি গূঢ় বার্তা তুমি জিজ্ঞাসিলে ব্যাকুল কাতরে।
কহিব, যা শুনেছি শ্রীগুরু মুখেতে, মোর মতি অনুসারে॥
অতি সুখদ কথার মাঝে তবু যাহা মোর লাগে নাই ভালো।
গুপ্ত কিছু রাখিব না তব কাছে ধর বুদ্ধি অতীব বিমল॥
জপি রাম নাম বিনা জানকী সহ কোটি বরষ ব্যাপী।
মিলিবে না প্রভু অপর পক্ষে প্রভু কাছে হবে পাপী॥

শ্রী বিনা রাম শোভন নহে রিক্ত সকল সম্পদ তার।
ইহা বুঝি মনে আত্মদরশী সিয়াজু চরণ জেনেছে সার॥
সত্য বচন কহিব আমি না রাখি কোন কপট মান।
মানব জনম ধন্য হইবে সিয়রাম নাম করিয়া গান॥

অনন্ত জ্ঞান শক্তি বল তেজ বীর্য্য ঐশ্বর্য্য আর।
এক সিয়া নামে সকলি মিলিবে অচিন্ত্য শক্তির মূল আধার।
পরব্রহ্ম মায়াধীশ রাম অজ অবিনাশী অনীহ অকল।
সদা একরস সিয়াজু সাথেতে প্রকট করিল ব্রহ্মাণ্ড সকল॥
রাম যদি হয় বট মহীরূহ সিয়াজু তবে অলখ বীজ।
উমারমণ আর মোর গুরুদেব জেনেছে মর্ম বিগত কীচ॥
রাম নাম মাঝে সিয়াজু ব্যাপিত কোটিতে গোটিক জানিতে পায়
সন্ত জনের পরম সহায় জানকী সমেত শ্রীরাম হয়॥
'অ'কার বিহীন 'র'কারে বিরাজে পরদম্পতি সিয়রাম।
দীর্ঘ অকারে বিধি-হরি-হর বিন্দু মাঝে শকতি ললাম॥
ব্রহ্ম অনাদি 'র'কার রূপী ম'কার ধরে মায়ার রূপ।
দুয়ের মাঝে দীর্ঘ 'অ'কার জীব সনাতন পরম অনূপ॥
পরমাত্মা 'র'কার হ'লে 'ম'কার আত্মা যোগীর কাছে।
দুয়ের মাঝে মিলন করাতে আচার্য্য রূপী 'আ'কার রাজে॥
'র'কার জেনো অগ্নি-বীজ দহন করে জড় পঞ্চভূতে।
কারণ 'র'কার কার্য্য অনল পবিত্র করে মলিন যাতে॥
অনল যাহা পারে নাকো অগ্নিবীজ 'র'কার করে।
রাম নামের আদ্যক্ষর স্মরণে শত জীবনের পাপ হরে॥

'অ'কারে মিলিবে সূর্য্য বীজ হৃদয় তম নাশ করে।
প্রপঞ্চমায়ার বস্তু যতো দিনমণি তা প্রকাশ করে ॥
হৃদয় গুহার ঘোর তিমির রবির করে ব্যঙ্গ করে।
'অ'কার রূপী অগ্নি বীজ স্পর্শে সকল কলুষ ভস্ম করে ॥
হের 'ম'কার রূপী চন্দ্র বীজ ত্রিতাপনাশন শীতল করা।
চন্দ্র বীজের অমৃ অংশে নীল গগনে চাঁদ অমিয় ঝরা ॥
শুদ্ধ 'ম'কারে স্থিত হর 'অ'কারে বিরাজে কমলযোনি।
'র'কার মাছে হরির বাস সকল প্রকার সুখদানী ॥
তম গুণ আধার 'ম'কার হ'লে রজ গুণ হয় 'অ'কার রূপী।
সৎ গুণময় বিমল 'র'কার সেবে যাহে অঘতাপী ॥
'র'কার অস্তি 'অ'কার ভাতি 'ম'কার আনন্দ স্বরূপ।
এই তিন বর্ণ মিলি প্রগটে রাম নাম মধুর অনূপ ॥
'র'কার হরে ভৌতিক তাপ 'অ'কার নাশে দৈবিক।
'ম'কার সংহরে আত্মিক জ্বালা যাহা সকলি মায়িক ॥
রাম নামের ত্রয় বর্ণ মাঝে প্রকট রহে 'তিন প্রস্থান'।
রাম নাম বিনা বিচার সভা অশুভ শূন্য মৃতের সমান ॥
রাম নামের তিন বর্ণ মাঝে ব্যাপিত রহে ভূ-স্বর্গ—পাতাল।
অগ জগ সব নারী রূপা জানি রমন করিছে অওধলাল[১] ॥
'র'কারে বিরাজে জানকী নিবাস মিথিলা নগরী সুখবিলাস।
অওধধাম 'অ'কারে বিরাজে শুদ্ধ 'ম'কারে কামদবাস[২] ॥

---

(১) অযোধ্যাপতি (২) চিত্রকূট

কর্ম্ম বিভাগ 'র'কার মাঝে 'অ'কার জেনো জ্ঞানের দ্বার।
ভক্তি উপাসনা 'ম'কার রূপী সকল প্রকার সুখের আকর॥
'অ'কার সহিত 'র'কার কহিলে মনের মলিন যায় দূরে।
পুনঃ পাপের প্রবেশ পথ বিমল 'ম'কার বন্ধ করে॥
ভক্ত ভগবান গুরু মন্ত্র আর রাম নাম মাঝে উজল সদা।
ভক্তিরূপী মানস নীরে সাধক হেরে যদা তদা॥
চন্দ্র সূর্য্য সম যুগল অক্ষর বেদের জেনো বিমল নয়ন।
এ সুখদ নাম যার মুখেতে নাই পামর অধম অভাগা সে জন॥
'অ'কার সহিত 'র্'কার মধ্য 'আ'কার অন্তে হলন্ত 'ম'কার।
এই ছয় অবর্ণ প্রবীন বুধগণ করে সদাই বিচার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ শোক জরা মরণ ছয় উর্ম্মি হয়।
যাহার প্রতাপ জীবগণ সদা গণিয়া মানিয়া করে যে ভয়॥
রাম নামেতে যে ছয় অবর্ণ তাহারে দেখে উর্ম্মি পালায়।
পরম ললাম রাম নাম গাহি জাপকগণ ত্রিতাপ নাশয়॥
যম নিয়ম তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস আর।
এই ছয় ষট সম্পত্তি বিনা নাম হয় বৃথাই অসার॥
রাম নামের ছয় অবর্ণ সিদ্ধ করে এসব সকলে।
ঋদ্ধি সিদ্ধি নবনিধি সকলি লভিবে রাম উচ্চারিলে॥
অনন্ত কোটি জীবন মাঝারে নাহি এত পাপ হইতে পারে।
যাহা বারেক রাম নাম অতি অনায়াসে ভষ্ম করিতে নারে॥
রাম নাম সত্য কেবল আর সকলি অলীক জানি।
কবি কোবিদ ভক্ত জ্ঞানী নিল নামের শরণ পরশমণি॥

শেষ শারদ শ্রুতি পঞ্চানন নামের মহিমা কহিতে নারে।
কেমনে কহিব বল, মন্ত্রী মহোদয়, অধম জন এ পামরে ॥
ধন্য কলিকাল ধন্য মানব জন্ম ধন্য রাম নাম সুধা রসায়ন।
রসনায় যাহা রটি ভুক্তি মুক্তি জ্ঞান ভকতি লভে জনগণ ॥
নামের অনন্ত বৈভব তার কণামাত্র মোর লঘুমতি অনুসারে।
কহিলে এ দীন, নিজেরে শুনাতে, নমিয়া শ্রীগুরু চরণ
করুণাধারে ॥

---

* অনন্তশ্রী পরমহংস জীবোদ্ধারক অখিল তরণ তারণ জয় সিয়ারাম জয় সিয়ারাম নাম প্রচারক বালব্রহ্মচারী শ্রীসিয়ালাল শরণ মহারাজ-জীর হিন্দী চৌপাই এ রচিত শ্রীরাম নামার্থের ছায়া অবলম্বনে উপরি লিখিত বিষয়টি রচনা হইয়াছে।

শ্রীনাম মাহাত্ম্য

কহে কবি বৈষ্ণব শুন বন্ধুগণ।
সবার উগরে সত্য নাম-সংকীর্ত্তন ॥
ধরাতলে নরতনু নাহি কিছু সম।
জানিও বেদের বাণী নহে বাক্য মম ॥
বড়ভাগ্যে নরতনু করিয়াছি লাভ।
সকলের পদ রেণু মোর শিরে থাক ॥
কী কহিব আমি তাহা বুঝিতে না পারি।
মূঢ়মতি অজ্ঞান মদমান ভারি ॥
সজ্জন কৃপা নেত্র মোর একক কামনা।
গুরুপদে রাখি মাথা কহি যা মোর বাসনা ॥
দান ধ্যান বিজ্ঞান আর যতেক সাধনা।
তারা সম জানিও রাম নাম চন্দ্র সুধাকণা ॥
দূরে থাক গংগা স্নান না চাই বিরতি।
নাম হ'তে নাহি ধরে কেহ অধিক শকতি ॥
নাম জেনো মহারাজ বাকি যত প্রজাগণ।
নাম দ্বারে রাখি মাথা করে নাম সংকীর্ত্তন ॥
নাম হয় চিন্তামণি বাকি সকলি কুধাতু।
নাম কাছে যাহা চাবে পাবে অভিমতু ॥

নামের মহিমা গাহি যতেক অবতার।
তৃপ্তি নাহি পায় কভু নাহি পারাপার ।।
যাগ যজ্ঞ ব্রত তপ যাহা বল আর।
নাম কাছে কিছু নয় সকলি অসার ।
কলিযুগ যুগসেরা নামের প্রভাবে।
মুখে রটি রাম নাম হর ভব তাপে ।।
কিবা করে পুঁথি পাঁথা টীকা ভাষ্য যতো।
নাম যদি মুখে রট প্রীতির সহিত ।।
বিদ্যা বল বুদ্ধি বল জ্ঞান ও বিচার।
বৈরাগ্য সহিত ভক্তি নাম দিবে আর ।।
শুভ কর্ম্ম গৃহ কর্ম্ম আর উৎসব পালন।
রাম নাম আগে কহি কর কার্য্যের যতন ।।
সদ্গ্রন্থ পাঠ আগে নাম মংগল ধ্বনি।
নিশ্চিত করিবে জেনো বুধ আর জ্ঞানী ।।
রাম নাম রস জ্ঞাতা শংকর ভবানী।
আর জ্ঞাতা হনুমৎ জনক নন্দিনী ।।
ভরত বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্র মুনি।
রাম হ'তে নাম বড় কহে জ্ঞানী শিরোমণি ।।
বেদের নয়ন সম যুগল আখর।
পরা বিদ্যা লভিবার সুগম আকর ।।
রাম নাম হ'তে প্রকটিত কোটি রামায়ণ।
গাহিয়াছে আদি কবি ও তুলসী নন্দন ।।

নীচ জাতি উচ্চ হয় যদি নাম সংগ করে।
ব্রাহ্মণ ত্যজ্য সদা যদি নাম না উচারে ॥
নামের সমান দানী আর কেহ নয়।
বাঞ্ছাকল্পতরু যাহে পণ্ডিতে কথয় ॥
হরিনাম সম শক্তি কেহ নাহি ধরে।
যাহার প্রসাদে জীব ভবনদী তরে ॥
অহল্যা শবর কন্যা আর বিভীষণে।
রঘুমণি তারিলেন কপিকুল সনে ।
রাম নাম ত্রাণ করে সমূহ সংসারে।
খঞ্জ জন লভে পদ অন্ধে নয়ন সঞ্চারে ॥
রাম নাম সম পাপ নাহিক সংসারে।
বুঝিবে সে জন কথা যে নহে পাপীরে ॥
ত্যজিয়া এ রাম নাম যে বৃথা শ্রম করে।
দুর্ভাগা সে জন হয় মন্দ বুদ্ধি ধরে ॥
গ্রহ দোষ লগ্ন দোষ যত অনর্থের মূল।
নাম বলে দূর হয় আধি ব্যাধি শূল ॥
তিথি বার ব্রত নিয়ম মংগল লগন।
প্রীতির সহিত হয় যদা নামের ভজন ॥
যে জন হরষে রাম নাম উচারে।
বলিহারি দিয়া তারে নমি বারে বারে ॥
নামেতে অখণ্ড প্রীতি হইলে জানিবে।
অষ্ট সিদ্ধি নব নিধি চরণে লুটিবে ॥

সরস নামের জ্বাপক হয় পূর্ণ ব্রহ্ম সম।
যমগণ ভজে তাহে দেবের প্রণম্য ॥
নাম নামী ভেদ নহে যে বুঝে অন্তরে।
নাম তত্ত্বজ্ঞাতা সে কিন্তু বলিবারে নারে ॥
নামেতে সরস প্রীতি কঠিন কলিকালে।
অভ্যাস ও প্রীতির সহিত যে ভজে তারে মেলে ॥
মন বুদ্ধি বাণী পার নামের মাহাত্ম্য।
নাম রটি নাম কাছে বুঝে লহ তত্ত্ব ॥
সৎ চিৎ আনন্দময় নামের প্রকাশ।
যে জন রসের জ্ঞাতা তাহাতে বিকাশ ॥
দাস আদি পঞ্চ ভাব নাম রসে লীন।
নাম পাছে নামী যায় নামের অধীন ॥
অদ্ভুত অকথ হয় নামের কৌতুক।
বিমল ভকতি প্রেম নামের যৌতুক ॥
অচিন্ত্য অতর্ক্য জেনো নামের বৈভব।
চতুঃবর্গ নাম কাছে জানিও কৈতব ॥
না কহিবে নাম কথা নাস্তিক শ্রদ্ধাহীনে।
না লইবে রাম নাম মদ অভিমানে ॥
এমন নামের দাতা শ্রীগুরু চরণে।
বারে বারে নমি শির কর্ম্ম বচ-মনে ॥
শ্রীগুরু কৃপায় আর নামের প্রাসাদে।
যা কিছু কহিলাম ভ্রম পরমাদে ॥

মরাল হংস সম সন্তগণ জানি।
পয়ঃগ্রাহী হইবেন বর্জ্জিবেন পাণি ॥
অচিন্ত্য অপার নাম মহারাজে।
মিনতি জানাই নমি চরণ সরোজে ॥
বুদ্ধি মোর অতি নীচ নাম হিমালয়।
যাহা কিছু কহি আমি সবই বৃথা বাক্যব্যয় ॥
নামের সৌরভ অতি মধুর মোদনীয়।
আগে মোর গাহিয়াছেন কবিকুল পূজনীয় ॥
নামের প্রাসাদে আর সন্ত আশীর্ব্বাদে।
অতি তুচ্ছ কহিলাম পরম আহ্লাদে ॥
সিয়রাম নাম সার বিদিত ভুবনে।
শীতল করিবে প্রাণ বারেক স্মরণে ॥
মধুময় হ'তে মধু যুগ সিয়রাম নাম।
যাঁর মুখে এই নাম তাঁরে অযুত প্রণাম ॥
নাহি চাই অর্থ কাম ধর্ম্ম বা নির্ব্বাণ।
মাগি লব গুরু কাছে যুগল নাম গান ॥

শ্রীরামায়ণ সুধাসার

জগ কারণ পালন তারণ রাম।
রঘুবংশ মণি সুখদায়ক রাম।
বিশ্ব বিমোহন নটবর রাম।
জয় জয় দশরথ নন্দন রাম॥

গুরু বশিষ্ঠ চরণ বন্দিত রাম।
ধনু-বিদ্যা বেদ চারী অধীত রাম।
শূর শিরমণি সুনিপুন রাম।
ভরত লছমন অরিমর্দ্দন রাম॥

কৌশিক মখ সুরক্ষক রাম।
তাড়কা-বিরাট সংহারক রাম।
হরধনু গর্ব্ব খণ্ডিত রাম।
আদি শক্তি সাথ মিলিত রাম।
কৌশল্যা মোদন জয় জয় রাম॥

পিতৃবাক্য সু-পালিত রাম।
রাজ্যলক্ষ্মী শ্রী ত্যজিত রাম।
শির জটা চির বাস ধারিত রাম।
দশ চারি বরষ বন উষিত রাম।
জয় শ্রুতিচারী জয় পুনীত রাম॥

খর দূষণ দুষ্ট শাসিত রাম।
মারীচ সাকেত প্রেরিত রাম।
অহল্যা বন্ধন মোচন রাম।
শবরী অভিলাষ পূরিত রাম।
জয় জয় হনুমৎ ধ্যায়ক রাম॥

কেবট সুগ্রীব মিলিত রাম।
অংগদ নল নীল সেবিত রাম।
সম্পাতি জটায়ু সৎকৃত রাম।
জয় জয় মর্য্যাদা পুরুষোত্তম রাম॥

উপল সেতুকৃত সাগর রাম।
রাবণ বালি মদ মর্দ্দিত রাম।
বিভীষণ হিয় ধারিত রাম।
মঞ্জুল মংগল চরিত রাম।
জয় জয় সীতাপতি সুর নায়ক রাম॥

কনক সিংহাসন সুশোভিত রাম।
জনক সুতা বামে বিরাজিত রাম।
অযোধ্যা নরনারী হরষিত রাম।
বিধি হর হরি সুপূজিত রাম।
মংগল ধ্বনি লাজ বরষিত রাম।
সুরগণ দুন্দভি নিনাদিত রাম।
জয় জয় জয় জয় মংগল রাম।

অদ্বয় ব্রহ্ম পরাৎপর রাম।
শুদ্ধ সনাতন শাশ্বত রাম।
গো-গিরাতীত চিন্ময় রাম।
জয় জয় মংগল ভয় ভঞ্জন রাম॥

রাম নাম সুকীর্ত্তিত রাম।
রাম রূপ নব বারিদ রাম।
রাম লীলা মোদপ্রসূতী রাম।
নিত্য ধামকৃত অযোধ্যা রাম।
জয় জয় রাম জয় রঘুনন্দন রাম।
জয় জানকী জীবন বাণী পাবন রাম।
জয় নবঘন শ্যাম সুন্দর রাম।
জয় জয় দীননাথ জনপালক রাম॥

জয় দুখ হারক প্রেমদায়ক রাম।
জয় জয় নিখিল ভুবন আশ্রয় রাম॥

শ্রীজানকী মংগল

জয় প্রেম-পারাবার আনন্দ ঘনসার সিয়াজু জনক নন্দিনী।
জয় কনক বরণী হেম বরঙ্গিনী রসাব্ধিনিলয় হ্লাদিনী ।।
জয় সব গুণখানী-দিব্য বিভূষনী ছবিনিধি[১] সুখদায়িনী।
জয় জগকারিনী সৃজনী পালনী পরম তত্ত্ব জগ বন্দিনী ।।
জয় রঘুনন্দন মোদ বর্দ্ধন শশী-চকোর যথা ভাবনী।
রাম রঘুবর তুঁয়া মঁহ নিরন্তর ধ্যান মগন সম যোগিনী ।।
সিয়া সিয়াজু সিয়া মম পরাণ পিয়া কহত রাম দিন যামিনী।
সুষমা অনুপ বাম-মন মধুপ ষাচে যুগল চরণ লপটানী ।।
অগ জগ চরাচর তব বিলাস বিভোর কেহি উপায় যায় বরণনি।
শত উমা কমলা উপজিল মরলা একবার তব ঈক্ষণি ।।
ভানু চন্দ্রমা বরষতি মধুরিমা লভি সুধা বিন্দু তব একনি।
ইহ জগ নাটক তব লীলা হাটক কৈসে সমুঝি মতি মন্দনি ।।
জনক ললী-কথা অতি বিচিত্র গাঁথা ভব বিধি মনমোহিনী।
শেষ শারদ বেদ উপনিষদ কহি অশেষ অন্ত ন হেরণী ।।
সিয়া রসনাগরী মঞ্জু মনোহারী মিলিত সদা পর ব্রহ্মণি।
সিয়াজুরাম অখণ্ড অভিরাম ভ্রাজাত যুগল স্বরূপ লয়লানি[২] ।।
সিয়ারাম রামসিয়া চতুর সুজান হিয়া একরস সদা বোধনি।
শ্রীসদগুরু ভগবানজু যুগল সরকার রূপ কহত অমৃত কথা মোদনি।[৩]

---

(১) শোভা সমুদ্র (২) লীন (৩) আনন্দময়

সিয়ারাম রস সানী হৃদয় অগ্নানী রটত নাম মুখ কমলনি।
সিয়রাম জয় সিয়রাম বেদ প্রণব মন্ত্র কারিণী ॥
জয় শংকর ভাবন-অতি পুনীত পাবন সিয়াজু রাজীব চরণনি।
যুগ যুগ ধরি সুব নর মুনি পূজিত বিমল ভক্তি রূপিনী ॥
জয় কবি হৃদি রঞ্জনী অমিয় চরিত করণী আত্মাশক্তি লাবণী।
জয় অসুরমদমর্দ্দিনী শান্তি প্রদায়িনী জননী ভক্ত নেত্রনী ॥
জয় আনন্দরূপিণী প্রেমদায়িনী শ্রদ্ধা বিশ্বাস রূপী
—সন্তাপ নাশিনী।
যাচে সিয়ারাম শরণ বিনু সাধন ভজন বারেক কৃপাবলোকনি ॥
দেহি ভকতি চন্দন চূয়া প্রেমপুলক হিয়া নয়ন করুণাময়ী
পেখনি[১]।
জানি মূঢ় অজ্ঞানী হৃদয় পাষাণী দেহি চরণ কমল স্বামিনী ॥

(১)

'মা' বলে যে জানলো তোরে ধন্য বটে ধন্য সে।
মায়ার বাঁধন খুলে ফেলে অমৃত ধারায় ভাসলো সে ॥
'মা' ডাকে যে কতো সুধা জানলো বটে জানলে সে।
হেসে কেটে দিন কাটালো দুঃখ জ্বালা ভুললো সে।
মায়ের কোলে হেসে হেসে পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায় সে যে ॥
সকল প্রকার দুষ্টামি তার মা ঢাকে যে কেঁদে হেসে ॥
উপজে পড়া মা'র হাটেতে চাঁদি সোনা বেকার মিছে।
দুহাতেতে ছড়িয়ে ফেলে মোণ্ডা মিঠাই খেলো সে যে ॥

(১) দৃষ্টি

শমন যারে ডরায় দেখে ভয় করে সে কাহায় কি যে।
শ্রীপতিরে দূরে রেখে মায়ের বুকে অভয় সে যে ॥
'মা' 'মা' বলে বুক ভাসিয়ে জিতলো বাজি বিনা ক্লেশে।
মন্ত্র তন্ত্র পূজা পাঠ সব রইল পড়ে জ্ঞানীর কাছে ॥
ভুক্তি মুক্তি ফেলে দিয়ে ভক্তি মায়ের স্মরণে সে।
মায়ের যতো জারিজুরী পড়লো ধরা এক নিমেষে ॥
এমন তর ছেলের কাছে 'মা' থাকে যে শশব্যস্তে।
মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে পালায় সেবা কোন ফাঁকেতে ॥
'মা' যে ছেলের ছিলে মায়ের মধ্যিখানে ভরাট সুধা।
মা ছেলের যে নিত্য লীলা অধম চোখে রইলো বাঁধা ॥

(৩)

পরম শরণ সিয়াজু চরণ রাম হৃদয় কমল বাসিনী।
পুনীত পাবন শান্তি নিদান প্রেম ভকতি দায়িনী ॥
সত্য সুন্দর বিমল অখোর[১] অগ জগ নভ পালিনী।
অতুল বিভব সুর দুর্লভ হর বিরিঞ্চি মন ভাবিনী ॥
বেদ পুরাণ মুনি জন গণ অপার মহিমা বিন্দু ভাষিনী।
চারু ললাম উদার অকাম ভকত হৃদয় রঞ্জিনী ॥
অচর সচর সৃজন সংহর সুখ বিলাস তব লাবনী।
ধরণী ভার কৃত অপসার দশ মৌলি মদ নাশিনা ॥
বাল্মীকি আদি কবি অনাদি যুগ যুগ তব বন্দিনী।
রাম প্রেম ভকতি মূরতি জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী ॥

---

(১) নির্ম্মল।

ধন্য জনক মিথিলা রাজ কো ভুরি ভাগ সুনয়নী[১]।
শ্রীপতি নিবাস ত্যাগী অনায়াস অঙ্ক তব সুশায়িনী ॥
বিশ্বরূপ তুহঁারি রূপ ঘট ঘট উর বাসিনী।
কোমল মধুব কভুভি কঠোর সদা এক বহু রূপিনী ॥
মাতৃরূপা অতি অনূপা অধম সন্তান রক্ষিনী।
দেহি রতি চরণ কমল রাম প্রেম নিস্যন্দনী ॥

(৭)

হরি প্রিয়া তুমি জগৎ জননী জনক নন্দিনী জানকী।
আযোনি সম্ভবা আদ্যাশক্তি ধন্য মিথিলা ধাম কী ॥
প্রকট করিলে প্রণব মন্ত্রে বেদ উপনিষদ শারদ শেষ।
সৃজন করিলে নিখিল ভুবন লীলা অনুপম নয়ন নিমেষ ॥
অকথ অপার তোমার স্বরূপ মূঢ় কবিগণ কেমন কবে।
বুঝিবে সে জন মহিমা তোমার কৃপা কটাক্ষ মিলিবে যবে ॥
জড় জঙ্গম জীব চরাচর তোমাতে উপজি তোমাতে বিলয়।
মহামায়া তব মন-বাণী পার করুণা পয়োধি শান্তি নিলয় ॥
দুঃখ সুখের বসন পরিয়া ঘরে ঘরে তব করুণা দান।
দুঃখের বেশে দানব হানিছো জননী সম কে আছে মহান ?
জানকী শরণ জানকী জীবন জানকী অভেদ জানকীনাথ।
ভক্তি মুক্তি ভেদ ও ভক্তি আলয় সকল বিভব সাথ ॥
জননী সত্য জানকী সত্য সত্য চরণ কমল দ্বিদল।
সবার উপরে সত্য মাগো জানকী নামের সুবাস অমল ॥
জানকী নামেতে শমন ডরায় শ্রীপতি লাভ যে পরমানন্দ।
মাগো তোমার নামের সুধা কণিকা মাগিছে জড় অপার মন্দ ॥
নাহি কোন যোগ নাহিক বিরাগ তামস তনু আর মলিন মন।
কৃপা কটাক্ষ দাও মা জানকী কর তুমি মোরে আপন জন ॥

(১) শ্রীজানকীজা'র' মাতার নাম।

(৫)

লীলা নিকেত সগুণ সচেত জানকী সুখকন্দা।
পরম ললমা মিথিলা সুধামা প্রগটে জনচিত চন্দা ॥
অতি সুখদায়ী চরিত সোহায়ী হরণ দুখ ভ্রম দ্বন্দ্বা।
শেষ মহেশ থকি[১] অশেষ বরণত লাজহি মতিমন্দা ॥
করুণা পয়োদ ক্ষমা বিশদ জগ জননী অবনিজা।
পরম স্বতন্ত্রা শক্তি অনন্তা নিত্য অনবদ্য অজা ॥
রাম হৃদি নিধি পরা প্রেম অবধি[২] স্বরূপ ভকতি অনূপ।
সিয়রাম যুগল বিমল আখোর নন্দতি সন্ত মধূপ ॥
এক আনন্দকন্দ যুগ প্রকাশ সিয়া সহিত শ্রীকান্ত।
অবিরল প্রেম রতি যুগল সুবন্ধন বিধি ন পাবহি অন্ত ॥
ইহ ভেদ সগূঢ়া লখহি ন মূঢ়া চাঁদ চাঁদিনী জিমি ভাঁতি।
বিনু অনুরাগ শ্রীগুরু পদ পঙ্কজ যুগ ভজন অগম সোহাতি[৩] ॥
যদি বাঞ্ছতি প্রেম ভকতি শশী অরু বিমল সুখরাশি।
সিয়াজু অমিয় পদ ধরিয় সপ্রেম উর সহিত সন্ত সুআশী ॥
জনম জনম ভর সিয়াজু ভজন করো জীব নিত্য অবিনাশী।
ভুক্তি মুক্তি গতি পাঁচ সাঁচ মিলিবেক সহিত শ্রীনিবাসী ॥
কলিমল প্রসিত ম্যয় মলিনচিত নাহি কৈ ভজন উপায়।
বিনু সত সংগ প্রীতি দুষ্ট কুসঙ্গ নাহি কৈ জ্ঞান সহায় ॥
জননী তুম্হার সমান ন জানি দানী মহান দেহি কৃপাকটাক্ষ।
পদারবিন্দ রতি সহিত যুগলগীতি দেহি সিয়া কমলাক্ষ ॥

---

(১) ক্লান্ত হওয়া। (২) সীমা (৩) প্রকাশ করে।

শ্রীনাম প্রসঙ্গ

রাম স্মরণ রাম রটন রাম ভজন সার রে।
ধরম করম তীরথ ব্রত নাহি কছু কাম রে ॥
সুজ বুঝ মন মঁহ[১] রূপ নানা ধরি রে।
আয়া যায়া অণ্ড রায়া লাখ লাখ যোনি রে ॥
সুখ মানি দুখ ভারী বার বার পাঁউ রে।
সুখধাম ছোড়ি কাঁহা সুখ কহু মিলিরে ॥
কাম রত ভোগ রত রত মদ মান রে।
বিষয় রস সদা রত ভুলি আতম্ জ্ঞান রে ॥
সাঁচ কহি ভোগ নানা দুখরূপ জানু রে।
বিনু ত্যাগ দাম চাম সুখ হটি[২] রহি রে ॥
ভূরি ভাগ বেদ কহে নর তনু লাভ রে।
সুফল কর জনম ইহ কর জোরি কহিরে ॥
শোক নাশ দুখ হর সংসৃতি সন্তাপ রে।
ভস্ম করি মৌজ কর নাম রটি রামু রে ॥
দিন ঘড়ী পল ক্ষণ বিধি নিষেধ নাহি রে।
ক্ষণ শুভ গ্রহ শুভ যব রাম ভজন হোয়ি রে ॥
খল খোট[৩] পাপী তাপী কিস্‌কো ডর নাহি রে।
নাম রায় দুখ হরি সুখ সুধা দেহি রে ॥

---

(১) মধ্যে, (২) দূরে, (৩) নীচ।

ভাগু[১] হো অভাগু হো কুল কুলহীন রে।
নাম রটি মান লভি দিল রাখো খুস্ রে ॥
মন্দ আয়ু মন্দ মতি কলি মল মন্দ রে।
ঘিরি তোহে বিকল কিয়ে জৈসী বন্দী চোরু রে ॥
ধ্যান মনন জ্ঞান যোগ জপ তপ যাগ রে।
নাহি হোয়ি কঠিন বড় ঐসী কলি কাল রে ॥
রাম নাম বরণ যুগ প্রভাও[২] গোপ[৩] নাহি রে।
শেষ মহেশ বিধি পরেশ অন্ত নাহি হেরি রে ॥
রাম নিজ নাম গুণ নাহি কহি সমর্থ রে।
কলি তাপ নাম নাশী ইহ কৌন বাত রে ॥
ঋধি সিধি:নব নিধি আওর আন্ ধন রে
রাম ভজন পারশ মণি সবি তোহি দেহি রে ॥
দাস আদি পঞ্চ ভাব মোক্ষ যো চাহ রে।
নাম সুমিরণ বিনু আন পন্থা নাহি রে ॥
নাম রূপ ধাম লীলা এক সাথ সদাই রে।
রাম রটি সবি মিলি ঐসী দানী নামু রে ॥
কায় ক্লেশ নাহি কছু সুলভ সুখদ বড়ি বে।
শান্তি ধাম চৈন ধাম দয়াল নিধি নামু রে ॥
ঐসা রাজা নামু ছোড়ি রোয়ে দিন গুজার রে।
বিলম[৪] জনি[৫] শরণ লহ রাম রায় দ্বার রে

---

(১) ভাগ্যবান, (২) প্রভাব, (৩) গুপ্ত, (৪) বিলম্ব, (৫) না করিয়া

রাম জ্ঞান রাম ধ্যান রাম বিরতি ভক্তি রে।
রাম ভজন এক সাধন তুসর সব বেকার রে ॥
নিদ আহার ভয় মিথুন হরেক যোনিন মিলি রে।
জরু গরু পুত লর্লী জনম জনম সেবি রে ॥
ইয়াদ করো গেহ নেহ ভোগ বিলাস ঝুট রে।
নাম রটন পরম আপন আউর কৈ নাহি রে ॥
ইহ বখৎ অনন্ত সময় শমণ শিরে জান্থ রে।
প্রেম মগণ মনসে কহ রাম সিয়ারাম রে ॥

(২)

চাহ মিঠা সে মিঠা পি লেও মোল নেহি হ্যায় একছিদাম[১]।
বিলম জনি একবার বোল যুগল সরকার সিয়াজু রাম ॥
বাগ বাগিচা মহল ভবন অরথ আউর স্থরৎ বাম।
ঘাবড়াও মত সব কুছ মিলেগা জপি জীহ[২] সিয়রাম ॥
মান বড়াই পদ স্থহাই নিধি[৩] সিধি দৌলত ধাম।
লে লেও লে লেও আভি লে লেহ রটি বারেক সিয়রাম ॥
রাজ দরবার গহণ কাস্তাব ডর নেহি হ্যায় খুন্ জখম।
নয়নোমে যুগল সরকার মুহে রাখি সিয়াজু রাম ॥
আধি ব্যাধি ভাগ যায়েগা গেহ বানেগা শান্তি ধাম।
বাল বাচ্চা জন জানানা যাঁহা রটেগা সিয়রাম ॥
ধ্রুব প্রহ্লাদ জনক বশিষ্ঠ প্রভু অবতার পরশুরাম।
ধরম করম সব কুছ ছোড়ি প্রেম সে বোলে সিয়রাম ॥

---

(১) পয়সা, (২) জিহ্বা, (৩) নবনিধি।

কলি কষল্ম কাম ক্রোধাদি দূর হটেগা দেহি সেলাম ;
সাঁচ বাত সমঝো মেরা জো রটেগা সিয়রাম ॥
অমৃত পিয়ে অমর হোয় আধার ভয়ো গুণগ্রাম[১] ।
আলস প্রমাদ লাজ ত্যজি প্রেমসে বোল সিয়রাম ॥
যমগণ ভজেগা সংসৃতি যায়েগা অন্ত মিলি সাকেত ধাম ;
কাম ত্যাগী প্রেম সোহাগী যো ভজেগা সিয়রাম ॥
ভুক্তি মুক্তি যো চাহেগা উহি মিলেগা পলক ঠাম ।
আউর কিয়া দের কেঁহ ভাই ভজলে রহো সিয়রাম ॥
এতনা সস্তা নেহি মিলেগা ত্বনিয়া বাজার বহুৎ গরম ;
নাম মহারাজ কৃপা কর'গে যব রটায়গা সিয়রাম ॥
যাঁহা দেখ ভাই সংসার ইহ বিলকুল পুরা নিমখ্হারাম ;
সাঁচ দোস্ত তোমারি জান যুগল সরকার সিয়াজু রাম ॥
পরম শরণ সদগুরু চরণ বৈষ্ণব ভূষণ সুখন ধাম ।
কণ্ঠি তিলক ঠাট সে লাগায় কীর্ত্তন করো সিয়রাম ॥
সিয়ারাম, সিয়ারাম যুগল সরকার সিয়ারাম ।
প্রেম মুদিত মন সে কহ সিয়াজু সিয়াজু সিয়ারাম ॥

---

(১) গুণাগার

(৩)

জয় ক্লেশ নাশন আরতি হরণ হরি নাম সুখধামুরে।
জয় জনমন রঞ্জন মোদ বাড়ায়ন আনন্দঘন হরি নামুরে ॥
জয় কলিমল ক্ষালন[১] বিপতি বিভঞ্জন জ্ঞান ভকতি কর দ্বাররে।
জয় জগ কারণ—পালন—সৃজন প্রেম দাতা হরি নামু রে ॥

জয় মদমান হার অগতি গতি কর হরি নাম সুধা চারুরে।
জয় তারণ তরন অসুর বিদারন হরি নাম সম কৈ নাহিরে ॥
জয় মংগল ভবন দুষ্ট নিকন্দন দীন দয়াল হরি নামু রে।
হরি নাম বিসরি সুধা ত্যাগী জহর কভু মৎ পিও রে ॥

নরতন কর সুফল লভ হরি নাম রটি অনুরাগু রে।
বিগড়ি জন্ম বহুৎ গ'য়ে আভি নাম জপু শ্বাস প্রতি শ্বাসরে ॥
হরি নাম ছোড়ি মৃতক সম জীবন কো কৌন লাহুরে[২]।
হরি হরি সদা হরি কহি জবান তোরি সাঁচ করু রে ॥

এ দুনিয়া দারী সব তোরি মোরি হরি নাম সম দোস্ত না মিলিরে।
ক্ষণ ক্ষণ আয়ু ঘটতি যাতি কাল কিসিকো না রাখিরে ॥
বাউরে[৩] মাফি হামারি হামারি কভি ন কহ ভাই ভুলিরে।
স্বারথ পরমারথ হরি নাম তুমারি আউর সব বুরা জানুরে ॥

---

(১) নষ্টকরা, (২) লাভ, (৩) উন্মাদ।

হরি নাম মহিমা অকথ অসীমা অন্ত কোহি নাই হেরিরে।
ভব-বিরিঞ্চি বিধি নাম-উদধি মথি মন কিয়ে যথা মীন পানিয়ে।
শারদ শ্রুতি চারী থকি[১] অপারী নেতি নেতি কহি গাহিরে।
নাম বৈভব নাম কৃপা করি ভজন রসিক সন্ত কো দেহিরে॥

নাম রটন প্রভাব দেখু দাসী সুত নারদ প্রহ্লাদ রে।
গজ অজামিল গীধ শবরী সব কৈ পরধাম মিলিরে॥
জান্‌কী বল্লভ[২] সিয়ালাল শরণ[৩] তুল্‌সীদাস আউর রে।
প্রেম সহরৎ দেকে কসরৎ নাম ভজন সুখ পাউরে॥

নাম রট ভাই নাম লহ্ ভাই নাম করো জীবন আধারু রে।
ঐসা বখৎ নেহি মিলেগা সব কৈ নাশবান[৪] জানুরে॥
নাম প্যারী সদগুরু হামারি অধম তরন তারণ রে।
প্রেম বারিরে অনহবায় মোরে নাম রটন উপদেশ দেহিরে॥

জয় নাম মহারাজ সদগুরু ভগবান হরিরূপী মোর স্বামীরে।
নাম কা স্বাদ নাম কা বিভব নাম মে রতি দান করু রে॥
নাম রায়[৫] কথা অতীব গূঢ় গাঁথা কোটি মে কোটি জানুরে।
কহে সদগুরু ভগবান অতি মেহেরবান নাম নামী ভেদ নাহিরে॥

---

(১) ক্লান্ত, (২) লেখকের পিতার শ্রীগুরুদত্ত নাম, (৩) লেখকে প্রধান শ্রীগুরুর স্থূল শরীরের নাম, (৪) নশ্বর, (৫) রাজা।

(৪)

চিদানন্দময় হোল তনু নাম রসায়ন পান করি।
সেবন বিধি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভক্তি খলে যত্নে মাড়ি ॥
প্রেম অনুরাগ জ্ঞান-বিরতি পানের জেনো সদ্য ফল।
চতুঃবর্গ নামামৃতের কাছে ধরে মাত্র তুচ্ছ বল ॥
নামামৃত পানের বলে, হেরো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।
সৃজন, পালন, সংহার করেন যা সকলি নশ্বর ॥
কাম ক্রোধ লোভ, অভিমান কলিতে যতো পাখণ্ড।
পানের মাঝে বাধা দিতে রিপু জেনো হয় প্রচণ্ড ॥
সন্ত সেবা আর্জবতা দেব দ্বিজে সম্মান দান।
বৈদ্যরাজের সহিত মেলার দিব্য অমোঘ অনুপান ॥
বৈদ্যরাজ যে সদগুরু চরণ থাকেন ভবের হাটের এক কোণে।
ব্যাকুল চিতে শরণাগতি ভিক্ষা কর এক মনে ॥
পারশমণি পাবার মূল্য সদগুরু সেবা অকৃপণ।
দীন দয়াল বিনা পণে নামের করেন বিতরণ ॥
শিষ্য সেবায় তুষ্ট হয়ে আপন সিদ্ধি সাধন করেন দান।
যাহার গুণে জড় তনু হয় নিত্যানন্দে বিরাজমান ॥
বৈষ্ণব গুরুর জয় গাহি প্রেমসে বল ভাই সিয়ারাম।
অনন্তানন্ত রসের আলয় সন্ধান পাবে সাকেত ধাম ॥

(৫)

নাই বা পেলি রূপের দেখা নাম-নামী তুই অভেদ জান ;
নামের মাঝে ভেসে বেড়ায় অপার রূপের আলোকযান ॥
বিশ্ব ভুবন চন্দ্র তারা প্রণব মন্ত্র আর তন্ত্র সারা।
দেখ্ চেয়ে দেখ্ নামের মাঝে বিন্দু বিন্দু লয়কারা ॥
জীব চরাচর বিধি-হরি-হর নামেতে উপজি নামেতে বিলয়।
নামের কণা ভয়ের তরে রবি-শশী সব গগনে উদয়।
রূপ যে সদা নামের ভয়ে যখন যেমন তখন তেমন।
নিত্য নামের ইসারাতে অনিত্য রূপের লীলা কেমন ॥
যিনি শ্যামা মা তোমার ঘরে মুণ্ডমালা মহাকালী।
জগৎ গুরু শিবের বুকে নাচেন দিয়া করতালি ॥
সেই শ্যামা হন বংশীধারী শিরে পরি মোহন চূড়া।
ব্রজঙ্গনার প্রেমে পাগল শ্রীরাধা বাঁধেন হাতে কড়া ॥
রূপ যে অধীন নামের কাছে অন্ন জলের দাসত্ব করা।
নবঘন বা সবুজ সাদা নাম বিনে সব স্বত্ত্ব হারা ॥
রূপের সাধ মিটাবি যদি দেখ্ তবে তুই শ্রীগুরু চরণ।
শ্রীগুরু যে নাম দাতা নিত্য রূপের তরণ তারণ ॥
তোর ইষ্ট রূপের বিমল স্বরূপ গুরুপদ কমল শিয়রে রাখ্
সিরারাম ভজন মুখ্য সাধন এই নিয়ে তুই সুখে থাক্ ॥

(৬)

নামের বুকে আসন পাতি রূপের নিতুই কতো খেলা।
কালা সাদা সবুজ শ্যামে ছড়াছড়ির হেলাফেলা ।।
নামের প্রকাশ রূপের মাঝে রূপের সাথী হ'লো লীলা।
রূপ লীলা যে ধামে ধামে মিল্‌লো তিনে গলায় গলা ।।
আনন্দঘন পরম পুরুষ কঠিন বড় নাগাল মেলা।
রূপ নামেতে লীলায় ধামে পড়লো ধরা সকল কলা ।
দেশ কাল হার মেনেছে অন্তহীন যে নামের মালা।
ছিদ্রবিহীন অতল গভীর এর বেশী আর যায় কী বলা ।।
সুধায় সুধা খালি সুধা নামের সুধা চারিধারে।
নাম সায়রে রূপ লহরী সুধার অংশ সুধা'ঝরে ।।
অরূপ নাম স্বরূপ হ'লো রূপ পিতমের সংগ করে।
রূপ নামেতে জরিপ করো যুগল সরকার রঘুবরে ।।
লীলাধাম আর রূপের একই নামের হরেক খেলা।
নাট্য শেষে বিরাম করে নামের শীতল পণ্য শালা ।।
নাম রূপের এই প্রণয়কেলি আদ্যন্তহীন বিরহ জ্বালা।
হার মান্‌লো বেদ নিগমে এ যে চিত্ত-বোধির বাইরে পালা ।।
নাম নবঘন দ্রবিত হ'য়ে রূপ নিল যে জনকললী।
ভক্ত প্রেমে বশ্য হ'য়ে অদ্বৈত রাম দ্বিধা হ'লি ।।
নাম-রূপেতে প্রকট হ'য়ে সিয়রাম হ'লো নামী।
নামের সাথে সদা ফেরে রূপকুমারী মরালগামী ।।

ঘুমের পরে জেগে উঠে করল চরিত রসাল লীলা ;
ধামের দ্বারে বসে বসে দেখ্‌লো যাতা ব্রজবালা ॥
এক নামেতে পড়লো ধরা যুগল সরকার গৌর শ্যাম ।
আর কেন মন মিছে দেরী স্মরণ সহ সিয়াজু রাম ॥

(৭)

সব সংগ পরিহরি করু মন সিয়রাম নামনে নাতা[১] ।
দুখরূপ বিষয় বাসনা আতম স্বরূপ কো খাতা ॥
মাত পিত জন পরিবার কোউ ন ডগর[২] দিখাতা ।
যুগল ভজন সিফ´ মংগল ভবন অরু[৩] প্রেম নিকেতা ॥
ক্ষণ ক্ষণ আয়ু বীত গয়ি মূঢ় আব হো সচেতা ।
গুরু পদ কমল শীষ ধরি ভজ রাম বিদেহ সুতা ॥
অতি প্রেম বর্দ্ধক আনন্দদায়ক যুগ নাম জন ত্রাতা ।
বিসরি সিয়ারাম নাম যো সুখ চাহে সো অন্ধ অচেতা ॥

(৮)

রাম নাম কা স্বাদ মিলে হ্যায় পবন সুত হনুমৎকী ।
জগৎগুরু শংকর ভগবান আউর গিরীশকুমারী কী ॥
নাম কা স্বাদ পুরা মিলে ধ্রুব প্রহ্লাদ জনক কী ।
তিঁহুলোক সুযশ ভয়ে ব্যাস বাল্মীক কবি কী ॥
শুক সনাতন নারদ ব্রহ্মা নামকা প্যারে প্রাণ কী ।
গজ অজামিল কপি ভালু নাম কা মহিমা গাহে কী ॥
কেবট অঙ্গদ শরবী বিভীষণ বালি সখা বাত কী ।
ফৈল গয়ে চৌদশ ভুবন নাম কা শরণ আয় কী ॥

---

(১) সংগ, (২) পথ, (৩) আর ।

রাম নাম কা ভজন, সন্ত লোক, ভলী ভাতি[১] জান কী।
সন্ত সংগ লে কর পিও রাম নাম কা সুধা কী॥
রাম নাম কা অন্ত নেহি হ্যায় বাত ইহ বেদ কী।
নাম কা পানি মে মীন সমঝো জড় চেতন জীব কী॥
তুলসীদাস জানকী বল্লভ শ্রীসিয়লাল শর্ণ কী।
নাম মহারাজ আপনায়ে লিয়ে মিলায়ে রঘুনাথ কী॥
নাম পিয়াসী সন্ত শির মৌর প্রেম মঞ্জুরী বৈষ্ণব কী।
চরণ কমল শিষ ধরি সফল করো জনম কী॥
চাখোনারে জানে নাম কা স্বাদ কৈসী যায় বখান কী।
পল পল সে ব্রহ্মসুখ কাটি জগ জাল কী॥
সাকেত বিহারী নিত্য সনাতন শ্রীনাথ রাম কী।
জয়কার পাহি ভজন কারো সিয়রাম নাম কী॥
জানকী বল্লভ প্রাণ প্যারী সিয়াজু সুনাম কী।
সিয়াজু বিনা রাম নাম কভি মৎ লিও জী॥
রাম নাম মে ভুক্তি মুক্তি নেহি মিলি ভেদ[২] কী।
রসিক সুজাল বৈষ্ণব সন্ত যাচে যুগল ভজন দাও কী॥
রাম নাম কো কাম তরুকা সিয়াজু সুমিঠ ফলকী।
সিয়াজু মে রাম নাম রাম সিয়াজু এক হী॥
অগুণ সগুণ যদ্যপি দো মিলন মহা মোদকী।
প্রেম কা খনি সিয়রাম রটন বিমল সুখ ধাম কী॥

---

(১) ভাল ভাবেই, (২) ভক্তি।

শ্রীরূপ-লীলা প্রসঙ্গ

আছে কেবাজন, হে নবঘন, তোমারে শোনাবে নতুন গান।
আপনার কথা আপনি কথয় শুনে কবিগণ পাতিয়া কান ॥
অকার বিহীন 'র' কারে বিরাজে পর দম্পতি সিয়রাম।
দীর্ঘ অকারে বিধি-হরি-হর বিন্দু মাঝে শকতি ললাম ॥
যত রূপ দেখি সকলি তোমারি শুধু ভিন্ন আধারে ভিন্ন।
লীলা ছলে এক বহুধা হইলে উধারিতে দীন ক্ষিন্ন ॥
জল বীচি সম সদা একরস অভেদ পরম সিয়াজুরাম।
কখন প্রকৃতি কখন পুরুষ কখন ধর রূপ যুগল দাম ॥
বুঝিব কেমনে তোমার স্বরূপ মূঢ়মতি মোরা অধমজন।
আপনি ধরা যাহারে দিব সে জন মিলিবে আনন্দঘন ॥
বেদ-পুরাণ আর কাব্য কলা সকলি, প্রভু, হয় তোমার নাম।
আপন লীলা ভক্ত মুখেতে শুনিয়া পুরাও মনস্কাম ॥
মূঢ় মোরা ভাবি আমরা কবি সৃজন করেছি ছন্দ গান।
অনাদি কালের বহু গীত গান কবির হৃদয়ে তোলে যে তান ॥
প্রভু তুমি কবি আর কেহ নহে অমর কাব্য তব যুগল নাম।
ব্যাস বাল্মিকী দাস তুলসী সন্তগণের সুখদ ধাম ॥
সত্য উদার ধীর গম্ভীর রঘুকুলমণি অবধলাল।
সিয়াজু সমেত তোমারে পূজিতে মনে বড় সাধ হে দীন দয়াল ॥

ভকতি বিহীন সেবাহীন আমি পামর শ্রেষ্ঠ তামস তন।
গুরুপদ রজ সহায় পরম সিয়ারাম নাম সকলি ধন॥
জ্ঞানীর ধ্যানেতে নির্গুণ প্রভু শুদ্ধ মুক্ত অদ্বৈত ধাম।
একরস সদা অবিনাশী অজ না জানি কোন দহিন বাম॥
অস্তি ভাতি স্বয়ং জ্যোতি জ্ঞানময় রূপ বেদেতে কয়।
জ্ঞানের সমান পবিত্র কিছু সৃজন মাঝারে নাহি যে হয়॥
ধন্য জ্ঞানী প্রণাম তারে যে দেখে রাম সবার মাঝে।
ভকতি চন্দন চর্চ্চিত জ্ঞান কভু বা কখন এরূপ বোঝে॥
ভজন সখার প্রেমেতে তুমি সকলি কর যে বিসর্জ্জন।
ভকত জনের পুরাতে বাসনা অতনু করে যে তনু গ্রহণ॥
যুগে যুগে প্রভু ভক্তি ফাঁদেতে নানারূপে তুমি দিয়াছো ধরা।
কভু নবঘন, কভু সুন্দর, কভু চিরবাস, কভু বা মোহন ক্রীট পরা॥
আমি যাচি প্রভু যুগল মূরতি গৌর শ্যামল রুচি সুন্দর।
মোর হৃদি মাঝে চরণ কমল স্থাপন কর হে ধনুষধর॥
নয়ন জলেতে সিনান করাব যুগল চরণ মহেশ ধ্যান।
মুদিত মানসে প্রেমের আবেশে সিয়রাম নাম করিব গান॥

(২)

হোরি খেলত শ্যাম সিয়া সংগ।
পীত বসন রঞ্জিত ভেস রঞ্জিত শ্যাম অংগ ॥
সুভগ অলি সাথ জনকললী কনক পিচকারী হাত।
ইত উত আয় ধায় রসরঙ্গিনী প্রেম মোদিত গাত ॥
নবঘন কে বীচ রাখি সব নারী ঘিরি চারি ধার।
বিকল কিয়ে অওধরাজ কো মুখচন্দ্র লজ্জানত ভার ॥
পিক্ বয়নী মৃগনৈনী ললনাগণ কুম্‌কুম্ ফুল হার।
দেত বরষি মৃতুল শ্যাম অংগ নেহি করি কৌন বিচার ॥
স্বামিনী রুখ[১] জানি সব সুতিয়[২] দেত বরগারী[৩]।
রাবণ সংহারক ঘননাদ মারক অলায়ক ধনুধারী ॥
আজু নাহি লখনলাল নাহি শরচাপ নাহি রামদাস তব পাশ।
আজু চরণ কমল জানকীজীকো সিওয়া[৪] নাহি কৈ ত্রাণকে আশ ॥
ত্রিভুবন নাথ কো বিকল দশা হেরি অবনিজা পরম কৃপালা।
কিয়ে সঁভার পিতমকে মিলি সাথ কৌশল্যা ললা[৫] ॥
যব যুগল সরকার[৬] মিলিত ভয়ে অলিগণ আনন্দ বিহ্বল।
সুমন বরষি আবির সাথ নাচ গায় চারু লোচন চপল ॥
আজু পুনমক রজনী অতি সুখদায়িনী সিয়রাম সুখ বিলাস।
পদরাজীব শ্যাম রাম কো এক ভরোস মম দুসরো নাহি আশ ॥

---

(১) ইচ্ছা, (২) সুন্দর নারী, (৩) মধুর গালি, (৪) ব্যতিরেকে, (৫) স্নেহের পুত্তলী, (৬) যুগল মূরতি।

(৩)

রাম জনম কারণ রাম জানে মূঢ় মতি কোবিদ্ আন্ ।
নেতি নেতি কহি যা কর যশ বেদ পুরাণ বখান ॥
জ্ঞান-গিরাতীত লীলা অতি অদ্ভুত শোক বিমোচন ।
শুদি[১] নৌমী তিথি পুনীত অওধ ধাম আওল নীল নবঘন ॥
মধুর তোতরি[২] বাত কহে পিত মাত জগপতি জগবন্দন ।
সব সংশয় হর গূঢ় অপার নাম রঘুপতি রাম শোভন ॥
বাল চরিত মংগল দশদিশি উজল জন-গণ-মন-মোহন ।
লোক অগোচর বিরিঞ্চি শংকর হেরত রূপ সাশ্রু নয়ন ॥
ঘন নীল পটল দ্যুতি কোটি চন্দ্রমা জ্যোতি চন্দ্র আনন ।
অলক কুঞ্চিত ক্রীট শোভিত সুন্দর পীত বসন ॥
নীল নলিনদল নয়ন যুগল লাজহি কোটি রতিরমণ ।
উর শ্রীবৎস বাহু বিশাল ক্ষীণ কটিতট মার[৩] সদন ॥
নূপুর নন্দিত ধ্বজাংকুশ চিহ্নিত রাজীব যুগল চরণ ।
তিলক গোরচণ হাটক[৪] কংকন কুন্তল করণ ভূষণ ॥
দেব মুণিগণ অতীব হরষ মন মংগল গাহতি জয় জয় রাম ।
কোশল্যা দশস্যন্দন[৫] দেহ শুধ বিস্মরণ হেরত রাম মোদন ধাম ॥

---

(১) শুক্লা, (২) আদ আদ, (৩ মদন, (৪) স্বর্ণ, (৫) দশরথ ।

(৪)

জয় শোক বিমোচন, রঘুকুল রাজন, স্বামী সখা ত্রিপুরারি।
তব বিরদাবলী[১], অতি সুখশালী, পাবন পুনীত অঘহারি ॥
যুগ যুগ ধরি কতো কোবিদ রুরী[২], বিমল চরিত তব গাহি।
মতি ন অঘাহী[৩], কিয়ে যতন অথাই, অশরণ শরণ মো পাহি।
সুধা সাগর, সবগুণ আগর, জনগণ কারণ অজ অবতারি।
মন-বাণী পার, বিনোদ অপার, জয় অবধেশ বলিহারি ॥
ইচ্ছিত শ্যাম রূপ, ধনু সায়ক অনূপ, মুনি তিয় তারণ পদরাজীব।
কোটি শরদিন্দু মুখরাবিন্দু ভানু-কুল-ভানু সুর সাহিব[৪] ॥
কো জানে কতহু অমিয় চর্চ্চিত যুগল আখর যুত রাম।
অহেতু কৃপালু হে করুনেশ সুমিরন দেহি সদা তব নাম ॥
ধনি কপি ভাল ধনি, গীধ শবরী ধনিভাগ সুকণ্ঠ[৫] অংগদ।
ধনি[৬] দশানন ধনি বিভীষণ ধনি ধনি অওধ বাসিন সংসদ ॥
নয়ন সুফল কর দরশন শ্যাম কো মিলি গতি রমা নিবাস ॥
জয় কমলাপতি দীন অধমনকে রাম নাম এক বিশ্বাস ॥
কর্ম্ম খোট নাহি শ্রদ্ধা রতি কো জানে আব কাঁহা লেহি জনম
সীতেশ রঘুপতি দীন কো পরমগতি দুসরো পন্থা অগম ॥
জনম জনম রামপদ রতি বিনু অরথ ধরম কাম নির্ব্বাণ।
জয় সব ঘট বাসী আনন্দরাশি কোশলচন্দু দেহি বরদান ॥

---

(১) গুণানুবাদ (২) সুন্দর (৩) তৃপ্তি হওয়া (৪) রাজা (৫) সুগ্রীব (৬) ধন্য

(৫)

নীল কমল মণি পীত বসন তনী উরে দোলে নব বনমালা।
করে শোভে ধনুখানি কর্ণে কুন্তলমণি বামে শ্রীজানকীবালা ॥
তিলক অংকিত ভাল কেশ ভ্রমর কালো কনক কিরীট তাহে রাজে।
অরুণ অধর হাস জন[১] চিত্ত বিলাস রুণুঝুণু নূপুর বাজে ॥
ভকত চকোর বৃন্দ পিবত সুধাচন্দ বিস্মরণ গেহ নেহ পরমানন্দে।
নীর মৃদংগ করতারি সাথ বাজত মনোহর অমিয় ছন্দে ॥
আঁখি যুগ বরষত কভু নাহি তিরপিত যবে হেরে শ্রীরমানাথ।
মিনতি সিয়রাম শরণ শ্রীসিয়ারমন নাম রটন দেহি প্রীতিসাথ ॥

(৬)

শ্রাবণ পূর্ণিমা ঝুলন মঁহ[২] চাঁদ গগনি সোহে হ্যায়।
বেলা চম্পক কমল কদম্ব গুছ গুছ কুঞ্জ ভরি হ্যায় ॥
সুভগ সরযূ বিমল কমলা নখ শিখ শৃঙ্গার কিয়ে হ্যায়।
সবগুণখানি উমা শচী শারদা পতি সংগ ত্যাগী হ্যায় ॥
জনক মন্দির[৩] মিথিলা ধাম উজল রূপ আজু বনি হ্যায়।
বিজুরী চমকে দামিনী দমকে নবঘন চন্দ্রমা ছায়ে হ্যায় ॥
দাদুর পাপিয়া শুক সারিয়া পিতম সাথ নিজ বিহার হ্যায়।
মোহন রজনী বাদর রিমি ঝিমি, পবন শীতল বহে হ্যায় ॥

---

(১) ভক্ত, (২) মাস, (৩) গৃহ।

সুমন সুবাসিত নয়া রাশিয়া ঝুলা হিণ্ডোরে বনি হ্যায়।
সব অলিগণ রসিক সুতন মৃদু মৃদু মুসকিয়া[১] গাহে হ্যায়।
আনি শ্যাম-সুন্দর জোড়ি[২] অখোর[৩] কুসুম সিংহাসনে
বৈঠাই হ্যায়।
গাহি সিয়রাম কীরতি ললাম শোভন ঝুলা ঝুল রহে হ্যায়॥
প্রেম ভকত বশ সিয়া অবধেশ ঝুলন খেলন মস্ত হ্যায়।
অকথ অলৌকিক রসেশ চরিত সাথ সাথ অলি বিহারে হ্যায়॥
নবঘন স্বরূপ পরম আহ্লাদিনী সুন্দর তিয় কর শিরতাজ হ্যায়।
নেহারী নিজ পিতম মোদিত অনুপম জনকললী সুধা বরষে হ্যায়॥
কুঞ্জ কুঞ্জ আজু নাচ সুগান জনু নন্দন কানন বনি হ্যায়।
দুখ শোক লবলেশ[৪] নহি প্রেম লহরী আজু উমগে[৫] হ্যায়॥
কুসুম ভূষণ কিয়ে রঘুনন্দন সিয়া রূপ বর্ণি কো সমর্থ হ্যায়।
জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম দশদিশি সুরভিত কিয়ে হ্যায়॥
দেবন সুরগণেঁ অলিগণ সরাহন[৬] নিজ ভাগ মন্দ অতি কহে হ্যায়।
ভব বিরিঞ্চি বিধি ধরি সূক্ষ্ম সুতনু সেবা লয়ে সব খাড়ি হ্যায়॥
হেরি যুগলসরকার আনন্দবিভোর বড়ি ধনি ভাগ মানে হ্যায়।
অতি প্রাকৃত লীলা শেষ[৭] অনুধ্যায়ী নিজ স্বামিনী যশ সুগাহি হ্যায়॥
সিয়রাম শরণ অগির[৮] অনয়ন অপার চরিত কৈসে কহে হ্যায়।
যুগল নাম যুগল রূপ যুগল ধাম সত্য অতি সত্য হ্যায়॥
স্বামিনীজু কৃপাবলোকিনী সদগুরু চরণ নেম সার হ্যায়।
কহি সিয়রাম সিয়রাম রাম জীবন মেরে ধন্য হ্যায়॥

---

(১) হাসি, (২) যুগল, (৩) নির্মল, (৪) বিন্দু, (৫) উথলে পড়া
(৬) প্রশংসা করা, (৭) ভগবান শেষ অবতার, (৮) মূক।

(৭)

সজনী সহনিয়া শুনু সখী আরত বচন কৈ,
মৈ রঘুনন্দন কে দুলহিয়া মৌর ক্রীট পতি সোই।
কর শরচাপ[১] হিয় চুরলিয়া শ্যাম নবঘন মোহন পৈ॥
কিশোর তন মন উদাস দিঠি সুন্দর অবধ সাঁওরিয়া[২]।
চিত্ত ভোঁরা জনক ললীকো কনক বরণী বিজুরিয়া॥
সিয়া সঙ্গ কাম রাম দিন যামিনী আতম বিসরিয়া।
প্রেম বিভোর বশ অবনিজা চরণ সেবতি সাদরিয়া॥
ধ্যান সিয়াজু জ্ঞান সিয়াজু করণী পিতম মোদনিয়া।
ভজন সিয়াজু ভোজন সিয়াজু সিয়াজু ভুবন মোহনিয়া॥
সজনী কহে কিশোরী বধূ পরাণ দীন লীন বিদরিয়া।
রাম রঘুনন্দন মোর পিতম সখী কহতু অহরহ পুকারিয়া॥
রাম বসন মোর রাম ভূষণ মোর রাম লোচন গোল্লকিয়া[৩]।
দুসহ বিরহ জ্বালা বিনু রাম ঘনশ্যাম কৈসী যায় বিতরিয়া॥
অনুক্ষণ বোলহি অনুক্ষণ বোলহি রাম রঘুকুলমণি রাম।
লখহি বালিকা বধূ কৃপণ রসনাগর রত আন সুভগ কৈ বাম॥
মূঢ়মতি মোর যাবে আয়ে পিতম বিগলিত প্রেম শতধার।
কতহু মধুর ভাষ বন্দতি মোহে মান বশ হেরতি ন একবার॥
মৈ সাঁচ কহু সজনী অধীর হিয় মোর কাঁদে রাম উর লাগি।
পুন শ্যাম যব আয়ি চির বন্দী করু মৈ চরণ কমল নীল পাগি॥

---

(১) ধনুর্ববান, (২) শ্যামলা, (৩) তারা।

(৮)

হের কোটি চন্দ্র ভানু ঝলকে দশস্যন্দন আঙ্গনিয়া।
ভুবন মোহন রূপসিন্ধু কোশলা পুতনিয়া ॥
শির সোহে কনক মুকুট কুণ্ডল মকর শ্রবণিয়া ।
বাজু বলয় চন্দ্রহার ললাম বসন পীত ঝাগুলিয়া[১] ॥
কোটি কিঙ্কিণি মধুর রীণিঝীণি নূপুর চরণ মোদনিয়া।
শ্যাম নবঘন ব্রহ্ম সনাতন ক্রীড়ত দশরথ অজনিয়া[২] ॥

রূপ লোলুপ ভুষণ্ডী[৩] ভব নিজ মন্দির ত্যজনিয়া।
বাল বিনোদ করত রাম দশদিশি উজনিয়া ॥
নেহারী নেহারী সুফল জন্ম নাচত ধিনি ধিয়া।
বার বার ধন্য গণি অবধ পুরবাসনিয়া ॥
অরুণ বরণ চারু চরণ দাহিন বাম থাপনিয়া।
মঞ্জু মৃদু অধর হাস শ্যাম বিজুরী কনকিয়া ॥
আপন মন খেলত শ্যাম চন্দ শারদ গগনিয়া।
বাণী বেদ শ্রুতি সার থকিত ছবি বরনিয়া ॥

রাম রূপ রাম নাম রাম লীলা রাম ধাম গূঢ় অকথনিয়া।
মন্দ মলিন সিয়রাম শরণ বন্দে রাম কমল চরণিয়া ॥

---

(১) জামা, (২) অঙ্গন, (৩) মানস রামায়ণে চরিত কাকভুষণ্ডী।

(৯)

নামের বাদল ভাঙ্‌লো আগল চোখের কোলে প্রেমের বান্‌।
তৃপ্তি বিহান নামের ধ্বনি কর্ণে বাজায় মধুর তান ॥
নৃত্য করে জিহ্বামনি নাচায় প্রেমিক সিয়রাম।
দিব্য গন্ধে মত্ত হয়ে ঘ্রানেন্দ্রিয়ের নাই বিরাম ॥
মোহন পরশ ত্বকের আগে নামের মলয় লাগলো যখন।
মন মহারাজ আকুল হয়ে নাম পানেতে হোল মগন ॥
দেহের দশা ভুল্‌লো জাপক আত্মারাম মিথুন ক্রীড়ায়।
নাম-নামীতে মিলন মধুর যায় না বলা মুখের ভাষায় ॥
নামের মাঝে লীন নামী নামের সুধা পরাণ তাহার।
নামের কাঙাল হ'য় নামী জাপক দ্বারে যাচে আহার ॥
নামীর দুঃখ বুঝে যে জন নাম—নামীর মিলন করায়।
এমন তর ধন্য সন্ত কোটিতে গোটিক মিলিবে ধরায় ॥
সকল দুয়ার বন্ধ করি, বস, হৃদয় দুয়ার মৃদু খুলে।
প্রেমের কণ্ঠে নামে ডাকি বল নামীর কুঞ্জ হৃদয় স্থলে ॥
হৃদ কমলে নামের প্রবেশ হ'লে পরে হৃদয় দুয়ার বন্ধ ক'রো।
এখন নাম-নামীর রভস প্রণয় প্রেম নয়নে সন্ত হেরো ॥
এ যে সুধার সাথে সুধার মিলন ক্ষরণ হ'লো সুধার বাদল।
দ্যুলোক ভূলোক ঘুচলো তখন প্রেমিক সন্ত ধীর অচল ॥
ষট্‌ চক্রের ভেদ করি নামের ধারা সহস্রাতে।
নামের স্রোত সহস্রধারায় বহে ইড়া পিঙ্গলা সুষম্নাতে ॥
ভিতর বাহির ধসে গিয়ে নাম-নামী আর জাপক তিনে।
মিলে গিয়ে এক হ'লো কেবা এখন কাকে চিনে ॥
নাম-নামীর দুয়ের প্রিয় জাপক বৈষ্ণব প্রাণারাম।
সদগুরু চরণ মাথায় রেখে ভজন করে সিয়রাম ॥

(১০)

নামের স্নিগ্ধ ছায়ায় বাস বেঁধেছি ভয় কর্ব না আর কর্ব না।
দুঃখ শোকের ছায়া এলে আনন্দ গান ভুলবো না ॥
নামের কৃপায় ঠিক জেনেছি জগৎ নিত্য লীলার অঙ্গনা।
সুখের ছিন্ন রূপ ধরি যে বিষাদ শোকের আনাগোনা ॥
অভয় নামের ছায়াতলে ডরবো ক্বারে নাই জানা।
বেদ বিধি আর পরেশ মহেশ নামের শক্তি ধরেনা ॥
ধ্যান ধারণা শম দমাদি বৃথাই যজ্ঞ যাগের সাধনা।
এক নামের মাঝে ভরা সে সব রসিক বিনে বোঝে না ॥
বেদের বিভাগ জ্ঞান-কর্ম্ম হদিস যাহার মেলে না।
নামের মাঝে তাদের নিবাস জেনে নামের করো উপাসনা ॥
নামের সাধন সহজ বড় শুধু মুখেই নাম রটনা।
শান্তি সুখের মোণ্ডা মেঠাই নামের স্মরণ ছাড়বো না ॥
নামের প্রতাপ দেখবে যদি করো শ্রীগুরু চরণ বন্দনা।
মূর্খ অধম নামের কৃপায় করে বেদের ভাষ্য রচনা ॥
মাতৃ স্নেহ পিতৃ স্নেহ আর যাহা কিছু বল না।
নামের দ্বারে বসলে পরে মিটবে সকল বাসনা ॥
হরেকৃষ্ণ রাধেশ্যাম নিতাই গৌর কতই না।
যুগল সরকার সিয়রামে সবার মিলন জানো না ?
বাল্মীকি আর ব্যাসের পুত্র কর্ম্মত্যাগীর আগ্‌জনা।
নামের সুধা পাবার তরে হরির লীলা করে বর্ণনা ॥
নামী হ'তে নাম যে বড় তুলসীদাসের ঠিক জানা।
তাই জীবন ধন্য করার তরে জয় সিয়রাম বলনা ॥

জ্ঞান-প্রসঙ্গ

শুনু সিয়রাম শরণ অতি গুপত কথা পরম উদার ললাম।
দুনিয়াকে সবকুছ ঝুটা সারাৎ সার সিয়াজু রাম ॥
জ্ঞান ঝুটা ধরম ঝুটা বিনু ভকতি মন নিষ্কাম।
স্বারথ ঝুটা আরথ ঝুটা ঝুটা বিলকুল দাম চাম ॥
ভ্রাতা ঝুটা বন্ধু ঝুটা আউর ঝুটা দৌলত ধাম।
গেহ ঝুটা নেহ[১] ঝুটা ঝুটা পুরা সুরৎ বাম ॥
বসন ঝুটা ভূষন ঝুটা ফিন্ ঝুটা কেশ দাম।
লেনা ঝুটা দেনা ঝুটা যো ন রটত সিয়রাম ॥
রহনা ঝুটা করনা ঝুটা জবান তোরি একছিদাম[২]।
জীবন ঝুটা নরতন্ ঝুট বিনু প্রেম জানকী রাম ॥
দোঁহা-ঝুটা সোরটা ঝুটা বরাবর ঝুটা গুণগ্রাম।
কবি ঝুটা কাব্য ঝুটা বিনু ভজন সিয়রাম ॥
হামারি ঝুটা তোমারি ঝুটা জৈসী ঝুটা মনকি কাম।
পুরুষ জ্ঞান বিলকুল ঝুটা জৈসে সুবা[৩] নেহি সাম[৪] ॥
সত্য সার সদগুরু চরণ সিয়রাম ভজন মন বিশ্রাম।
তরণ-তারণ মংগল ভবন রাম সিয়া সিয়ারাম ॥

---

(১) সম্বন্ধ, (২) এককড়ি, (৩) সকাল, (৪) সন্ধ্যা।

পুরাণ ঝুটা পুস্তক ঝুটা বিনা সিয়াজু মহানাম।
খানা পিনা সব কৈ বুরা বিমু প্রসাদী গুরুরাম ॥
ভাগ টুটা শিষ্য ঝুটা যো ন সেবে গুরু অকাম।
প্রাণারাম আত্মারাম হরদম ভজু সিয়রাম ॥

পাত্তা[১] আচ্ছা অওধ ধাম জানকী বল্লভ লীলা ঠাম।
গাঁথন সেরা রামায়ণ তুলসীদাস কহে ললাম ॥
সন্ত সেরা বৈষ্ণব চেরা[২] কণ্ঠী তিলক অনুপম।
সেরা সে সব-সে সেরা—যুগল সরকার গোর শ্যাম ॥
সেবক সেরা হনুমৎ শংকর কিয়ে জহর পান।
ভাও সেরা সরস তিয়[৩] শরণাগতি জিসকো প্রাণ ॥
বোধ সাঁচ্চা আতম জ্ঞান বিনু যেহি বিফল শ্রম।
সন্ত সংগ সব সে আচ্ছা নেহি মিলি তো বিধি বাম ॥
তিলক সেরা উর্দ্ধ পুণ্ড্র ছাপ সেরা সীতারাম।
জনক রাজ নৃপ সেরা যো বসতি মিথিলা ধাম ॥

ঝুটা সেরা সব কুছ ছোড়ি বাত এক কহাতা হাম।
জীবন কো সুধারি লিও জপি জীহ[৪] সিয়ারাম ॥

---

(১) ঠিকানা, (২) চেলা, (৩) নারী (৪) জিহ্বা।

(২)

ইয়া দুনিয়ামে সমঝো মন মে, সিয়া বিনা কুছ নাহি হ্যায়।
আদ্যা শক্তি পর্মা প্রকৃতি জো কুছ কহ সব সিয়াজু হ্যায় ॥
জড় চেতন চৌদশ ভুবন সব কো স্বামিনী সিয়াজু হ্যায়।
বেদ পুরাণ সন্ত সুজান ঐসা ঐসা কহে হ্যায়।
তিয়[১] রূপা সব স্থাবর জঙ্গম সিয়াপতি সির্ফ পুরুষ হ্যায়।
অযানী অজ্ঞান রত মদমান আন্ কুছ সম্‌ঝে হ্যায় ॥
শচী শারদা শংকর ব্রহ্মা আউর কিতনা কহে যায়।
সৃজন পালন পলমে মরণ সিয়াজু মর্জি সাঁচ হ্যায় ॥
পঞ্চ তত্ত্ব কায়া নিগড় জনক ললীকা লীলা হ্যায়।
হরেক কিসিম রূপ সুধারি সিয়াজু মেরি বিহারে হ্যায় ॥

শুন শুন ভাই আউর কথা অন্ত ইসিকো কোঁ কহে যায়।
বিদ্যা ফিন অবিদ্যা মায়া জনকললী অলি হ্যায়[২] ॥
বিদ্যা মায়া প্রভু সন্‌মুখ অবিদ্যা বিমুখী মানাতে হ্যায়।
অবিদ্যা মায়া সংসৃতি দায়ক বিদ্যা মুক্তি রূপী হ্যায় ॥
যাঁহা দেখো ভাই মায়া মায়া সিয়াজু মায়া ব্যাপী হ্যায়।
শশী রবি নখত আকাশ মায়াকা পার ন দেখা হ্যায় ॥
কিয়া কহেগা মায়াকা বাত কহনা বড়া মুস্কিল হ্যায়।
চিত্ত বুদ্ধি মন অহংকার সমজো মায়াকা দাস হ্যায় ॥
ভক্তি রূপী স্বামিনীজু মায়া উসিকো চেরী[৩] হ্যায়।
সুঝ সুঝ দুনিয়া বিলকুল জানকীজী কা খেল হ্যায় ॥

---

(১) স্ত্রী, (২) দাসী, (৩) দাসী।

ভগবান জী কা ষড়ৈশ্বর্য্য সিয়াজুমে ভরপুর হ্যায়।
জানকী মূর্তি ভোগ আরতি মন্দির মন্দির লাগাতে হ্যায় ॥
চলনা ফিরনা বোলনা করনা জানকীজীকা কৃপা হ্যায়।
মন্দমতি নর প্রকৃতি সিয়াজু বিসরি দুঃখী হ্যায় ॥
জানকী পতি দশরথ নন্দন সিয়াজু প্রেম মে লীন হ্যায়।
জানকী জী কা শক্তি নিহারী সিয়াজু সিয়াজু ভজতে হ্যায় ॥
সিয়াজু চরণ পরম শরণ সদগুরু মেরি কহে হ্যায়।
জানকী মায়ি কৃপা ছোড়ি কিসিকো ন' রাম মিলি হ্যায় ॥

সিয়াজু পূজ সিয়াজু ভজ আউর সব বেকার হ্যায়।
শুনু সাবধান সদগুরু বচন রাম সিয়াজু এক হ্যায় ॥

(৩)

চিত চকোর শশী রামপদ নয়ন হীন নিমেষ।
শারদ পুনমক[১] পুরণ আয়ু কৃপা সোহি পরমেশ ॥
শম দম নিয়ম রাকা[২] নিকর জ্ঞান সুনীল গগন।
বিরহী চকৃবা[৩] বিরতি[৪] বিধুর সংগ সন্ত ভজন ॥
প্রীতি প্রতীতি ত্রিবিধ সমীর সন্তোষ কুমুদ বিশেষ।
প্রেম বর্দ্ধক সুমন বাস সুধাকব ভকতি অশেষ ॥
বাধক শ্বাপদ উলুকগণ ডাকিনী কামনা অথই।
আলস নিদ মোহ সঙ্কুল দামিনী কণ্টক পরই ॥
দেহ গেহ নেহ মশক ভূখ্ পিয়াস রাহু কেতু।
ধীরতা অকম্পন দীপশিখা বিনু নাহি কৈ লাহু[৫]।
অভয় মন্ত্ররাজু বিমল আখর দু রক্ষক হনুমন্ত।
সদগুরু চরণ ইকান্ত ধাম জানহি জ্ঞানবন্ত ॥
ভকতি তনু রাকেশ[৬] কর মিটই বাসনা দাম কো চাম।
রসনা রটহি নিরন্তর, তব, রাম রাম, সিয়ারাম ॥

---

(১) পূর্ণিমা, (২) তারা, (৩) চক্রবাক্ পক্ষী, (৪) বৈরাগ্য,
(৫) লাভ (৬) চন্দ্র।

(২)

সন্ত শব্দ শুনো তন্ পুলকাই।
কাব্য সে মহাকাব্য যুগল নাম সিয়া রঘুরাই ॥
ব্যাস বাল্মীকি দাস তুলসী যা কর যশ জগ ছাই।
কবি সে উদার কবি যো গাহে যুগল নাম মন হরষাই ॥
হের ভুক্তি মুক্তি চতুর্বর্গ জাপকনি চরণ লুটাই।
ধর্ম সে পরম ধর্ম তর্ক কুতর্ক সব শাস্ত্র বিহাই[১] ॥
বৈঠি ইকান্ত মঁহ নাম সিয়রাম রটন লয় লাই।
জ্ঞান সে আতম জ্ঞান কোটিন মহ কৈ পাই ॥
নিহারি অগ জগ নভ রূপ সিয়রাম গোঁসাই।
কর্ম সে ললাম কর্ম শুনো কহি সমুঝাই ॥
সুঝ কারজ সকল প্রভুকো জীব সেবক সুহাই।
পরিহরি মদমান অতি বিনীত রহি সদাই ॥
স্বামী সেবা মন বিশ্রাম কর অন্ত পরম সুখদাই।
নাম সিয়রাম সে পুণীত তীরথ কোভি ন মিলাই ॥
সুজান বৈষ্ণব রসিক জাপক যাকর স্বাদ চখনাই।[২]
দান শুভ করম পূজা আরতি অরু বিপ্র সেবকাই ॥
নাম সিয়রাম রটন একবার অধিক অধিক ফলদাই।
প্রারব্ধ সঞ্চিত বাসনা সব দুখ দারিদ সতাই ॥
যা কর নাশ হেত মুনিগণ যোগ সমাধি লগাই।
যাগ যজ্ঞ হোম ব্রত আচরত জন সহিত লোগ লুগাই ॥[৩]

---

(১) ত্যাগ করিয়া, (২) চাখা, (৩) আত্মীয়-পরিজন।

কৈসে মিটিহি দুখ বিনু সুমিরে রাম জানকী মাঈ।
বেদ পুরাণ দুষ্ট অতি যো ন গাহে রাম চরিত মন ভাঈ॥
পরিহরি সিয়রাম আনকো ভজতি যো মন্দ কহে য়াই।
বর্ণ সে উত্তম বর্ণ জানু ঘনশ্যাম সুন্দর কনকাই॥
যা রূপ নেহারি নেহারি হনুমত শংকর আনন্দ ন সমাই।
নাম সিয়রাম রূপ গোর শ্যাম বসন পীত ঝাগুলাই॥
বৈঠি কনক সিংহাসন চারু সুঠাম শোভা সুন্দর বনাই।
সুমিরণ সিয়রাম রটন সিয়রাম যব হোয়ি সহিত প্রেম সুহাই॥
দরশন হোহি যুগল সরকার কো কহে মোর সদগুরু স্বামী বুঝাই

(২)

ধাম ধাম যে কতহু যাও তীরথরাজ মে কোটিন্ স্নান।
জলুস[১] 'সহিত বহু মখ'[২] করু দিয়ে বিপ্রগণ হাটক[৩] দান॥
কর্ম্ম শুভাশুভ যৈসেহু হৈ জপ তপ নেম যগুপি মহান।
পাঠ স্বাধ্যায় বেদ ও গীতাকো সাথ পুণীত আঠারো পুরাণ॥
হরি ন রীঝতি[৪] কতহু যতন করু বরষ কোটি ব্যাপী রে অজ্ঞান।
বিনু সুমিরে সিয়রাম নাম মুখ সহিত ভাও মধুর অমান॥

হরি ন পেখন্তি ধন মান মদ পদমর্য্যাদ কুল সুজান।
অকাম দাস কো সদা বশ হরি জানি ভজ হরি গুণগান॥
হরিকে বিমল যশ হরিকে চরিত নির্গুণ হরিকে অতীব লুভান।
যাঁহা হরি গুণগান বসহি হরি তাঁহা প্রেম সরিৎকে বড়েবান॥
প্রেম সহিত পূজা কৈসেহু হো হরিকে অতীব প্রিয় জগজান।
কভু ন বিসরি মন ঐসেহু দয়ালু হরি সুন্দর সুখদ অমান।

(১) উৎসব (২) যজ্ঞ (৩) স্বর্ণ (৪) দ্রবিত হওয়া

(৩)

লাখ্ জনমকা কর্ম্ম শুভাশুভ বোঝা পীঠমে বাঁধিয়া ।
সারী সংসার জড় চেতন রাম ললা[১]কে হ্যায় মুটিয়া ॥
বড় কঠিন ইহ কর্ম্ম রজ্জু আশাপাশনে লাগা লিয়া ।
আদি অন্ত নেহি মিলেগা বেদ পুরাণ যায় থাকিয়া[২] ॥
ধনী রঙ্ক জ্ঞানী অজ্ঞ এক জাত সবাকা সন্ত কহা ।
রাম রজাই শিব মে লে কর রাহ[৩] মে খুস্ চল্ চাহা ॥
কোটি জনম্‌কা বাসনা অনরূপ বোঝা কা ভার সম্‌ঝানা ।
কিসিকো কমতি কিসিকো যায়দা ইহ আপনা কবম্ কা পয়দানা[৪] ॥
সমদর্শী রামললাকে ইস্‌মে মর্জিকা বাত নেহি গণা ।
রামললা ভাই সবকৈ আস্তে কৃপাল প্রভু ভগবানা ॥
এক বাত কৌতুক ভারী যগুপি রহস সমঝে কো জ্ঞান বিনা ।
সুলভ সুগম মারগ হোয়ি যব বোঝা রাম কা উপর ফেক্ দেনা ॥
সাচ্চা নৌকর যো হোয়েগা ভর্তা রাম সিবা[৫] কৈ নেহি জানা ।
উসিকো আস্ত বোঝা নেহি হ্যায় বৈষ্ণব সন্তকা বর্ণনা ॥
লেকিন ঐসা চালাক্ বহুৎ কম কোটিমে গোটি হ্যায় মিলনা ।
দুনিয়া কা আদমী ভরতা বান্‌কর মনমুখ্ কাম সব কর যানা ॥

---

(১) প্রিয় রাম, (২) শ্রান্ত হাওয়া, (৩) রাস্তা, (৪) অর্জ্জন (৫) ছাড়া

জনম্‌সে লেকর অন্ত অবধি বরাবর বোঝা হ্যায় লে চল্‌না।
নেহি মানেগা থাকায়ট[১] কিসিকো আরাম কিসিকো নেহি
মিলনা॥
কাল মহারাজ ডাণ্ডা লেকর পীছে সব কৈ পহিচানা।
বোঝা লেনা নারাজ হোয়েগা কাল মহারাজ কে প্যার খানা॥
বড়ে নিদয় কাল মহাবাজ পাষাণ বিলকুল সনেহ[২] বিনা।
মালিক ফকির সব কৈ কো এক তৌল্ মে নাপ্ করনা॥
ভর্তা বন্ কর হামলোক্ নিজকো সুখী দুখী বনি বনা।
সুখ দুখ বিলকুল বুরা রাম কো কাম পুরা করনা॥
আনন্দমে মস্ত সন্ত দেখো দুখকো নেহি কৈ ঠিকানা।
বামদাস সাচ্চা বন্‌কর ইহ লোক মজেমে মজে গুজবানা॥
দুখ সুখ রাম কো মায়া অসৎ তিঁহু লোক ঠিক বুঝনা।
আপন বোঝা শির পর লেকর রাম ভজন গীত গা যানা॥
মজেকা বাত শুনো আভি বাম গান কা সহরানা।[৩]
মন-বচ কর্মসে রাম পুকারনে বোঝা রাম লেলেনা॥
বড় কঠিন ইহ বাত ভাই সির্ফ রাম ভজন সে শিখ্ যানা।
নহি তো সন্ত-সংগ সন্ত সেবা করতে রহো লয়লানা॥

আউর শুনো রাম কো লীলা অপার অদ্ভুত বেদ মানা।
সূর্য্য ভগবান উড়ুগণ[৪] চন্দ্রমা অনল অনিল বলবানা॥

---

(১) ক্লান্তি (২) স্নেহ (৩) প্রশংসা (৪) নক্ষত্র

দিক্ দেশ কাল মহারাজ সুররাজ ইন্দ্র দেবগণা।
রাম কা রজাই[১] সব কা উপর শংকর ন জানে সীমানা॥
সাঁচ্চা বাহক ভাই রামদাস সন্ত যাহা রাম মায়া হার মানা।
সন্ত পদরজ শির মে লে কর প্রেমসে রামগান কর যানা॥
রাম অপার ভাই রাম মায়া অপার কিসিকো নেহি হ্যায় ঠায়রাণা।
রাম কা বন কর রামদাস হো কর রাম ভজন সুখ সে লেনা॥
ভিন্ন হোয়েগা হিয়কে বন্ধন কর্ম্মসমূহ ভজন অনলমে জরযানা।
মায়া কা দেহ ত্যাগ করকে আনন্দ সত্ত্বা মিল যানা॥
আন্ যোনিমে নেহি হোয়েগা নরতন্ ভজন যোনি বুধ মানা॥
নরতন্‌কে সুফল লেহু নেহিতো লাখ্ চৌরাশীমে ভটকানা।[৩]

বড়ে ভাগ নরতন্ লাভ বিলকুল প্রভু কৃপা সমঝানা।
রাম ভজনসে জনম বিতো ভাই নতরু[২] পুছবিহীন পশু
দেখ্ আপনা॥

---

(১) আজ্ঞা (২) অন্যথায় (৩) কষ্ট পাওয়া

(৪)

অকল নিরঞ্জন অদ্বৈত সনাতন ব্রহ্ম পরাৎপর রাম।
সগুণ আনন্দতন ব্রহ্ম অভেদ জনকললী বরবাম ॥
রাম ছাঁয়[১] জানকী, ব্যাপিত ঘট ঘট সকল প্রকাশ।
সব কর বীচ রাম অমূরত[২] রমন করে যথা আশ ॥
তিয় রূপ অগজগ, ধরি মোহন বেশ, সেবতি পতি রঘুনন্দন।
সিয়া সাথ অলিগণ গাহতি জয়গান করি তিলক সুচন্দন ॥
ভকত প্রেম বশ অদ্বৈত সিয়াজু রাম চরিত করতি বিধিনানা।
গুরুপ্রসাদ বিন কৈসী সমুঝহি মূঢ়মতি গঁয়ার অজানা ॥

অগুণ সগুণ রূপ অতিগূঢ় অনূপ সুমন বাস ইব ভাতি
বাস বিরাজে যাঁহা পুষ্প ধাম তাঁহা কঠিন কৌন ইহ বাতি ॥
সিয়া হৃদি কমল পরিমল অমল মত্ত মধুকর যাঁহা রাম।
বাইকিশোরী প্রেম পুনীত সুধাসম পিওতি ব্রহ্ম বসুযাম ॥
বৈষ্ণব রসিক জন আচরজ ন মানহি হেরি অগম বিহার।
রসনিধি রাম সিয়া রসনাগরী মোহন শ্যাম সুন্দর ॥
পুনি রাম হৃদি কৈরব জানকী ষটপদ ভজত রাম রাম নিশিদিন।
বিস্মরণ দেহ বোধ স্বামী অনুগামিনী পতি সুখ হিয় লয় লীন ॥
সিয়াহৃদি মোদন রঘুপতি নবঘন যুগ যুগ অবতারি।
পাবন কিয়ে ধরণী ধ্রুব সিয়াচরিত ধর্ম্মপ্রচারী ॥
রাম দরশ আশ অনুরাগ বশ সিয় চরণ উর ধারি।
সুমিরন করু নাম সিয়রাম বৈখরী তান উচারি ॥

---

(১) ছায়া (২) দেহহীন

(৫)

কামনা তোমার বিলোল কটাক্ষে বারে বারে হার মেনেছি।
তোমারে আমি জয় করিব বাসনা এরূপ ছেড়েছি ॥
তোমার গানের মধুর বিতান মনে প্রাণে ভালবেসেছি।
তোমার রূপের হাতছানিখানি নিতুই শিরে বহেছি ॥
মাঝে মাঝে কভু ভেবেছিনু আমি তোমার লীলা মিথ্যা অসার।
মধুর হাস্যে পরক্ষণে তুমি ভূমিতে ফেলিলে শকতি আমার।
তোমার রাজ্যে তোমারি শাসনে মন প্রাণ আমি পেয়েছি।
তোমার মোহন ইন্দ্রজালের সীমানা কভু না হেরেছি ॥
রাজধানী মাঝে কতোরূপে তুমি ফির দুয়ার হ'তে দুয়ারে।
সদা সচেতন কভু না কেহ স্বরূপ তোমার নিহারে ॥
স্বপন কুহকে জনগণে রাখি জয়গান তুমি গেয়েছো।
বন্দী করি মূঢ় জনগণে আনন্দ বিলাসে ভেসেছো ॥
ভব-বিরিঞ্চি যাহারে হেরি থরথার সদা কাঁপিছে।
তাহারে আমি মানাইব বশ কল্পনা বন্ধ্যা পুত্র সম মিছে ॥
তাই হে মোহিনী শকতি রূপিনী তব চরণ কমলে মিনতি।
নারীর গরিমা মাতৃত্ব লয়ে দেহ মোরে বাৎসল্য প্রীতি ॥
তোমার পরিচয় হে মহিমান্বিতা জনক সুতা সঙ্গিনী।
আপন পিতম নবঘন সাথ রসরাজ সদা রঙ্গিনী ॥
চিনেছি এবার চিনেছি তোমায় তুমি যে আমার জননী।
প্রেম সুধা দিয়ে চিত্ত ভর শেষ হোক্ অমা রজনী ॥

(৬)

হরিপদ বিমুখন্ কি সুখ নেহি কৈসী হি বড়া হৈ।
ধন মান পদ সুহাই খোট[১] অতি বিনু ভজন মন লাঈ ॥
সব সম্পত্তি হরি কি আহী প্রভুতা হরি প্রভুতাই।
বিসরি দয়ানিধি প্রভু হরি জীবন অন্ত দুখ নাই ॥
একবার পুকার মার হরি গজরাজকো সঁবারে লাই।
অজামিল কা সব মল অমল হোই যব হরিচরণ মতি ধাই ॥
অধমন্ সে অধমন্ গীধ শবরী সকল রামপদ পাই।
কসহু ন ভজসি রে মন ঐসী কৃপালু রঘুরাঈ ॥

সত্ যুগ ধ্যান অচল ত্রেতা মখ সহিত বিবিধ করণাই।
দ্বাপর হরি সেবা অর্চ্চন যো গতি মিলি সুহাই ॥
কলি, সুধন্য কলি, কেবল হরি ভজন হরিগুণ গাই।
পাওসি, রে মন, বিমল পদ, সবসে সুখ অধিকাই ॥

অনুকূল হরিগুণ গাহা[২] লিজিয়ে কবি সন্ত সেবকাই।
আনন্দ সে আনন্দ লুট বে মন সুমিরি হরি সুযশ লুভাই[৩] ॥
হরিগুণ কি শেষ নাহি সুখদ হরিনাম অথই।
হরিনামকে মধুরতা সুষমা জগমে তুলনা নাই ॥
বিনু বিধি নিয়ম বিনু তপশ্চরণ কৈসেহু পাপী হৈ।
সুলভ হরিনাম সবকে বিনু যোগ যাগ জ্ঞান পরই ॥
ইহ জীবনকে খাজনা[৪] হরিগুরু চরণ রজ সুপাই।
হরি ভজন সুখ সুপান করু সকল বাসনা বিহাই ॥

---

(১) ছোট (২) সংগ্রহ (৩) রুচিকর (৪) সম্পত্তি

(৭)

নির্গুণ সগুণ উভয় ব্রহ্মকে বাচক বিমল আখর যুগ রাম।
পরিকর সহিত বিরাজ রহে অচিন্ত্য চিন্ময় সাকেত ধাম ॥
নাম-রূপ-লীলা অরু ধাম অতর্ক্য রামকে ইহ চারিভেদ ।
নিত্য নিরঞ্জন আনন্দৈক রস চতুর্ব্ব্যূহ রামকে নিত্য প্রকাশ ॥
অজ অনাদি অব্যক্ত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়ক পরম স্বতন্ত্র রাম।
আনন্দ চরিত প্রগট্ হেত সগুণ ভয়ে সহিত নিজ মায়া
জানকী বরবাম ॥
সব প্রকার মন বাণী পার অপার রামকে সব বিধি কাম।
কৃষ্ণ নারায়ণাদি নাম অনাদি উপজে রামসে মিলয়ে রাম ॥
নিজ রুচি অনুসার লীলা মধুর মর্ম্ম অতি গূঢ় প্রিয় সুজান ।
প্রকটিত যাঁহা তাঁহা বেদ কহে কাঁহা বার বার নেতি বখান[১] ॥

সকল কবি কোবিদকে[২] ব্যর্থ চেষ্টা যব করহি রাম গুণগান।
অগাধ অসীম রাম সায়র অলায়ক তিহু কাল করি বিন্দু
এক অপি পান ॥

কা কাহ্ কায়ের রাম কথা বিনু সত সংগ ভকতি অরু জ্ঞান ।
যাচক সদগুরু চরণ কৃপাবারি সিয়রাম নাম মে লুব্ধ পরাণ ॥

(১) বিশেষ করিয়া বলা, (২) পণ্ডিত।

(৮)

বিষয় বিষের দহন জ্বালা বিষয় মোরে রোচে না।
বিষয় তবু কতো রূপে সদাই করে আনাগোনা।।
কাম ক্রোধ লোভ বাসনা অন্ত যাহার নাহি জানা।
দম্ভ কপট মান অভিমান হর্ষামর্ষ কতো নানা।
শুদ্ধ মরাল তনু মেলি হৃদ মাঝারে রচি দানা।
ভ্রম সংশয়ে সদা রাখি করলে বিমুখ ভগবানা।
বিষয় সেরা কামিনী কাঞ্চন মাতিয়ে মোরে করে কানা।
ভব-বিরিঞ্চি ডরায় যারে ক্ষুদ্র মোরে যায় যায় কি গণা ?
রূপ পসারী কামিনী কাঞ্চন আসলে ভাই গিল্‌টি সোনা।
মানি বটে মোহন বাহার ভজন তোলায় মাটির কণা॥
বিষয় বিষের উৎপাতেতে জরবো না আর সে যে গরল ফেনা।
মাথায় ভার করেছি এবার গুরুপদ রজ অভয় সেনা॥
বিষয় বিষে ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াই ভবের হাটে একটানা।
এক নাম সিয়রাম সম্বল মোর আর কিছুতো নাহি জানা॥
সিয়রাম জয় সিয়রাম হৃদ কর্ণ সবার আরাম মুখে শুধু রটনা।
এমন মধুর চিদানন্দ সর্ব্ববেদের সার মন্ত্র কোথায় খুঁজে পাবে না॥
দেখলে নামের কীর্ত্তিকলাপ অবাক হ'বে বেদবাণী পার জাননা ?
এখন দশেন্দ্রিয় মনে, হেয় করি বিষয় বিষে, নামের কর ভজনা॥
আর কেন মন বৃথাই মিছে করিস বিষয় বিষে বেচাকেনা।
তোর চরণ ধরে মিনতি করি নাম মহারাজের স্মরণে যা না॥

(৯)

হে আদি অনাদি অনন্ত বিভু অপার মন বাণী পার মহিমা প্রভু।
কভু অসীম কভু সসীম কভু জন পালক প্রলয় রূপ ধর কভু॥
কভু শান্ত রুদ্র কভু অজ্ঞান-তিমির কভু কোটি ভানু সরিস
প্রকাশ কভু।
কভু অরূপ সরূপ কভু, কভু অগুন সবগুণ আধার কভু॥
সদা একরস অকাম অমান আনন্দময় নাহি বন্ধু রিপু।
সুর সাধু প্রেমবশ হে করুনেশ চরিত করত বিষম কভু॥
সঘন প্রেমময় লাবণীময় লীলা কভু দানব সংহার ভয়াল কভু।
কভু অতি লঘু কভু বিরাট বপু কভু অতনু কভু তনুময়
ব্যাপিত বিভু॥
জন হিয় রঞ্জন হেত কোমল কভু জন্ কুসুম সুরভি সুষমা প্রভু।
ভীষণ রুদ্রসম রূপ ধরি দুষ্ট জনন্ প্রাণ হরণ কভু॥
কোমল কঠোর অতি অপরূপ নাহি যাই বর্ণি কভু।
ধ্যান মগন যোগীরূপ কভু গৃহাসক্ত বিষয়রস লীন মলিন কভু॥
বেদ নিগম কহি অগম 'নেতি, নেতি, গাহি থকিত[১]' প্রভু।
শম্ভু চতুরানন-রমা শারদা-সেবি চরণ কমল নেহি অথাহি[২] কভু॥
হে স্বতন্ত্র সমরথ বিভু ভকত হিয় সরবস তব সুভাও প্রভু।
সরল উদার সদা সুখময় করত বিনোদ ধরি যুগল রূপ প্রভু॥
হে সুস্বামী সীতাপতি পরম মধুর সিয়রাম নাম তব প্রভু।
ধন্য অকথ বিচিত্র মধুর চারু সিয়রাম নাম-নামী প্রভু॥

---

(১) ক্লান্ত, (২) ক্লান্ত।

(১০)

কে বলে প্রভু তোমায় ডাকি মিথ্যা কথা কল্পনা।
বিষয় সুখে মগ্ন সদা করি আকাশ-কুসুম রচনা ॥
ধন দৌলৎ পুত্র পরিবার মিষ্টি ভারী যেন মিছরি দানা।
এ সবার কাছে তোমার নাম প্রভু তুল্য কখন গন্ধ হীনা ?
মান প্রতিষ্ঠা জ্ঞান গৌরব পাবার তরে কতই করি মুন্সীয়ানা।
অরূপ অকল নিত্য নিরঞ্জন নামে না পাই কোন সান্ত্বনা ॥
নামেতে স্বাদ পেলো যে জন, না জানি কেমন রসিক মনা।
জলকে ঘুঁটে ক্ষীরের স্বাদ বাহির করা তো ভেল্কি পনা ॥
খেয়ে গুঁতো মান প্রতিষ্ঠার নীরব না হই লাগে ভাল হাতছানা।
শুষ্ক নীরস অনিত্য জানি তবু অর্থের করি দাসত্ব নানা ॥
আপাত মধুর কামিনী পরশ তৃপ্তিহীন খালি শুধু যাতনা।
ছুটি সারাদিন সেই কুহলিকা পিছে অবহেলি তব ভজনা ॥
দিব্য মধুর প্রকৃতি ফাঁদ সোনার শিকলে বাঁধা ডানা।
এ সব কেটে বেরিয়ে এসে কখন কর্ব তোমার সাধনা ॥
তোমার করুণা ভিক্ষা কবি নাম মহারাজের চরণকণা।
দ্বন্দ্ব মোহের বাহিরে এনে শিখাও মোরে উপাসনা ॥
তোমার কৃপা ব্যতিরেকে দুষ্ট রসনা সিয়রাম তো গাহে না।
গুরু পদরজ মাথায় নিয়ে তোমার স্মরণ আর ছাড়বো না ॥
ভয় কর্ব না দুঃখ এলে যদি পাই তব শীতল কর খানা।
আনন্দ নায়ে পাল তুলে গাহিব শুধু তোমার জয়গানা ॥
মঞ্জু মধুর সিয়রাম নাম হরণ করিবে ক্লেশ নানা।
গাহি সিয়রাম রটি সিয়রাম ভজি সিয়রাম মুদিত রব নিশিদিনা ॥

(১১)

ভাই নাম শিখনা কাম বিচার না স্বরূপ আপন মৎ ভুল না।
বড়ে ভাগ নরতনু লাভ ইহ তিনকা যোগ এক করনা ॥
স্বরূপ নেহি সুন্দর দেহ অনিত্য নশ্বর নিত্ নানা।
নিত্য সনাতন প্রভু অংশ সচ্চিদানন্দ ঠিক সুঝ না ॥
দেহ মন্দির মে তিন মহল ভাই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দানা।
ইহ তিনকা উপর তুরীয় সমঝো বেদ কিয়া হ্যায় বর্ণনা ॥
তুরীয় জিস্কো কহে যাতা হ্যায় আনন্দ স্বরূপ নির্গুণা।
জীব উসিকো নাম্ পড়ে হ্যায় সিয়াজু অলি[১] জানানা ॥
জীব কা সফর প্রভু কা সাথ আদি অন্ত নেহি জানা
তিন দেহ কা নাশ কা সাথ জীব কা মৃত্যু নেহি মানা ॥
অবিদ্যা মায়া স্বরৎ কে মোহে জীব কা হরেক প্রকার যন্ত্রণা।
জড় চেতন গ্রন্থি ইহ ভাই প্রভু ইচ্ছা বলবানা ॥
জড় কা সাথ সংগ করি জীব কা লাখ চৌরাশী দৌড়ানা।
নেহি তো সিয়াপতি অবধেশকুমার সাথ নিত্য বিহার
মৌজ লেনা ॥
কাম নেহি তোরা জ্ঞান করম সির্ফ ভক্তি মারগ উপাসনা।
জ্ঞান করম পুরুষ বুঝ ভাই তিয় কা নেহি হ্যায় কৈ ভাবনা ॥
তিয়রূপী হ্যায় ভক্তি মধুর বিলকুল সীয়াপতি সাথ কারবানা।
বাহার অন্দর যাঁহা কাঁহা ভাই ভক্তি অলি কো হ্যায় যানা ॥

---

(১) দাসী

ভক্তি ভাওসে স্বামী পূজো ভাই করি সদগুরু চরণ বন্দনা।
জনক ললীকা সহেলী জানি রামকা প্রাণপ্যারী বন্ যানা॥
ব্রহ্ম মায়া জীব ইহ তিন শ্রীরামানুজনে সৎ মানা।
ইহ কা তিন কা স্বরূপ মিলি ভাই যব হোয়ি নাম
মহারাজ কা চিন্তনা॥
সবসে বড়া নাম মহারাজ সিয়রাম বাবা[১]কা মন্ত্রণা।
নাম কাম স্বরূপ চিন্তা সিয়রাম ভজনসে লে লেনা॥
নাম জপ ভাই নাম কহ ভাই সিয়রাম করো রটনা।
ধন্য কলিযুগ ইহ সিয়রাম, ভজনসে অমি[২] পিনা॥

(১২)

নির্গুন আনন্দময় জীব বিমল সুখরাশি।
তুলহিন্ রাম কে নিত্য বিহার রত সহিত সাকেতবাসী॥
সো জীব জড় সংগ করি ভূলি আতম স্বরূপ।
অটহি বারবার সংসার মঁহ পাওতি বিষাদ অনূপ॥
সন্ত কৃপা বিনু জ্ঞান নেহি যো বিনু ভজন ন হোই।
রাম কৃপা বিনু সো সতসংগ কোটিন জনমে ন মিলাই॥
রাম ভজন জ্ঞান পর সন্ত সেবা পরম ধরম।
অস বিচারি রাম ভজন করি লুট মন আনন্দ পরম॥

---

(১) লেখকের শ্রীগুরুদেব লোকমুখে এই নামে পরিচিত।

(২) অমৃত।

(১৩)

হরি তোমায় পাবো আমি কিসে
মাঘে প্রয়াগ তীর্থ ব্রত কিংবা উপবাসে ?
গীতা পুরাণ বেদ শ্রুতি নিত্য পাঠের অভ্যাসে ?
কহে কবি হরি মেলে অটুট অটল বিশ্বাসে ॥

জ্ঞানের আলোয় বোধি জ্বলে দৃপ্ত বিরাগ সন্ন্যাসে ।
হরি মেলে কাশীধামে কিংবা পুরী কৈলাসে ?
দান ধ্যান শুভ কর্ম্ম যতেক প্রকার প্রয়াসে ।
মেলে নাকো হরি জেনো বিনা সরস প্রাণের বিলাসে ।।

খুঁজবে তুমি হরি কোথায় বদ্রি কেদার প্রবাসে ।
সবার মাঝে হরির নিবাস কহে বৈরাগী হেঁসে ।।

ধনের পূজায় মানের পূজায় যতেক জ্ঞানের প্রকাশে ।
মিলবে নাকো হরি জেনো বিনা গুরুর সেবা হর্ষে ।।

হরি মেলে সবার অধিক ভজন ভাবের উল্লাসে ।
যুগল মন্ত্র যুগল নামে চক্ষে আকুল বরষে ।।

শ্রীহরির স্বরূপ ?

হরি তোমায় আমি বল্‌বো কী
ভজন পূজন পায় না চরণ
স্বরূপ তোমার কেমনটি ।।১

হরি তোমায় বলে বলে হার মেনেছে
পুবাণ শ্রুতি মহেশজী ?
হৃদয় বিনে সাধন যতন
তোমায় পাবার সাধ্য কী ।।২

হরি তুমি নয়ন বিনে দেখো নাকি ?
কর্ণ বিনে শোনে কী ?
হস্ত পদ বিনে কর
যতেক প্রকার কৌতুকী ?৩

বদন বিনে বক্তা বড় ?
সৃষ্টি ছাড়া আর কী
জিহ্বা ছাড়া রসের জ্ঞাতা
শুনলে লোকে বল্‌বে কি ?৪

হরি তুমিই নাকি অগুণ সগুণ
বিশ্ব ব্যাপী সত্ত্বাটি ?
তোমার মাঝে বিশ্ব হারায়
তোমার বিলাসে উদয় কী ?৫

হরি তোমার নাকি নাই ঠিকানা
স্বর্গে পাতাল মর্ত্ত্যে কী ?
আপন জনের হৃদে বসে
মজায় কাটাও সময়টি ॥৬

হরি তুমিই নাকি রাজার রাজা
শক্ত ভারি মস্ত কী ?
সাধক কবি বলে বেড়ায়
তুমি ভক্ত জনের বশ্য কী ॥৭

হরি তোমার নাকি নাইকো নিয়ম
আপন বশে চল কি ?
ছড়িয়ে দিয়ে তোমার মায়া
জীব সকলে বাঁধ কী ?৮

হরি তোমার নাকি সরল উদার
পতিত পাবন স্বভাবটি
দুষ্ট শাসন ধর্ম্ম পালন
এই নিয়েই আছ কী ?৯

হরি তোমার নাম-রূপ-লীলা-ধাম
অশেষ অপার দিব্য কী ?
ধনুষ ধারী মূরলী ধারী
অসি ধারী সবই তোমার
রূপ কী ?১০

হরি তোমার কথা শুনে বেড়ায়
চন্দ্র তারা গ্রহ কী ?
হরি তোমার কলা তোমার প্রতাপ
সন্ত কাছে হারলো কী ?১১

হরি তোমার দাসের শোনে কথা
বলতে আর বাঁধা কী
ভক্ত রুচির অনুযায়ী
মূরতি ধর মধুর কী ?১২

প্রেমের সহিত ডাকে যে জন
　　হরি, হরি বলি হরি
উচ্চ নীচ হোক্ না কেন
　　তুমি রইতে নারো স্বর্গপুরী ?১৩

বারেক মাত্র প্রীতির ডাকে
　　তুমি আপন করে নাও কী ?
এমন দয়াল হরি শরণ
　　ভুল্‌তে পারে কেউ কী ?১৪

হরি তোমার মত তরণ তারণ
　　আর আমার মত পাতকী
বিশ্ব মাঝে খুঁজলে পরে
　　এমন জোড়া মেলে কী ?১৫

হরি তুমি যদি না দাও ধরা
　　সরস প্রেমিক হৃদয়টি
তোমার নামে চোখের কোলে
　　অশ্রু ধারার বাদলটি
ব্যর্থ আমার জীবন প্রভু
　　ভূ-ভার ছাড়া আর কী
রিক্ত কলুষ মনটি আমার
　　মরাল বেশে বকটি ॥১৬

*স্বরূপ-প্রাপ্তি

হে স্বামিন্ মোরে করিয়া অনাথ কোথা লুকাইলে চকিতে হঠাৎ
অবলারে তুমি করিলে ছলনা অজানা তোমার লীলা।
ত্যজিয়া ঘোর তিমির সাগরে কিনারা যাহার কেহ না নেহারে
কানে কানে তুমি কহিলে আমারে "চিরন্তনী খেলা" ॥
অকুল পাথারে আমি ভেসে যাই শ্রান্তি ক্লান্তিহীন অবিরাম ধাই
তোমারে ভুলিয়া নিত্য নতুন করি আমি বেশ সাজ ॥

কখন হিয়ার দুয়ারে আসে কাঞ্চন মদ গন্ধা
বিভোর করিয়া আমারে জানায় নব গীতিকার ছন্দা
কখন ক্ষুধার রুদ্র মূরতি স্নেহ পরশহীন
আঘাত হানিয়া তোমার স্মরণে হাসে অমলিন
কখন মরাল বেশখানি ধরি দম্ভ কপট ছল
ছিনিয়া লজ্জা সরম আমার রাখে চরণতল
তবুও আমার চেতনা নাহি প্রভু করিলে একী তুমি কাজ ॥

আজ মনে পড়ে বাসর নিশিতে নিদ্রিত পুরীমাঝে
স্তিমিত দীপের ক্ষীণ আলোকে লইয়া আমারে কাছে।
কতো কথা তুমি কহিলে আমায় প্রেম ও আদর কণ্ঠে
রাতি পোহাইল তোমার কথায় নিঠুর পলক দণ্ডে ॥

ক্লান্ত দেহের নিদ্রাবিলাস ব্যাকুল করিল অরুণ প্রভাত
মধুর কুহক স্বপনে রাখিয়া করিলে একী পরমাদ ॥
সমাপিয়া স্নান সলাজ সুভালে আঁকিনু সিঁদুর
নীল সাড়িখানি ঘেরিল তনু নয়নে কাজল মধুর
চারিদিকে আমি খুঁজি তোমা স্বামী কোথা দেখা নাহি পাই
যাহারে দেখি তাহারে শুধাই দেখেছো কী তুমি নতুন গোঁসাই
কে দেয় সাড়া কেহ দেয় গালি একী হেরি পরিবেশ
কাহারে দুষিব কপাল আমার ওহে সুন্দর অনিমেষ ॥

আজ মনে পড়ে তোমার মূরতি আধো জাগা আধো ঘুমে
নীল নবঘন শ্যামল শিখায় অধরে অধর চুমে
ভ্রমর কালো কুঞ্চিত কেশ কনক কিরীট রুচির বিশেষ
চুনি পান্নার মকর কুণ্ডল কর্ণে দুলিছে অভয় অশেষ
দিগন্ত সম ভুরু সুযুগল ব্রীড়া নম্র মধুর বিলোল
সুভগ ভাল সুষম কপোল মূক জনে করে অতীব চপল
অরুণাধারে ঈষৎ হাস তিল সুমন সরিস সুনাস
কম্বু কণ্ঠ কম্বু গ্রীব নহে কোটি মদন তুলনা ইব
দোলাইলে গলে বনমালা নব মহিমা তাহার কেমনে কব
শ্যাম তনু ঘেরি পীতবাসখানি অনিন্দ্য সুন্দর মনোহর মানি
ধ্বজাংকুশ ধারী কমল চরণ তাপিত জনের চির আরতি হরণ
পদতলে তব রক্তিম অমল চপল রমারে করে অচপল
আরো কতো শত দিব্যভূষণ বহুদিন গেল হয় না স্মরণ ॥

বহুদিন পরে আজ মনে হয় তোমার সে সব রহস প্রণয়
ভজনা তোমার প্রতি ক্ষণে ক্ষণ ইহাই সাধনা ইহাই জীবন
আর যাহা কিছু অনিত্য অসার ঘেরিয়া আছে যাহা
মায়ার সংসার
পুত্র পরিবার বন্ধু তাত আর কামিনী কাঞ্চন অথবা গৃহ বার
তুমি ছাড়া আর যাহা কিছু মৃগতৃষ্ণিকা সম মিছে ছোটা পিছু
বারি নাহি পাই শুধ্ বালি ধূ ধূ তৃষিত হৃদয়ে বাড়ায় হু হু ॥

আজ মনে হয় সন্ত দীন ফকিরের বেশে
হাতে একতারা ভিক্ষার ঝুলি সন্তোষ হাসি হেসে
করেছিল গান তব লীলা অম্লান
নাম মহিম মধুর ললাম
বুঝি নাই তাহা মূঢ় অচেতন
ফিরানু তাদের করি অযতন
আজ কেঁদে ভাসি কী করিনু আমি তুমি এসেছিলে বধূ অন্তর্যামী
ধরে নানারূপ ওহে বহুরূপী তরাইতে এ দীন ভিখারী পাপী ॥
যাঁহা আমি ধাই—ঠাঁই নাহি পাই কাঙালের কথা
কাহারে শোনাই
পারশমণিরে খোয়াইয়া এখন অরণ্যে কেন করি বা রোদন
বিরহীর ব্যথা তুমি হে যেমন আর কেহ কী বুঝিবে তেমন ?

তোমার পরিচয় করিয়া গোপন ক'হেছিলে তুমি নির্ধনের ধন
আর্ত্তজনের তুমি পরম আপন তোমা ছাড়া সবই বিজন বন ॥

যাহা কিছু দেখি এ নিখিল ভুবন তোমারি স্বরূপ হে নবঘন
স্থাবর জঙ্গম জড় চেতনময় উপজি তোমাতে তোমাতে বিলয়
কৃষ্ণ মুরারি গোবিন্দ হরি কত নাম তব যাই বলিহারি
রাম নাম তব জানকী সমেত সুখধাম তব আনন্দ নিকেত
এই মতো কতো আরো বলেছিলে কিছু মনে পড়ে
বাকি গেছি ভুলে
অনন্ত তোমার স্বরূপ মাঝারে দীন দয়াল ভাব বিশেষ প্রকারে
সান্ত্বনা দিতেছে এ দীন দুখীরে ভয়াল ঘোর অপার সাগরে ॥

যোষিৎ মূঢ় অজ্ঞ আমি প্রভু প্রতি অনুমাঝে ব্যাপিত বিভু
আপনার জানি করিও গ্রহণ হ'লেও দুষ্ট অতি মন্দ মন
শরণে আগত হে দয়ালু স্বামী তুমি বিনু আর নাহি জানি আমি।

তুমি আমি এবে হইয়া অভেদ এক হ'য়ে যাবো পরম অখেদ
বাসর রাতের মধুর মিলন নিত্য হয় যেন হে আনন্দঘন
সুধা সুধাকর বাণী অর্থ সম হইব আমরা পরম একম
মধুর ভাবে ভাবিত এ মন সেবিবে সদা তোমার চরণ
চরিত করিয়া তব মধুর লীলা, গাহিয়া সিয়রাম,
চরণ অটিবে সদা সেইখানে যাঁহা বটে তব ধাম ॥

---

*[গর্ভাবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মায় মিলন হয়; গর্ভচ্যুত জীবাত্মা নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করে পরে সাধু কৃপায় স্বরূপ প্রাপ্তি হইলে আনন্দলাভ করে ধন্য হয়—এই দৃষ্টি হইতে লেখা।]

মন-প্রসঙ্গ

মনরে তুই আর কত কাল বিষয় সেবা কর্বি বল।
অবাক হ'লাম তোর সাধনে প্রণাম করি চরণতল ॥
অষ্ট প্রহর একী যতন নাগাল না পাই অথই জল।
শ্রান্তি ক্লান্তি নিদ্রা ত্যাগী বিষয় ধ্যান অবিরল ॥
ইচ্ছা দ্বেষ ভোগ বাসনা কামিনী কাঞ্চন সুনির্ম্মল।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার তোর সেনাদল ॥
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ভোগ্য বস্তু প্রধান বল।
নিত্যানন্দ জীবের স্বরূপ তোর চাপেতে হোল বিকল ॥
মনকে অমন করবি যদি মনের দ্বারে বাঁধ শিকল।
পারবি না তো জন্ম জন্ম দুঃখ শোকের বোঝা তোল ॥

শুনেছি ভাই বিষয় সেবা চিনির মোড়া হলাহল।
আগে জ্বালা পিছে জ্বালা মধ্যে ক্ষণিক মুখ বদল ॥
অন্তহীন তোর খাবার বহর শেষ নাগেরে কর্ল পাগল।
পরব্রহ্মের কৃপাতে তুই মৃত্যুজয়ী অরূপ অকল ॥
জাদুকরী খুব শিখেছিস মিথ্যা মায়ার করিস ছল।
বিদ্যা মায়ার সংগ হ'লে খসে যায় তোর মায়ের মল ॥
তিন গুণের আধার হ'য়ে রূপের বদল পলে পল।
কখন সাদা কখন কালো লোহিত হবি কখন বল ?
লোলুপ ক্রোধী কামুক কুজন স্বীকার করে তোর বল।
সন্তজনের চারিধারে সাহস থাকে ত এগিয়ে চল ॥
বুঝেছি আমি তোর চালাকি রূপ রস গন্ধবিহীন।
যুগল সরকার সিয়রামে লুকায়ে রাখায় সদাই নবীন ॥

(২)

মন আর কতো তুই ভাববি বল্।
ভাবার নেহার[১] দেখার পরে শেখ অতল ॥
ঠিক করে বল্ ভেবে ভেবে আজ তক্ তুই পেলি কী ?
শুধু হাতছানি আর রূপের ইসারা এছাড়া আর অন্য কী ?
ভাবতে পারিস কোথায় ছিলি গেছিস্ এখন কোনখানে।
লুকোচুরির ধাঁধাঁ খেলায় রইলি শুধু চোর ব'নে ॥
নিত্য নতুন প্রজাপতির সংগ করে ক্লান্তিহীন।
নেশায় নেশা বাড়ায় নেশা দিনে দিনে প্রতিদিন ॥
বল্ দেখি তুই নাম কী তোর কেমনতর পরিচয় ?
কোন্ ঘরে তুই চাকরী করিস্ কিবা হোল সঞ্চয় ?
খেলার নেশায় সব ভুলে তুই কাদের বাড়ীর সাপ বলিস্ ?
রূপ পসারী নারীর মতন নিত্য নতুন পতি ভজিস্ ॥
এক ছেড়ে বহুর পিছে ছোটাই হল অবিদ্যা।
এককে পেলে যে সব পাওয়া হয় বেদের বাণী আদ্যা ॥
খণ্ড একের টুকরো নিয়ে ছেঁড়া সুখের মালা গাঁথিস্।
ক্ষণিক সুখের আভাস পেয়ে চিরদিনের দুঃখ কিনিস্ ॥

আনন্দঘন সুখের কন্দ যুগল সরকার সিয়াজু রাম।
চরণতলে শরণাগতি সকল সুখের নিত্য ধাম ॥
হেলা ফেলার খেলা ফেলে ভক্তি মায়ের শরণ নে।
সকল খেলার শ্রেষ্ঠ খেলা এবার করগে যা তুই একমনে ॥

---

(১) নদী।

খেলার জীবন যুগল নাম স্মরণ করিস্ প্রতিপলে।
পথের কাঁটা মিলিয়ে যাবে পূর্ণ বিকাশ শতদলে॥
পদে পদে এগিয়ে যাবি বাপের বাড়ীর খাস ঘরে।
যাত্রা শেষে স্বরূপ পাবি জানকী মায়ি রঘুবরে॥

(৩)

শান্ত হ মন শান্ত হ
ক্ষান্ত দিয়ে বিষয় আশয়
অচল পথের পান্থ হ॥

কোন্ প্রভাতে রিক্ত হাতে যাত্রা করি সুরু
হেথা হোথা বেড়িয়ে ফিরিস সবই ধূ ধূ মরু
পান্থ নিবাস পেলি নাকো পেলি না জল মধু।
উষ্ণ বাতাস পথেব ধূলি মাখলি গায়ে শুধু॥

বেলা তোর এগিয়ে গেলো সাঁঝেব আগে শান্ত হ।
বাতের আঁধার ঘেরার আগে চাওয়া পাওয়ার অন্ত হ॥

সরস চিত্তের মধুর বাসে দান্ত হ মন দান্ত হ,
দিগন্তহীন জ্যোতির ছটায় মলিন তনু শুদ্ধ হ।
অনন্তেরই মুকুর মাঝে আপন স্বরূপ বুদ্ধ হ,
রাতের বাতি নেভার আগে আনন্দেরই ঝর্ণা হ॥

(৪)

ধিক্ তোরে মন বিষয় সেবী
হরিনাম স্বাদ পেলি না
ভোগের আরাম ত্যাগে মেলে
এ জীবনে তুই বুঝলি না ?

রাগ দ্বেষ আর ভয় শোকেতে
দ্বন্দ্ব নানা অর্থহীনা।
মাতাল হ'য়ে বেড়াস ফিরে
দিবস রাতি শান্তি বিনা ॥

যা চাষ তা পেলি নাকো
চাওয়াব তাতে নাই সীমানা।
ভ্রষ্ট হ'লি নষ্ট হলি
ব্যর্থতার নাই তুলনা।

বাসনা রূপী প্রবল রিপু
তোর সচিব হোল প্রবীন জনা।
ঘরের শত্রু ঘরে রেখে
তোর নিত্য মরণ যন্ত্রণা ॥

বহির্মুখী আর বেড়াবি কতো
শেষের ঘণ্টা কি শুনিস না ?
এমন মানব তনু হেলায় কাটাস
করে মিথ্যা মায়ার জল্পনা ॥

বিমল সুখ চাস যদি মন
তুচ্ছ করি অপবর্গ নানা
দীন দয়াল অকাম অমান
সৎ-সংগ কর ঠিকানা

হরির নাম হরির লীলা
হরির কথা কতই না।
সন্ত মুখে শুনবি যতো
দিব্য জ্ঞানের আলোচনা ॥

তোর দশেন্দ্রিয়ে পড়বে চাবি
বেহাল হ'বে অন্ন বিনা।
আঁধার তম পালিয়ে গিয়ে,
প্রকাশ পাব চন্দ্রকণা ॥

সুখের আকর হরির কথা
নামামৃতের বন্দনা।
হৃদ কর্ণের তৃপ্তিদায়ক
শুনলে আশ মিটবে না ॥

লোটরে মন যতন করি
ছাড়ি সকল প্রকার বাসনা
যুগল নাম যুগল সেবা
তরণ তারণ ভজনা ॥

প্রেম প্রসঙ্গ

প্রেম রহস অতীব নিগূঢ় জানহি রসিক সুজান।
সব হাম যাঁহা তুঁহু ভেল নাহি কছুক আন॥
আসক[১] আসকী[২] সদা এক হিয় বিশ্ব প্রেম কি রূপ।
প্রেম দৃগ্ অঞ্জন নেহারে অগ জগ মধুর ললাম অনূপ॥
প্রেম কি হাট প্রেম কি বাট প্রেম আম্র শীতল ছায়।
প্রেম জগত মে বিচরি অহরহঃ ভক্ষণ প্রেম সমুদায়॥
প্রেম সরিৎ সদা ধাবিত প্রেমিক সাগর শোভান।
বিরহী পরাণ বিরহী রহল সমর্পি সব তন মন॥
আনন্দঘন রূপ প্রেম 'কি বিরহ অনুভব নিত্য নতুন।
অনুরাগ নব ক্ষণ ক্ষণ বাড়য় তৃষিত মন পরাণ॥
অংগ অংগ প্রতি ধাওত নিরন্তর নয়ন চাহত নয়ন।
লাজ অভিমান বিদ্যা অরু যৌবন মানহি কণ্টক প্রেম কারণ॥
দেহ দয়া বিসরত প্রেমিক পূজত গাহত প্রেম কি গান।
তীব্র ভীষণ প্রেম কি জ্বালা তবু হিয় প্রেম বখান॥
কল্প শতেক অতি অল্প দিবস যদা রহি প্রেমিক সাথ।
ক্ষণ এক বিচ্ছেদ জনু কোটি যুগ অপার সাগর বিষাদ॥
অতি বিচিত্র প্রেম কি গতি মন বাণী পাও নেহি পার।
এক অখণ্ড রস দ্বৈত প্রকাশ চাঁদ চাঁদিনী প্রকার॥

---

(১) প্রেমিক, (২) প্রেমিকা।

মিলন বিরহ রূপ প্রেম কি যদ্যপি বিরহ অধিক মধুর।
ক্ষণিক মিলন লাগি বিরহ কা সাধন বৈঠি প্রেম কি পুর॥
প্রেম লতা কি অমিয় ফল শাশ্বৎ নিত্যানন্দ।
কৈসী সমুঝি প্রেম দশা মম মতি অতি মন্দ॥
প্রেম কি পন্থ অতীব কঠিন বার[১] সে অপি ঝীন[২]।
রহি হলাহল মধি অমৃত পান দিন অরু দিন॥

অগম প্রেম কি মারগ সুগম হোয়ি যতন ধরু বিশ্বাস।
যব নাম সিয়রাম রটন হোয়ি শ্বাস প্রতি শ্বাস॥

(২)

প্রেম পয়োধি হরি আনন্দ নির্য্যাস সব গুণ রহিত সব গুণ.ধাম।
অদ্বৈত দ্বৈত অচিন্ত্য ভেদাভেদ অশেষ মতবাদকে মিলন ঠাম॥
মার্গ ত্রিবিধকর জ্ঞান উপাসনা কর্ম্ম শুভাশুভ অরু[৩] বিনু কাম।
সুলভ তদপি যুগল উপাসনা সহিত শ্রীগুরু কৃপা বিনু দাম॥
রসনাগর রামকে মধুর বিলাস জনক ললী প্রেম স্বরূপ।
চিন্ময় দু'হুতন্ সদা লীন মগন করতি চরিত অতীব অনূপ॥
যুগল ভাও অতীব কঠিন বিনু অনন্য শরণাগতি তিয় ভাও।
কর্ম্ম জ্ঞান বিফল শ্রম যদি ন মিলি ভকতি পরাও॥
অস বিচারি করু সাধ্য সাধন উপাসনা জীব অজ্ঞ অনু পরতন্ত্র।
অনন্তকোট ব্রহ্মাণ্ড নায়ক রঘুপতি রাম পরম স্বতন্ত্র॥

---

(১) চুল, (২) সূক্ষ্ম, (৩) আর।

প্রভু অংশ জীব সনাতন নিত্য নিরঞ্জন প্রেমকে বিলাস।
কৈসে কহু অভেদ জীব প্রভু জিমি তৃন নহি সমান আকাশ॥
নির্গুণ রামকে মধুর প্রেম মূরতি ধরি কুঁয়ারী[১] মিথিলেশ।
অগজগ নভ জড় চেতন সব কর সিয়া প্রাণ বিশেষ॥
রাম সিয়া ভিন্ন কদাপি নহি জিমি পয় বীচ ক্ষীর হৈ।
নিজ রুখ অনুযায়ী কিয়ে চরিত সোহায়ী অন্ত যা কর নাই॥
এক অকল অনাদি অব্যক্ত প্রেমকে ভেদ ব্রহ্ম মায়া অরু জীব।
যগুপি ইহ তিন এক সদা তদপি লীলা কারণ প্রভেদ অতীব॥
জীব স্বরূপ লখন্ লাল[২] যাঁহা জানকী মায়া রঘুপতি পরছাঁয়।
রাম নির্গুণ পরব্রহ্ম যা পদ কমল হেত মুনিগণ যতন করায়॥
অতি বিচিত্র এক তে এককো লীলা জানহি পরম সুজান।
রাম কো লীলা রাম কো মায়া বিলগ বিলগ কহি
যো বিনু জ্ঞান॥

বিনু গুরু কৃপা ন আতম জ্ঞান যেহি বিনু ভ্রম ন নশায়।
ভ্রম অছত[৩] কৈসে মিটহি আবাগমন[৪] কেহি বিধি করউ উপায়॥
রাম কৃপা সে নরতনু লাভ যা বিনু দেবন জরই বিষাদ।
সদগুরু চরণ সো তনু সঁপি রটি যুগল নাম মিটহি প্রমাদ॥

---

(১) কুমারি, (২) লক্ষ্মণ, (৩) থাকিতে, (৪) সংসৃতি।

(৩)

বিনু অনুরাগু হরি ন মিলত কেহি বিধি করউ উপায় ।
যতন সাধন দান বিফল বিনু প্রেম সুভায় ॥
প্রেমবশ হরি প্রেম পিয়াসী হরি দাস প্রেম কি হরি বসুধাম ।
প্রেম ধর্ম্ম শিখাওন হেত অনাদি অদ্বয় অজ লেত জনম্ ॥
রস রূপ হরি রাস পরিহরি কভু ন রহি সমর্থ ।
জনকললী বিনু অওধলাল কে বিভব সকল ব্যর্থ ॥
রসরাজ কো নিত্যলীলা সব কর বেদবাণী পার ।
আনন্দঘন আনন্দ সাথ করত আনন্দ বিহার ॥
প্রাণ আনন্দ কে প্রেম জানি রাম পরম প্রেমিক ।
ক্ষণ ইক বিছুড়ত নেহি জানকী নাগরী রসিক ॥
যুগল প্রেম কে সরস বিলাস সৃজিল অনন্ত ভুবন ।
সচর অচর জড় চেতন সব কর প্রেম কারণ ॥
কুসুম মাল সম গ্রথিত এক দাম মে ব্যক্ত অরু অব্যক্ত ।
বিনু প্রেম পরশ কৈসী সমুঝিত বাত কঠিন বড়ি শক্ত ॥
নিত্য ধাম মে প্রকটিত নিত্যলীলা তা কর একবিন্দু ।
নিখিল লোক মধুময় ভেল জনু সুষমা কি সিন্ধু ॥
প্রেম জীবন প্রেম সাধন প্রেম অনন্য শরণ ।
প্রেম পরশ হিয় বিগত সকল ভয় আনন্দ ভবন ॥

প্রেম সাধন প্রেম সাধ্য প্রেমময় যুগল সরকার ।
বিনু রাম কৃপা প্রেম নেহি জানহি বচন মম সার ॥

বৈরাগ্য

বিষয় বাসনা মুক্ত মন অবিকার।
জ্ঞানের আলয় হয় সর্ব্ব সুখাধার ॥
মনেতে বিষয় ত্যাগ তাহে ত্যাগ কহে।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ন্যাস জেনো কভু সত্য নহে ॥
ভোগ যদি বাঞ্ছে মন ত্যাগ কর আগে।
ভূমানন্দ লাভ কর বিরতি বিরাগে ॥
কামনা বিহীন মন ত্যাগের লক্ষণ।
বিনা যাহে নাহি হয় ইষ্টের ভজন ॥
ভোগের বাসনা নিত্য বাড়ায় বাসনা।
ভোগেতে তৃপ্তি নাহি এযে অল্পের সাধনা ॥
অবিজ্ঞানী কামী যারা ভোগে লিপ্ত রয়।
যাহা নাই তাহা চায় বিষয় আশয় ॥
বিষয় বাসনা হয় অজ্ঞান প্রধান।
ধ্রুবা স্মৃতি লুপ্ত হয় দুঃখ অনির্ব্বাণ ॥
বিষয় মদিরা পানে হইয়া মাতাল।
মনে করে লভিয়াছি ভূ-স্বর্গ-পাতাল ॥
বিষয় বাসনা রচে নিত্য নব জাল।
রূপ রস গন্ধ করে কামুকে বেহাল ॥
গুরু কৃপা হ'লে পরে হয় শাস্ত্রজ্ঞান।
যাহার প্রসাদে জাগে বৈরাগ্য প্রধান ॥
প্রসন্নিত চিত্ত হয় হয় আপ্ত কাম মন।
এমন বৈরাগ্য মণি দুর্ল্লভ রতন ॥

সকল বিষয় ভোগের শেষ হয় ত্যাগে।
দেব ঋষি মুনি যাহা সবা কাছে মাগে॥
বিষয়ের ত্যাগ যাবে মনেতে হইবে।
অভয় অশোক ভবন তাহারে কহিবে॥
বিষয় বাসনা জানি মিথ্যা চিরকাল।
ভজ মন রাম পদ নীল কমল প্রবাল॥
রামের ভজন দেয় বৈরাগ্য সুমতি।
যাহা হ'তে আত্মজ্ঞান পরমা সুগতি॥
বৈরাগ্য রাজারে হৃদে রাখি সযতনে।
বিমল আনন্দ ভুঞ্জ অনাবিল মনে॥
বিষয় আশয় সব বৈরাগ্য পরশে।
কীচ তনু পরিহরি ভাষিবে হরষে॥
রৈরাগ্য বিহনে বিফল যুগল ভজন।
বৈরাগ্য সহিত ভজন বস আস্বাদন॥
রসের স্বরূপ প্রকাশ যুগল সরকার।
আনন্দের সীমা রেখ আনন্দ আগার॥
বৈরাগ্য জাহাজ জানি গুরু কর্ণধার।
নাম চিন্তামণি রটি হও ভবনদী পার॥
বৈরাগ্য ভূষণে সাজাও মন মহারাজে।
মুখে সিয়রাম নাম ত্যাগ দিয়া লাজে॥
সবার অধিক সত্য কহি বিনা মদ মানে।
অজ্ঞান তিমিরে নাশি ছুট ভূমানন্দের পানে॥

শ্রীবৈষ্ণব লক্ষণ

বৈষ্ণব সন্তকা গুণ ভাষে শেষ শারদা সঁকুচাই[১] ।
কৈসে বরণব ম্যয় সব মূঢ়মতি গঁবার লবাই[২] ॥
নিজ মন সম্বোধন-হেত লিখি কছু চপল চিত্ত অনুসার ।
ক্ষমাবন্ত সজ্জন সুজান কীচ পরিহরি করহি বিচার ॥
ধীর বীর গম্ভীর অতি সুখদ শান্ত মানদ অমান ।
পরহিত নিরত সরল উদার জ্ঞানবন্ত অপি ভাও[৩] অজান[৪] ॥
দ্বন্দ্ব রহিত বিগত মদ জানহি সব চিত রমা নিবাস ।
কৈসেহু খোট[৫] পাপী হৈ পূজহি সহিত মধুর সুভাষ ॥
সন্তোষ ডগ্‌মগ্‌ লোভহীন আনন্দ লহরী জনু তন্‌ ।
সমচিত্ত অভেদ অরি বন্ধু ভেদ ন গণহি কাঁচ কাঞ্চন ॥
পর সুখ হেত দুখ সহহি পর দুঃখ দুখী সদাই ।
অনিকেত পরম অখেদ তিলক ভাল সোহে[৬] সুহাই ॥
নিপুণ দক্ষ আলস প্রমাদ হীন ভোজন স্নিগ্ধ শুদ্ধ ।
জানহি সদগুরু চরণ পরম ইষ্ট মিতবাক্ প্রফুল্ল চিত্ত ॥
তুলসীমাল কর কমলনি জপহি সদা সিয়রাম ।
রাম ভরোস এক, নহি দুজা, যাঁহা রহি সব নিজ ধাম ॥
প্রেম পয়োধি হিয় মন্দির অকারণ করুণাগার ।
প্রাণ ত্যজহি ধর্ম্ম হেত কপট-ছলনা হীন ব্যবহার ॥
মৎসরহীন রাম পরায়ণ বিগত সকল মায়া প্রপঞ্চ ।
নির্জ্জন বাস অধিক রুচি বিহহি জগ-নাটক কে মঞ্চ ॥
মন-ক্রম[৭]-বচন সেবহি সদা যুগল নাম-রূপ-লীলা অরু ধাম ।
পগ পগ বোলহি রসাল অতি নাম মধুর সিয়রাম ॥
কৈঙ্কর্য্য[৮] নিপুণ জীব স্বরূপ জানহি নিজ কর দুলহিন্ রাম ।
ঐসেহ সুবৈষ্ণব সদ্‌গুরু কৃপালু ভকতি ভগবন্ত কো ঠাম ॥

---

(১) সঙ্কোচ করে (২) নীচ (৩) ব্যবহার (৪) অজ্ঞ (৫) নীচ
(৬) শোভা পায় (৭) কর্ম্ম (৮) সেবা-পরায়ণ ।

শ্রীবৈষ্ণব করনী

কণ্ঠী তিলক ছাপ যুগল মন্ত্র পীত বরণ বেশ
বৈষ্ণব সুভূষণ ধরি রটু সিয়রাম নাম করুণেশ ॥
ধ্যান ধরু সদগুরু চরণ রহিত দুখ লবলেশ ।[১]
ধাম অটহি অখেদ অকাম সুখ লভু অশেষ ॥
রুখা সুখা ভোজন ভজন যুগল সরকার পরমেশ ।
সন্ত সংগ পরম লাভ যো হরে কোটি জীবনকে ক্লেশ ॥
মানস রামায়ণ পাঠ করু স্মরি অবধপতি সীতেশ ।
মনন করু যুগল নাম বিভব যা কর গাহে মহেশ ॥
রট রটাও সিয়রাম নাম জনন্ নাশহি বিঘ্ন বিশেষ ।
তুটি জাতি পাঁতি[২] মদ মান সে মগ্ন রহো ভাব রসেশ[৩] ॥
ত্যজি কর্ম্ম শুভাশুভ জপ সহিত সিয়া অবধেশ ।
পূজো হনুমৎ শংকর পদ ত্যাগী বাসনা বিশেষ ॥
পরিবার সহিত কীর্ত্তন করু জয় সিয়রাম সবদেশ ।
মিলহি বিনু শ্রম যুগল সরকার সীতারাম পরেশ ॥

---

(১) একবিন্দু (২) আত্মীয়-স্বজন (৩) মধুর রস

পরনিন্দা

অতি ভারী অঘমূল[1] পরনিন্দা চোরী অসৎ কুবাদ।
অপবর্গ মারক সংস্থতি দায়ক কারণ পরম বিষাদ॥
যদ্যপি তিনহু সমান ব্যাধি পরনিন্দা জানহি প্রধান।
কুটিল কুচাল অনৃত কুজ্ঞান সব দোষ কে নিধান॥
অমিয় বরিষণ রাম রটন কাম জীহকে জানি।
রসনা রাম ভজন সুখ পিও ধনি ভাগ নিজ মানি॥
দুরারোগ্য পরাপবাদ বিনু সত সংগ ন যাই।
রামকৃপা বিনু যো সত সংগ লাখ জনমে ন পাই॥
কালকূট সে ভয়াল অতি পরনিন্দা হলাহল।
ঝুট করহি তন্ মন্ ধন্ রসনা ব্যাল[2] করাল॥
বালঘাতী পরতিয় গামী নহি দুষমন সম নিন্দুক।
জরহি[3] আন সুখমে খল দোষ কহহি সহিত শত মুখ॥
শেষ শারদ খোট অতি যব খল দোষ করহি বখান।
সুজ[4] অনল শীতল অতি বিচার করব যব খলকে জবান॥
সব দোষ আকর পরাপবাদ হিয় ব্যাধিকা জড়।
অস বিচারি যব বোলহি তব রাম বোল নতরু[5] চুপ ঠাড়[6]॥
পরনিন্দা নর্ককে দ্বার যহ বুধ-বিচার জানি।
মাগি লেহু ইকান্ত বাস রাম ভজন সুখদানী॥

---

(১) পাপের আধার, (২) সর্প, (৩) জ্বলিবে, (৪) বুঝ, (৫) তা না হলে, (৬) চুপ রহ।

সৎ-সংগ মহিমা

অতি ফলদায়কু সৎ-সংগ গিরা ন যাই বখান।
কুটিল কুচাল কুজ্ঞান কো সন্ত করছি আপু সমান ॥
হরি ন জানে সন্ত মহিমা বসহি যাকে উর সদাই।
হরিকে সাথ সন্ত যাঁহা যায় তীরথ রাজ তাঁহা বৈঠাই ॥
বেদ গাহে গংগাকে মহিমা সন্ত গুণ গাহে সঁকুচাই।
সন্ত পদ রজ পূণীত করহি পাবন তীরথ অধিকাই ॥
লাভ ন সন্ত সমাগমন্‌সে হরি কথা যো শুনাই।
শত সুরধেনু সম সন্ত সেবা ভাগবন্তকে মিলাই ॥
মনমল হরণ সন্ত সংগ ভ্রম দ্বন্দ্ব ফন্দ নশাই।
বেদ পুরাণ মূক যাহা সন্ত চরিত সহজ বাতাই ॥
বিনু রাম কৃপা ন সৎসংগ বিনু জেহি জ্ঞান ন হোই।
জ্ঞান বিনু কৈসী মন্দমতি সিয়রাম চরণ কমল যাই॥
ক্ষণ অপি সৎ-সংগ জড় কো হরিপদ রতি দাই।
ত্যাগী বিষ সুধা পিও নিত্ প্রতিদিন সৎ-সংগ পাই ॥
সৎ-সংগমে হরি কথা সরস আদি মধ্য অবসান।
উমগৈ প্রেম তরংগ হিয়কে পীযুষ পয়োধ রামগুণ গান ॥
রাম সন্ত বশ জাকি যো করি সন্ত সেবা বিনুকাম।
জপ তপ সংযম বিন্ মিলি যুগল সরকার সিয়রাম ॥
অগম সন্ত প্রভাউ কৈসী কহু বিনু প্রেম রতি বিশ্বাস।
বিনু কারণ যো করহি কৃপা সুমিরত পাবহি অভিলাষ ॥
সন্ত ভগবন্ত কো ভেদ নাহি এক আন্ কো করহি ভজন।
ঐসী সন্ত বৈষ্ণব সদগুরু ভগবান স্বামী সিয়রঘুনাথ শরণ ॥

ভজন-বিধি

পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী।
হরির ভজন রীতি এই হয় চারি ॥
চারি যুগে যথাক্রমে এই চারি যোগ।
সত্যেতে পরা আর মধ্যমা ত্রেতায় প্রয়োগ ॥
দ্বাপরে পশ্যন্তী আর কলিতে বৈখরী।
অগম সুগম করে নৈলে ক্লেশ ভারী ॥
সত্যেতে অচল হবে মধ্যমা বৈখরী।
ত্রেতায় 'পরা'র যোগে মিলিবে নাকো হরি ॥
যুগে যুগে হরির লীলা যুগ অনুরূপ।
কখনও বরাহরূপী কভু ঘন শ্যামল অনূপ ॥
যেমন নরের ডাকে মীন দেয় নাকো সাড়া।
সেইরূপ দ্বাপরেতে পশ্যন্তী ভজন সেরা ॥
কালের শাসনে হয় জীবের বিভিন্ন প্রকাশ।
কালের নিয়মে ভজন করে সফল প্রয়াস ॥
সত্য ধ্যানের যুগ অবিচল মনে।
পরম পুরুষে হেরে জ্ঞানের নয়নে ॥
মায়ার সেনানী সেথা ধরে হীন বল।
সর্ব্ব চেষ্টা ব্যর্থ করে মুণি রহে অবিকল ॥
এইভাবে ধীর স্থির বীর্য্যবান ধ্যানে মগ্নযোগী।
হরি বিনা বিষয় আশয়ে রহে পরম বিরাগী ॥
ত্রেতায় হরির পূজা কায় মন বাকে।
'পরা'র মধ্যমা রূপ পড়িয়া বিপাকে ॥

হরির অর্চ্চনা করি দিঁয়া পাগু অর্ঘ্য।
ত্রেতায় লভিল হরি যারা ভূরি ভাগ্য ॥
হরি সেবা দ্বাপরে প্রকৃষ্ট ভজন।
পশ্যন্তী বিহনে নহে তাহার সাধন ॥
কলি যুগ যুগ সেরা সকলের পরে।
নাহিক ধ্যানের বালাই, নাহি পূ্জা,
নাহি সেবা অকাতরে ॥
হরির তোষণ যদি কেহ এই কালে করিবারে চায়।
বৈখরী তানেতে হরির ভজনই উপায় ॥
নাহি থাক্ বিদ্যা জ্ঞান নাহি থাক্ যোগ।
যাই নাই তাহা দিবে অন্তহীন ভোগ ॥
বৈখরী স্বরেতে হরিব তজন করিলে।
হরির সকল গুণ জাপকে আসি মেলে ॥
তরিবে সে ভব নদী বিনা আয়াস প্রয়াসে।
যে শুনিবে সে তরিবে হরি নামের সুবাসে ॥
কলির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ধরণী জর জর।
জীবগণ হীনমতি অধর্ম্ম করে নিরন্তর ॥
জীবের দুর্দ্দশা হেরে হরির কৃপা ভারী।
শেখান জীবেরে ভজন আপনি আচরি ॥
হরির নামেতে রসিক বৈষ্ণব সন্তগণ।
হরির ভজন শেখান শুদ্ধ করি তন ॥
কলি কালে হরি নাম বৈখরী স্বরেতে।
হরির পরম দান বিনা কামনাতে ॥

বৈখরী স্বরেতে ভজন অতি সমুজ্জ্বল।
প্রেমাভক্তি হইবে লাভ মিলিবে সকল ॥
বিশ্বাস না হয় যদি যতন করহ।
সাধু কৃপা লভি হরিনাম লহ অহরহ ॥
মিলিবে মিলিবে জেনো নিশ্চয় মিলিবে।
হরির নামেতে নামেতে যখন নামেতে মজিবে ॥
বৈখরী স্বরেরে ভজন দেয় নামে প্রীতি।
প্রীতি হইতে রতিলাভ তৎপরে ভকতি ॥
ভকতির বশ হরি বেদের বচন।
অন্যথা হয় না কভু বুঝ কায়মন ॥
সাধু কৃপা লভি যে করে হরির ভজন।
ভুক্তি মুক্তি চাহে না সে রোচে না হরির সদন ॥
সন্ত সংগ জন্মে জন্মে সহিত হরিনাম।
এই তো বাসনা তার নহে অন্য কাম ॥
একবার হরিনাম বলি দেখ উচ্চস্বরে।
এ যে নাম নয় মধুভাণ্ড নামে মধু ঝরে ॥
নামের মহিমা অসীম সর্ব্ব বেদ পার।
নামে নামে তৃপ্তি নাই বল যতবার ॥
হরির অপার লীলার এও এক লীলা।
হরির ভজন সার এ জীবনের পালা ॥
সময় থাকিতে কর হরির ভজন।
কে জানে কখন কারে লইবে শমন ॥

আজ নয় কাল হ'বে বলে যে রাখে ফেলিয়া।
অতি মন্দ ভাগ্য তার লহুক বুঝিয়া॥
বিধির এ দানে যে করে অবহেলা।
সর্ব্বমল ভাণ্ড সে পায় দুখ জ্বালা॥
যে করে ভজন হরির মজাইয়া মন।
মোর কোটি প্রণাম রাখি তার শ্রীচরণ॥
বৈষ্ণব সন্ত সিয়লাল ও প্রেম মঞ্জুরী।
জানকীবল্লভ প্রিয় কপি অঘহারী॥
নামেতে রসিক বড় এই ভক্ত চারি।
তাঁদের চরণ রজ আর কৃপা বারি॥
এই মোর ভোজ্য পট্ট নাহিক অধিক সম্বল।
নিরন্তর সিয়রাম নাম মোর বল॥

সন্ত আশীর্ব্বাদ আর মুখে হরিনাম।
অগ্নিময় কলিতে একান্ত আরাম॥

দান মহিমা

চারি যুগে চার ধর্ম্ম বিদিত ভুবনে।
সত্য-শুচি দয়া দান হরষিত মনে॥
একই ধর্ম্মের চারি রূপ কালের শাসনে।
সংস্থিতি ইহারে কয় জ্ঞানের বচনে॥
সত্য পরিণতি পায় শৌচ দয়া দানে।
পুন দান লভে রূপ সত্যের ভাষণে॥
কলিকালে দান ধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্ম সার।
সত্য-শৌচ দয়া নহে দানের প্রকার॥
সত্য-শৌচ দয়া তিন দানে পরিণত।
দানের সহিত ফিরে এ তিন সতত॥
সত্য-সুন্দর প্রীতিময় দানের মহিমা।
দানের সমান সিদ্ধি নহে লঘিমা গরিমা॥
দানের মহিমা জানে দাতা যেবা হয়।
মনে প্রাণে অনুভব কভু কহিবারে নয়॥
সরল উদার হৃদয় দানের প্রকৃতি।
দানের প্রসাদে দাতা পাইবে সুমতি॥
সর্ব্বভূতে প্রেমোদগম দানের বিলাস।
দান করে তৃপ্তি নাহি আরো দিতে আশ॥

লোকৈষণা তরে দান তারে দান নাহি গণি।
আত্মপর জ্ঞান বিনে দান বড় মানি ॥
যে দানেতে নাহি থাকে লোভের বাসনা।
সেই তো অকাম দান নাহিক তুলনা ॥
সকল হৃদয় কলুষ দান করে নাশ।
যাহা তরে মুনিগণ করে শতেক প্রয়াস ॥
দানের মহত্ত্ব হেরে ধরা দেন হরি।
বলীরাজ হরিশ্চন্দ্র দেখহ বিচারি ॥
যতো কিছু সম্পদ সকলি হরির।
এ জ্ঞান তার হয় যার মতি ধীব ॥
হরির চরণ পাবে অকাম দানেতে।
যাহা পার কর দান হরষিত চিতে ॥
হরির সম্পতি বন্টন সকলের মাঝে।
এই তো শাশ্বত ধর্ম্ম আগে আর পাছে ॥
সহজ সরল কথা যে জন না বুঝে।
হতভাগ্য সেবা হয় নর জন্ম মিছে ॥
বহু পুণ্য বিনা নাহি দানের শকতি।
দানের নিশ্চয় ফল জেনো পরমা সুগতি ॥
দাতাগণে তরিবারে আসে গ্রহীগণ।
যাচক কভু না তারা নিবাস হরির সদন ॥
দানের রহস্য অতি সুন্দর অপার।
দাতাগণ যাহা দেয় পায় বহুবার ॥

সরস চিত্তের সহিত প্রফুল্লিত মন।
পারিবেনা কিনিতে কভু দিয়া বহু ধন॥
দাতার সকল অভাব হরি পূরণ করি।
দাতা হয় হরি তুল্য জন সেবা করি॥
এমন পবিত্র দাতার করি চরণ বন্দন।
যাহা হ'তে সিদ্ধিলাভ অভীষ্ট পুরণ॥
বিত্ত দান কন্যা দান সেবা দান আর।
অন্নহীনে অন্নদান প্রধান সবার॥

গৃহীর পরম ধর্ম্ম নিত্য দানের সাধন।
যে জন না করে তার বৃথাই জীবন॥
হরির চরণ পাবে অকাম দানেতে।
যা পার কর দান হরষিত চিতে।।

সেবকের ধর্ম্ম

সববিধ লোভহীন যে জনা হইবে।
প্রভুর সেবার ভাগ তাহারে মিলিবে॥
নিষ্কিঞ্চন দীন অতি সদাই সজাগ।
প্রভুর সেবায় মন অসঙ্গ অদাগ॥
বিষয়ে অরুচি তার প্রভু মন প্রাণ।
প্রভু বিনা নাহি জানে ব্যাকুল পরাণ॥
সুনিপুণ, সেবারত মুখে নাহি বাক্।
সাবধান অতি সদা বিনীত সুভাষ॥
প্রভু ইচ্ছাময় জগৎ করি জ্ঞান সার।
বাঞ্ছা নাহি করে কভু অপবর্গ চার॥
প্রভু পূজা প্রভু জ্ঞান প্রভুর স্মরণ।
একমাত্র ধর্ম্ম তার জীবন-মরণ॥
প্রভু সুখ হেতু হয় কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি।
যাঁহা যায় আঁখি দুটি প্রভুরই মূর্ত্তি।
প্রভু প্রসাদ বিনে কভু নাহি দিবে মুখে।
প্রভুর শয়ন শেষে শুইবে সে সুখে॥
প্রভু সেবায় তুষ্ট নহে সদা হৃষ্ট মনে হয়।
সতত প্রভুর কৃপা মনেতে বাঞ্ছয়॥
বন্ধু গুরু পিতা মাতা সবই প্রভু হয়।
প্রফুল্ল মনেতে রহে প্রভুর আলয়॥

আজানু লুণ্ঠিত ভূমি দণ্ডের সমান।
প্রণাম করিবে প্রভুব চরণ দু' খান ॥
পদ হইতে রজে রহে অধিক পীরিতি।
ভাগ্যবানে শোনাইবে প্রভুর উজ্জ্বল কীরতি ॥
প্রভুর কৃপার দানের নাহিক সীমানা।
অন্তর্যামী প্রভু মোর নাহিক তুলনা ॥
বাৎসল্য প্রীতির সৌধ প্রভুর চরিত।
চিত্ত বোধি ভরপুব প্রভুর করুণা অমিত ॥
প্রভুর অধিক সম্রাট নাহিক ভুবনে।
প্রভুই ভরোস বিনা আর নাহি জানে ॥
সেব্য-সেবক সম্বন্ধ অতি চমৎকার।
নাহি যায় মুখে বলা বেদ-বাণী পার ॥
প্রভু তন মন ধন সেবক মানসে।
আত্মজ পুত্র সম সেবক প্রভুর সকাশে ॥
আত্মা পরমাত্মা সম সেব্য-সেবক হয়।
একে অন্যের মাঝে সতত রহয় ॥
বড় ভাগ বিনা নাহি সেবার অবিকারী।
বিষয়ের ত্যাগ চাই মন অধিকারী ॥
উপদেশ করিবারে পাবে লাখে লাখ্।
কোটিতে মিলিতে পারে সুসেবক এক ॥
শ্রীগুরু চরণ প্রভু সব প্রভু সার।
বন্দিয়া যুগল চরণ কহিলাম মতি অনুসার ॥

রাম ভকতি বিনু

রাম ভকতি বিনু জীবন অসার
শশী বিনু রাতি জিমি সারী আঁধার ॥
রাম দরশ বিনু নয়ন বিফল।
বিনু শ্বাস যথা হোয়ি হৃদয় বিফল ॥
রাম সেবা বিনু কর কৌন লাহু[১]।
ফুলহিন বিনু জিমি ব্যাহু[২] উছাহু[৩] ॥
রাম রটন বিনা গিরা অসাঁচু।
বারি বিনু মীন যথা মিলহহি মীচু[৪] ॥
রাম প্রসাদ বিনু অমিয় গরলু।
বিদ্যা বিনু জিমি ভূসুর[৫] ভালু ॥
রাম সুযশ বিনু শ্রুতি পুরানু।
নৃপ বিনু রাজ জিমি অনুমানু ॥
রাম ভজন বিনু সুত সনেহী।
হানি বড় সবকে সম্পাদ নাহী ॥
রাম সংগ বিনু বন্ধু ভ্রাতা।
কুবাদী কুটিল শঠ দুখ দাতা ॥
রাম নাম বিনু যো গৃহ হৈ।
ভয়দায়ক নিচয় মশান[৬] সো হৈ ॥
রাম প্রদায় বিনু কর্ম্ম যতেক।
বন্ধন মূল হৈ জন্ম শতেক ॥
রাম বেশ বিনু অংগ বিভূষণ।
করহি ন কবহি জ্ঞানী অরু চেতন ॥

---

(১) লাভ, (২) বিবাহ, (৩) উৎসব, (৪) মৃত্যু (৫) ভূ-দেবতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ

রাম বিবেক বিনু যতন প্রয়াস।
ব্যর্থ সকল জিমি বাল কে হাস ॥
রাম দাস বিনু নর তনু ধারন।
মন্দির জিমি বিনু আরতি পূজন ॥
রাম ধ্যান বিনু শয়ন অটন।
মিথ্যা সোপি যথা বাঁঝ[১] সুতন্ ॥
রাম নাম বিনু ত্রিলোক ভুবন।
মরীচিকা বারি যথা কভু ন মিলন ॥
রাম ভরোস বিনু কোটি সহায়।
কর্ণধার বিনু জিমি দারুকে নায় ॥
রাম রূপ বিনু সৃজন মাঝার।
নশ্বর অসৎ সব মায়া বিকার ॥
রাম চিন্তামণি অপর কুধাতু।
নর বিন নারী যথা অসমঞ্জস ভাতু ॥
রাম ভজন বিনু কের কলেসা[২]।
কবহি ন মিটাহি দুখ লবলেশা[৩] ॥
রাম ভজন বিনু যো সুখ চাহী।
অজ্ঞ বিমূঢ় সো ইহ জগমাহী ॥
রাম সৎ বিন যো দুসর জানে।
তে মতি মন্দ মায়া লপটানে ॥
রাম এক আদি মধ্য অবসান।
সুন্দর সুভগ করুণা নিধান ॥
রাম রাম কহি রাম রাম।
রসনা লেহু ফল মোদ বিরাম ॥

(১) বন্ধ্যা, (২) দুঃখ কষ্ট, (৩) সামান্য।

শবরীর-প্রতীক্ষা

ধায়[১] ধরি ধনুষ বান কনক কিরীট মাথ।
আয় প্রভু আয় মেরে জানকী মাতু সাথ॥

ন ভুখ পিয়াস দিনমে নিদ নাহি রাত।
সংগ মেরি সোহাত[২] নেহি সোহাত তেরি বাত॥

সাফ বাট দুয়ার করি নিত্য তুহাঁর হেত।
সিয়রাম মঞ্জু মধুর বেগি[৩] চরণ লেত॥

চম্পা বেলা মালতি কুসুম সরস সুবাস।
ধন্য হোয়ি জীবন মেরি মিলি শ্রীনিবাস॥

কন্দ মূল ফল পাণি সুমিঠ সুপেয়।
রামললা জনকললী মেরে ঘরে পায়॥
এক দিঠি তুঁহার মারগ বৈঠি মেরা আঁখ।
আঁশু ধারা বহন লাগে যুগ লাখ লাখ॥
সত্যসন্ধ মাতংগ মুণি পণ করু সাঁচ।
আয় প্রভু বিলম জনি[৪] মেরি রঘুরাজ॥
আরত হিয় কনক আনন স্তুতি সিয়রাম।
পুলক গাত সজল নয়ন মন বিনু কাম॥
শ্যাম সুন্দর যুগল অখোর[৫] প্রাণসম দোউ।
মেরি সরবস লিয়ে মেরি নাথ হোয়॥
শুনি সুযশ সুধা সারু সিয়রঘুবর কী।
মন মেরা বৌরা[৬] গিয়া যুগল নাম চারু কী॥
রাম সিয়া রাম সিয়া বিনু নয়ন হের কী।
জনম জনম বীত গয়ি মনু[৭] পলক সমকী॥
হুট[৮] মম রাখ প্রভু প্রেম-করুণা নিধান কী।
জীবন মম সুফল কিয়ো দিয়ে যুগল দরশ কী॥

---

(১) হাত, (২) ভাল লাগা, (৩) শীঘ্র, (৪) দেরী না করিয়া, (৫) নির্ম্মল, (৬) পাগল, (৭) মনে কর, (৮) তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি নিষাদরাজ গুহকের উক্তি

ও জাদুকর বিশ্বমোহন চরণ রাখ নায়ে।
পাষাণ হোল মুনির কন্যা তোমার জাদুর ঘায়ে॥
ও দুঃখ মোচন শ্যামল বরণ জানি তোমার ছল।
তোমার নামের উল্টা জপি মুক্ত হোল মল॥
রাজার রাজা হ'য়ে তুমি কর উদাস তাপস বেশ।
সংগে ল'য়ে বন্ধুমনি কন্যা মিথিলেশ॥
একই কাজ করি মোরা কিছু রকম ফের।
তাইতো প্রভু পড়লে ধরা নৈলে কেউ কী পেতো টের॥
তোমার নামে পেরিয়ে যাবো ভবনদীর পার।
এখন প্রভু রাখ চরণ মোর ছোট্ট নায়ের ধার॥

পাড়ের কড়ি তোমার কাছে মনের মতন নেব।
চোখের জলে রাজীব চরণ বারে বারে ধোব॥

অনেক খেয়া পার করেছি পাইনে এমন ফেরী।
বসে আছি তোমার তরে প্রভু আর ক'রো না দেরী॥
মূর্খ আমি ভক্তি বিহীন কর্ম্ম গতি হীন।
তোমার নামের সুধায় সব ভুলেছি হ'য়ে নামে লীন॥
দয়াল প্রভু করলে কৃপা ধন্য হোল দাস।
লখন সমেত বস নায়ে জানকী মায়ি পাশ॥

যুগল ভজন গাহি শোন ওহে রসিক রাজ।
গঙ্গা পার ক'রে দেবো নাইকো কোন লাজ ॥

দশরথের পুত্র তুমি নামটি ধর রাম।
বিশ্ব ভুবন সবার সাথে তোমার রমন অবিরাম ॥
ভূ-ভার হরণ তোমার চরণ ওহে জগৎ স্বামী।
রাবণ বধ করবে বলে এখন হ'লে অওধধামী ॥
তোমার লীলার সংগী হ'লো জনক রাজার মেয়ে।
এ যে জগ্য-মাতার ভিন্নরূপ তোমার রুচি পেয়ে ॥
এ অভিনব যুগল রূপে তোমার লীলা নিত্য নব।
বেদ বাণী পার পেলো নাকো আমি কেমন ক'রে কব ॥
তোমার স্বরূপ তোমার নামে সদাই পড়ে ধরা।
তাই তো জানি জয় সিয়রাম তোমার হ'তে সেরা ॥

রাম বিনে বৈ জানিনা

নিখিল ভুবন রামের ভবন রাম বিনে বৈ জানি না।
সচর অচর জড়া চেতন সবই যেন ঠিক রামের মতন ॥
ধনুষ খানি লয়ে করে দাঁড়িয়ে আমার মদন মোহন।
কালো কেশে কনক কীরিট শ্যামল তনু চন্দ্র আনন।
তরুলতা আর উদার মাঠে শ্যামের রূপে মন-উচাটন
কোশল মণি মোর নয়নে তাই কোটি রামের মধুর নাচন ॥

জ্ঞানের আকর নবঘন সকল জ্ঞানের প্রস্রবণ।
যাঁহার জ্ঞানে সকল জ্ঞান হৃদয় মাঝে প্রকাশমান।
সেই নিত্য জ্ঞানের পরশ পেয়ে ঘন আঁধার উজল বরণ।
এমন তিমির হরা সূর্য্যকিরণ লইনু শরণ রামের চরণ ॥

অপবর্গে কাজ কী আমার পূজা পাঠ ভক্তি বিনে।
যুগল আখর বেদের নয়ন রাম বিনে বৈ জানিনে ॥

অশন শয়ন বিহার ভ্রমণ সকলি হয় রামের ইচ্ছা যেমন।
শুভাশুভ সব কর্ম্ম করণ কারণ জানি এক আনন্দঘন ॥
রামের কর্ম্ম রামই করেন রসিক মণির আত্মগোপন।
দয়ানিধির কৌতুক শোভন বোঝে এমন আছে ক'জন ॥

শ্রবণ কীর্ত্তন আর নিবেদন মুক্ত কার হিয়ার বাঁধন।
রাম নামেতে মাতিয়ে মন জিতবো বাজি জীবন মরণ।
তাই জপ তপ সব কর্ম্ম ভুলে স্বাদ পেলো জিভ্ রাম রটনে।
এখন দুঃখ সুখের পারে এসে রাম বিনে বৈ জানিনে॥

শেষ খেয়াতে বসব যখন সংগে রবে রামের ভজন।
শমন রাজের প্রশ্নবাণে অভয় রহি মনে প্রাণে।
দুহাত তুলে বলব তারে নাইকো কোন সাধন যতন।
হৃদয় বীণে বাজিয়ে বাদন মুক্ত করা সরস গানে।
সন্ত গুরু কৃপার দানে রাম বিনে বৈ জানিনে॥

কবে ?

কবে হৃদয় মনেতে করম বচনে স্মরিব যুগল নাম।
প্রেম দশা লয়ে কবে হেরিব নয়নে অগজগ সিয়ারাম॥
কবে তোমার নামেতে নয়ন ঝরিবে দেহ দশা গিয়া ভুলি।
শ্রীগুরু চরণে পরম মন্ত্রে কবে সব দিব মোর তুলি॥
কবে নামের সাথেতে যুগল স্বরূপ ভাসিবে নয়ন পাতে।
হৃদয় মাঝারে যুগল মূরতি কবে বসিবে দিবস রাতে॥
সকল কামনা বাসনাগুলি কবে রাঙ্গিবে যুগল নামে।
কবে অকাম হইয়া সেবিব সবারে না গণি দাহিন বামে॥
শ্বাসে শ্বাসে কবে সিয়ারাম নাম ত্যজিয়া ধর্ম্ম অর্থ কামে।
মাগিয়া লইব মুক্তি ত্যাগি কবে শ্রীগুরুপদরজ পরম ধামে॥
কবে তোমার শরণে তোমার বিরামে জনম কাটিবে ক্ষণিক প্রায়।
দশেন্দ্রিয় মন করিবে ভজন জানকী সহিত শ্রীরঘুরায়॥
কবে অতুল বিভব অনায়াসে ফেলি চরণ অটিবে ধামে।
অতৃপ্ত শ্রবণে সুধা বরিষণ নিরবধি রাম নামে॥

জনমে জনমে যুগল ভজন বসি শ্রীগুরু চরণ তলে।
এই আশা মোর হে দয়াল স্বামী জানাসু নয়ন জলে॥

শ্রীযুগল-ভজন

যুগল ভজন যুগল স্মরণ
যুগল আরতি গান ॥
যুগল প্রমোদ যুগল বিলাস
যুগল অনির্ব্বাণ ॥

নয়ানে যুগল বয়াণে যুগল
যুগল পঞ্চপ্রাণ।
যুগল মিলন ধ্যান অনুক্ষণ
যুগল জ্যোতিষ্মান ॥

যুগল সত্য যুগল নিত্য
যুগল সচরাচর।
সগুণ যুগল অগুণ যুগল
যুগল নিরন্তর ॥

অতি স্বতন্ত্র যুগল মন্ত্র
সকল তন্ত্রসার।
রসময়ী প্রিয় যুগল ভাবনা
রোচে সদা পরিকর ॥

যুগল প্রকাশ অভেদ বিশেষ
দ্বৈত রহিত এক।
অতি অকথ্য যুগল তত্ত্ব
কবিগণ হতবাক্ ॥

রস রাস যথা চন্দ্র চাঁদিনী
ভিন্ন নহে ত ভিন্ন।
রাম নবঘন মিথিলা কিশোরী
নহে কভু পরিচ্ছিন্ন ॥

রাম হৃদি মাঝে সিয়াজু নিবাস
জানকী হৃদয় রামের বিলাস
দু'য়ে কভু রাম কভু বা সীতা
কভু বা যুগল মূরতি প্রকাশ ॥

অনির্ব্বচনীয় জন সুখহেতু
কৃপালু স্বামিনী পরম অহেতু।
আপন মহিমা গরিমা ফেলিয়া
ভাসে সম যেন প্রেমের সেতু ॥

যুগল স্বরূপ মধুর অনূপ
প্রেম-মাধুরী ধাম।
অতি অনন্ত পরমানন্দ
যুগল সিয়রাম ॥

নাম মধুর রূপ মধুর
মধুর চরিত ধাম।
অশন ব্যসন সকলি মধুর
করুণা পয়োদ ললাম ॥

সরস সুবাস সুরুচি মধুর
মধুর জীবনখান।
ত্যজিয়া সকলি যুগল চরণে
দিল যে মন-প্রাণ ॥

ধন্য সে জন পবিত্র মহান
পূজি তাঁর যুগ পদ
তাঁহারই করুণা তাঁহারই প্রেরণা
যাচি এই সম্পদ ॥

ভজন-গীতি প্রসঙ্গ

আয়ো প্রভু প্রণতারতি ভঞ্জন
জনগন দুখ ভারী।
তুম্‌হ বিনা দুসর ন জানি প্রভু
মন বচ শরণ তুম্‌হারী॥

হের সুর মুনিগন দেব দ্বিজন
ধরম সুবেদ চারি।
ভক্ত সন্তন বিন প্রেম ভজন
মোচত নৈন কো বারি॥

সাথ শক্তি তব আয় রঘুরাজ
লেহি সকল সঁভারি।
তুঁহু অন্তরযামী পরম অকামী
রক্ষ রক্ষ প্রভু দীন প্যারী॥

(২)

আজি মধু সুদী[১] নোমী[২] আওল রে।
আলোক বিহারী তিমির বিদারী
ভানু কুল ভানু উদয় রে॥

আজি তীরথ অলিদল সরযূ অমল
বিধি হরি হর মংগল গাহল রে॥

আজু শোভা অনুপম লাজে কোটি কাম
রাজত কোশলা উর রে॥
আজু রাম নয়নমণি প্রেম করুণা খনি
অওধ জন মন রঞ্জন রে॥

পুর নরনারী মুগধ নেহারী
তন মন শুধ বিস্মরণ রে॥
আজু বাদল বরিষণ লাজ সুমন
ভুবন দশ চারি ছাওল রে।

আজু সনাথ জীবগণ ঝাঁজ মৃদংগ সন
গাহে রাম শ্রীরাম জয় রাম রে॥

---

(১) শুক্লা, (২) নবমী তিথি।

(৩)

উষার লগন ছড়িয়ে গেল অরুন প্রাতের গায় ।
আনন্দ-নিকেত আনন্দ বিতরি জাগো সিয়রঘুরাঈ ॥
হের কুসুম ভারে ভারে কাঁপিছে থরে থরে চরণে লুটিতে চায়
বন্দী ভাট গান কোকিল কূজন মধুর মূরছি যায় ॥
যুগল পরায়ন ভকত অলিগন বাঞ্ছে সেবার প্রণয় ।
পরম কৃপালু যুগল সরকার বৈঠল মুদিত মন লায় ॥

(৪)

ঠুম্‌কি চলত রামচন্দ্র নপূর মধুর গুঞ্জকারী ।
নাচ নাচ করতারি দেত মরি মরি বলিহারী ॥
অরুণ করজ অরুণ পাঙ্গ শ্যাম গাত মৃদুভারী ।
নয়ন কঞ্জ ললিত ভাল তিলক মোদকারী ॥
শির শোভিত কুঞ্চিত কেশ মুকুট চিত্তহারী ।
পীত বসন ভূষন শোভন বাজু বলয় ঝলকারি ॥
শোভা সিন্ধু কোটি ইন্দু অপরূপ দ্যুতিকারী ।
মোহন বাল রূপ হেরত তনমন লয়কারী ॥

(৫)

শ্রীহরি নারায়ণ কংস বিনাশন মদন মোহন রাম হে।
গোবিন্দ গিরিধারী মুকুন্দ মুরারী ত্রিতাপহারী রাম হে ॥
রমা চির বাঞ্ছিত ভৃগুপদ লাঞ্ছিত গোলক বিহারী রাম হে।
গৌর মধুসূদন কৃষ্ণ জনার্দ্দন অশরণ শরণ রাম হে ॥
শংকর মন ভাবন মুনি হৃদি রঞ্জন পরম সেব্য রাম হে।
ভব-বন্ধন-মোচন দশরথ নন্দন জগন্নাথ রাম হে ॥
উদয়-বিভব-লয় কার্য্য কারণময় অগ জগ পাবন রাম হে।
অসুর ভক্ষক ধরম রক্ষক সূরয বংশক রাম হে ॥
অবিনাশী-অদ্বয় পরম অভয় অচিন্ত্য অকথ রাম হে।
ভূ-ভার-হার যুগ অবতার ভকত নয়ন-মণি রাম হে ॥
কূর্ম্ম বরাহ আদি ঈশ্বর অনাদি অপার রূপ তব রাম হে ॥
অরূপ সরূপ অগুন সগুন শ্যাম নবঘন রাম হে ॥
রসাব্ধি চিন্ময় পরম লীলাময় জানকী বল্লভ রাম হে।
মন-বচ-পার বেদ শ্রুতি ঠার সব হৃদি বস রাম হে ॥
অখিল লোকপতি অনূপ গুণনিধি পরম দয়াময় রাম হে।
ভুষণ্ডী মন বর্ন-চারী-তুলসী মানস বিহারী কোশল্যা প্যারী রাম হে ॥
শর্ণ[১] জানকীবল্লভ পূজিত প্রেমলতা সেবিত প্রেমমঞ্জরী ভজিত রাম হে।
যাচে সিয়রাম শরণ উহ শ্রীচরণ দেহি কৃপা করি রাম হে ॥

---

(১) শরণ।

(৬)

সুন্দর তনু মোহন শ্যাম অরুণ কঞ্জ লোচন ।
সুন্দর মধু অধর হাস সুন্দর পীত বসন ॥
সুন্দর অতি ভাল কপোল সুন্দর চারু বদন ।
সুন্দর বাহু দীরঘ করজ সুন্দর নাসা শ্রবণ ॥
সুন্দর ঘন কুটিল কেশ সুন্দর ভ্রু শোভন ।
সুন্দর পদ রাজীব নীল সুন্দর হেম ভূষণ ॥
সুন্দর ভ্রাজে শির মুকুট কুন্তল সোহে লাবণ ।
সুন্দর বণমাল গলে সুন্দর ধনুষ বাণ ॥
সুন্দর উর অতি বিশাল আশ্রয় দীন জনন ।
সুন্দর নাম সুন্দর রূপ শংকর মন ভাবন ॥
সুন্দর ধাম সুন্দর লীলা কলি কলুষ নাশন ।
সুন্দর হ'তে অতি সুন্দর নিবিড় প্রেম বন্ধন ॥
সুন্দর ভাব দীন দয়াল রাম পতিত পাবন ।
সুন্দর প্রিয় সুখদ স্মরণ নিত্য পুলক নতুন ॥
সুন্দর প্রজারঞ্জন রাম সিয়াপতি রঘু নন্দন ।
সুন্দর নীল চরণ কমলে যুগ যুগ মম বন্দন ॥

(৭)

কাহুকো গিরধারী কাহুকো মাধব কাহুকো কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কাহুকো বিষ্ণু হরি কাহুকো লাখ লাখ যুগ কিয়ে মন রঞ্জন ॥
কাহুকো নারায়ণ গোবিন্দ কাহুকো প্রিয় কাহুকো সহস্র লোচন।
পীত সুন্দর শ্যাম সুনীল প্রিয় কাহুকো হৃদি মন-ভাবন ॥

মেরেঁ তো ভরোস রাম নরঘন চারু সুঠাম সিয় মোদ বর্দ্ধন।
যুগ যুগ নানা রূপ সুধারি ভয়ে কৃষ্ণ গোবিন্দ আদি জনার্দ্দন ॥
অপার অলৌলিক চরিত রাম কো সুর নর মুনি মন মোহন।
অস বিচারী রে মন লহ শরণ রাম চরণ ভব-ভয় নাশন ॥

(৮)

আর কত কাল সুপ্ত র'বি রাম কেন মন বলিস্ না।
দিন গেল তোর সন্ধ্যা এলো পারের ডাক কি শুনিস্ না ?
সকাল গেলো হেলায় খেলায় বিকেল গেল বেচা কেনা.।
সকল কাজের সময় পেলি আসল কাজ তোর হোলনা ॥
দেখ চেয়ে তুই দাহিন বামে আছে বল তোর কোন্ জনা ?
একাকী এসেছিস একাকী যাবি সংগে কেউ তোর যাবেনা।
পারের কড়ি পারশমণি রাম নাম কি জানিস্ না ?
চোখের জাল বুক ভাসিয়ে সিয়রাম শুধু বল না ॥

(৯)

জয় সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুকুল রঘুরাঈ।
ধরণী ভার হরণ হার অওধ জনম লাঈ॥
রাজীব লোচন কঞ্জ চরণ কোশলা সুখদাই।
চরিত কিয়ে পরম পুনীত সহস বেদ গাই॥

অতি দুর্ম্মদ হরকোদণ্ড ভন্‌জন সহজাই।
দেব সুর মোদ বর্দ্ধন জানকী কর লাঈ॥
পাবন কিয়ে অহল্যা সুতিয়[1] চরণ পরশাই।
পিতৃসত্য পালন রত তিলক[2] তৃণ গণনাই॥

দণ্ডক বন বসত রাম সহিত লখন ভাই।
সুকণ্ঠ বিভীষণ নিষাদরাজ প্রেম উর লাই॥
সভয় ত্রিদিব অভয় ভেল রাবণ নিধনাই।
প্রেম মুদিত বিরিঞ্চি শংকর গাহে মংগল বাঁধাই॥

---

(১) সৌভাগ্যবতী নারী, (২) রাজ্যাভিষেক।

(১০)

শুনো মুসাফির, যানে ওয়ালা, অন্তিম সফর[১] কা কাহানী[২] ।
মর্ত্য লোক সে গাড্ডী[৩] খুলি হ্যায় মিলি উস্কা নিশানী ॥
যাত্রা পহলে টিকিট লে লেও নেহিতো বড়ি হায়রাণি ।
মার, গারি, জেল বন্দী, সব কুছ এক সাথ পয়দানী ॥
দো ষ্টেশন পর রুখি গাড্ডী বীচ[৪] কা বিচার নেহি জানি ।
নর্ক অরু স্বর্গ ই'য়ে দো নামী ভারী জক্‌সানী[৫] ।।
পীর পীড়ন, অহিত করণ, হিংসা লোলুপ মদ মানী ।
কাম ক্রোধ জাল জুলিয়াৎ টিকিট ইয়া সব বিকানী[৬] ॥
ঐসা টিকিট নর্ক কে দ্বার মৎ কাটো ভাই সুজ্ঞানী ।
সুরুসে অস্ত লে কর ভূত প্রেত আউর ডাকিনী ॥
আঁগ[৭] মিলেগা গর্মী কা দিন যব ছাতি ফুটেগা বিনু পাণি ।
দাহিন বাম যাঁহা দেখো ভাই হরেক আদমী স্বারথ সানী ॥
রাম নামকা টিকিট বিকাতা দুসরে দরজা দেখ তনী ।
শংকর, নারদ. সদগুরু ভগবান পহিলে টিকিট খরিদানী ॥
রাম নামকা টিকিট কাটো ভাই মোল[৮] বিল কুল এক আনি ।
ত্রিবিধ সমীর মার্গমে মিলি হরেক জায়গা সুখদানী ॥
সদগুরু ভগবান প্রেম বাবি সে ধো দেংগে থক[৯] গ্লানী ।
রাহ[১০] মে বিলকুল আনন্দ ঐসা রাম নাম হ্যায় বরদানী ॥
অন্তিম যাত্রা সব কো শির পর ঝুল রহে হ্যায় এক ঠানী ।
বিলম জনি[১১] টিকিট কাটো ভাই রাম নাম কা মোর বাণী ।

---

(১) শেষ যাত্রা (২) গল্প (৩) গাড়ী (৪) মধ্যকার (৫) বড় ষ্টেশন, জ্যাংশন (৬) বিক্রি হইতেছে (৭) আগুণ (৮) দাম (৯) কষ্ট (১০) রাস্তা (১১) দেরী না করিয়া ।

(১১)

রাম নাম মে বৌরানা[১] মন রাম রটনমে বৌরানা।
বহুত জনম বীত গিয়ে তোরা মোহ নিশামে মৎ শোনা ॥
নিদ্‌সে উঠ আঁখ খুলো ভাই সাঁচ্চা বুরা সমঝানা।
সংসার ইহ পাণি কা বুদ্‌বুদ্‌ এক নিমেষ ভর ঠায়রানা ॥
সুত পরিবার জিস্কো আস্তে আফৎ বিপদ নেহি গণা।
রাখনেওয়ালা কৈ নেহি সিওয়া[২] নাম মহরাজ ভগবানা ॥
মদ পী কর বেঁহুস রহি বহুৎ বড়ি হ্যায় তোর জরমানা[৩]।
লাখ চৌরাশী কা চক্কর মে বন্দ রহি তোর গরদানা[৪] ॥
মনমুখী তো বহুৎ চলে হ্যায় মারগ আভি যদলানা।
তরণ তারণ মংগল ভবন সদগুরু চরণ হ্যায় ঠিকানা ॥
দুঃখ কো হিসাব বন্ধ হোয়েগা সুখকা দুয়ার খুলযানা।
পাপকো পাহাড় নাম ভজন মে পলক ভরমে জ্বরযানা ॥
মস্ত রহো ভাই নাম ভজনমে ছোড়ি চিন্তা খানাপিনা।
দুনিয়া মালিক রমাপতি রাম ভর্তা সব কর মৎ ভুল্‌না ॥
সৎগুরু চরণ ধ্যান ধরি রাম রটনমে লয়মানা।
রাম কৃপা ভাই নরতন্‌ লাভ বিলকুল পুরা সাঁচ করনা ॥
ঐসা মজা নেহি রয়েগা আজ কাল মৎ করনা।
আভি করো আজ কা কাম কাল কা ভরোস ছোড় দেনা ॥
নাম কা স্বাদ পী কর দেখো কৈসী সুধা বরদানা।
তিলভর জিস্কো আনন্দ জানু ব্রহ্মসুখ কো হারমানা ॥
নাম মহারাজ কী জয় গাহি স্বরূপ আপন ঠিক্‌ শিখনা।
করম পাশ টুটকরা[৫] কর সিয়পতি সাথ মিল জানা।
সিয়রাম শরণ আরত বচন কৃপা করি ভাই শির ধর্‌না।
নতরু[৬] কণ্টক বন মে চরণ গড়কো জনম জনম পস্তানা ॥

---

(১) মেতে যাওয়া, (২) ছাড়া, (৩) জরিমানা, (৪) গলা, (৫) ছিঁড়িয়া, (৬) তা না হ'লে।

(১২)

জয় জনক নন্দিনী জানকী মাতা
ত্বং হি অনবদ্যা শক্তি অনন্তা
সগুন ব্রহ্মময় বেদ ভনন্তা
ত্রিলোক পালিনী অবনী সুজাতা ॥

জয় পরম পুরুষ রাম মন বাসিনী
খট ঘট ব্যাপী সুভগ দায়িনী
স্মরণ সিয়াজু ভব নদী তারিণী
জয় শেষ মহেশ সুরেশ বন্দিতা ॥

তব চরণ সুরজে লসৎ মুক্তি
ভক্ত জন হিয়ে বিতর ভক্তি
যাচে অধমন চরণাশক্তি
সিয়রাম নামমে দেহি পরমা প্রপক্তি

(১৩)

জয় রাম সুখ ধাম দশরথ অজির বিহারী ।
মহিমা তুম্হার পরম অগম গাহত ত্রিপুরারি ॥
জয় করুণা সদন পুণীত পাবন দেহি কৃপা বারি ।
যাসু কৃপা বল রটন হোয়ি সিয়রাম নাম অঘারি ॥

(১৪)

গৌর সুন্দর নবঘন শ্যাম।

বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম॥

রঘুপতি দাহিন সীতা বাম।

বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম॥

যুগল মূরতি অতীব ললাম।

বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম॥

কল্যাণ নিধান সত্যধাম।

বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম॥

মংগল ভবন মন বিশ্রাম।

বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম॥

কলমল দহন জিত মদকাম।

বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম॥

আনন্দ নিকেত নয়নাভিরাম।

বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম॥

তারক ব্রহ্ম নাম অনুপম।

বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম॥

ঋধি সিধি সম্পদ এক ঠাম।

বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম॥

মহেশ পরেশ ভজে অবিরাম।

বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম॥

সাধ্য সাধন মিলিত নাম।
বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥
জ্ঞান ভকতি বিরতি ধাম।
বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥
শ্রবণ সুখদ স্নিগ্ধ তনম।
বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥
জনহৃদি রঞ্জন পরম অকাম।
বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥
দিন ক্ষণ কাল নাহি নিয়ম।
বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥
অন্ধে নয়ণ বাণী মূকম।
বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥
বেদ পুরাণ শাস্ত্র ধৃতম।
বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥
নাম-নামী পরম একম।
বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥
পাথেয় সার ভবার্ণবম।
বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥
প্রভু নাম-রূপ-লীলা-ধাম।
বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥
দীন দয়াল বন্ধু অকাম।
বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥
নমামি বার বার নাম রাজম।
বল জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥

(১৫)

তোরা দেখবি যদি আয় সাকেত[১] ধামে অযোধ্যায়।
কনক ভবন রতন সিংহাসনে আজ বস্‌লো দুজনায় ॥
শ্যামল তনু করে ধনু বনমালা পরলো রঘুরায়'।
মোহন ক্রীট কুটিল কেশে পীতের বসন গায় ॥

রামের বামে জনকললী রূপের সায়র সুধা উছলায়।
বুঝি নীল গগণে চাঁদ উঠেছে শারদ পূর্ণিমায় ॥
আহা কিবা শোভা হ'য়েছে আজ বলা নাহি যায়।
চেতন প্রাণী জড় হোল নয়ন অঝোর বরিষায় ॥

ধরার ধূলি মধু হোল মধু মলয় বায়
এমন মধুর মেলায় যাবি যদি আয়রে তোরা আয় ॥
আজ অনেক দিনের সাধ মিটেছে সরযূ হেসে ধায়।
ধন্য হোল অওধবাসী হেরে যুগল শ্যামরায় ॥

অওধ যাবার পথ দেখাবে সদগুরু কৃপা করুণায়।
নাচি গাহি সিয়রাম তোর্‌া চোখ জুড়াবি আয় ॥

---

(১) নিত্যলীলা ধাম।

(১৬)

ওরে ও মন বিহংগরে বসি হৃদয় পিন্‌জরে।
নাম সিয়রাম গা'রে মন ভাসি সুখ সায়রে ॥

(ওরা) বলে তোর নাকি কাজের অন্ত নাহিরে।
হেথা ওথা সদাই ধাস্, সদাই চঞ্চলরে ॥
কার শাপে এমন তুই শান্তি হারা রে।
তোর দুখে হৃদয় মাঝে দুখ ভারি রে ॥

সর্ব্ব অংগে তোর দেখি রক্ত ঝরে রে।
মায়ের কোলে ফিরে এবার জ্বালা মেটারে ॥
বড় ভাগে লাভ করেছি নাম দাতারে।
তোর দোহাই একবার বল রাম ললারে ॥

এমন তর পথ্য সেবন আর নাহিরে।
এ নামে পালিয়ে যাবে দুখ পাহাড় রে ॥
দুখের নিশা শেষ হ'য়ে সুখের অরুণ প্রভাত রে।
নামে নামে সুধার মেঠাই দেখ খেয়ে রে ॥
তোর ছোটা ছুটি বন্ধ হয়ে নিত্য বিরাম রে।
দেরী কেন প্রেমসে বল জনকললী রে ॥

রাম সিয়া বলার সাথে জানকী মায়িরে ।
সোনার অংকে তুলে নিয়ে স্নেহ দিবেন রে ॥
বিন্দু খানিক স্নেহ পেয়ে চাঁদ কেমন শীতল রে ।
সুধার স্নেহের বর্ষ্ম তোর চারিধারে রে ॥

ছয় রিপুর সংগ করে তোর প্রাণ গেলোরে ।
এবার সবার সংগ ত্যাগ করে শুধু নাম গাহরে ॥
রাম ললা জনক ললী বজরংগ্ বলীরে ।[১]
সিয়ারামের জয় গাহি মন মাতরে ॥

(১৭)

জয় রঘুবর কী শ্যাম সুন্দর কী সিয়াবর কী বলিহারী ।
জয় হনুমৎ শংকর ভরত শত্রুশমণ লছমন্ লাল কী বলিহারী ॥
জয় তুলসী সিয়লাল অতি দীনদয়াল জানকীবল্লভ কী বলিহারী ।
জয় প্রেম সুমঞ্জুরী জন দুখহারী সদগুরু কী বলিহারী ॥
জয় শ্রীবৈষ্ণব কণ্ঠী সুতিলক ছাপ সীতারাম কী বলিহারী ।
জয় নাম ধাম কী চরিত স্বরূপ কী বারবার বলিহারী ॥

(১) বজ্র অংগ শ্রীহনুমানজীর একটি নাম ।

(১৮)

ওরে তোরা জানিস না রে জানিস না।
রঘুমনির স্বভাও তোরা জানিস না।
জানলে পরে এত দুঃখ জ্বালা পেতিস না ॥
(ওরে) রাম যে আমার সুখদ স্মরণ দীনবন্ধু জানিস না।
(ওরে) রাম যে আমার অকাম অমান তাকি তোরা দেখিস না।

(ওরে) জ্ঞানের অগম যাহার স্বরূপ নিত্য লোকে আস্তানা
ওরে তোদের দুখে দুখী হ'য়ে পুত্র দশস্যন্দনা
বিচার করে দেখিস যদি এমন দয়াল পাবি না ॥

(ওরে) রামের কাছে রূপের বিচার গুণের বিচার কিছুই না।
কপিকুলে হনুমন্ত রক্ষকুলে বিভীষণা
শবর কন্যা মুক্তি পেলো হোক্‌না নীচ ললনা।
যোগির সেরা উমারমণ যাঁহার নিত্য করেন বন্দনা ॥

(ওরে) রাম যে চাহেন সিয়ার সহিত রাম নামের রটনা
বারেক তোরা দুহাত তুলে জয় সিয়রাম বল্‌না
স্মরণ মাত্রে তোদের পাশে কোশল মাতার নন্দনা
বোঝা তোদের তুলে নিয়ে মুক্তি দিবেন তৎক্ষণা ॥

তাই বলি ভাবে হোক্ অভাবে হোক্ শুধু যুগল নামের রটনা।
মনের তন্ত্রর শ্রেষ্ঠ সাধন ঘোচায় ত্রিতাপ জ্বালা যন্ত্রণা ॥

(১৯)

ভজ মন রঘুকুল তিলক রাম
বিশ্ব ভুবন অগজগ কারণ
নাথ জানকী বর বাম ।।
স্মরণ সুখদ দীন দয়াল
কৃপা বরষ নীল নৈন কঞ্জ
তনু শোভা লাজহি কোটি শত কাম ।।

অরূপ অগুণ অনীহ অকল
অবিনাশী অজ বেদ প্রকাশক
ভগত প্রেম বশ সব গুণধাম ।।

ধরম রক্ষক মনুজ অঘহারী
চরিত উদার ভবসিন্ধু পার দায়ী
কলি মন নাশন যা কর নাম ।।

প্রণত পাল অভিমত দায়ক
নিগম পন্থচারী হে সুর নায়ক
তুম্‌হ্‌ নিরমল নিত্য ললাম ।।

(২০)

ভজ গোবিন্দ শ্রীরাধে গোবিন্দ নিত্য পরমানন্দ।
হরষিত মন আকুল নয়ন তৃষিত মুখারবিন্দ ॥
রাধে গোবিন্দ সুখের কন্দ হরণ বাসনা দ্বন্দ্ব।
শরণ যুগল রাজীব চরণ লাজে অযুত চন্দ ॥

জয় রাধে গোবিন্দ শ্রীরাধে গোবিন্দ তুলনা রহিত মন্ত্র।
নামে নামে ঝরে পীযূষ প্লাবন অদ্ভুত একযন্ত্র ॥
অতি রমণীয় অতি কমণীয় অমৃত সুধার চন্দ্র।
রাধে গোবিন্দ বলরে বদন নয়ন বিহীন তন্দ্র ॥
অমল হইবে মন মল যত তিমির হইবে আলো।
রাধে গোবিন্দ শ্রীরাধে গোবিন্দ অবশ হইয়া বল।

প্রেমের ভিখারী গোলক বিহারী প্রকাশ যুগল মূরতি।
রাধা সুন্দর গোবিন্দ শ্যাম নবঘন বিজলী যেমতি ॥
আপন বিলাসে আপনি বিভোর একক রহিয়া হরি।
নৃত্য করেন দুবাহু বাড়ায়ে শ্রীরাধে গোবিন্দে স্মরি ॥

রাধে গোবিন্দ শ্রীরাধে গোবিন্দ বলিয়া গৌর হরি।
দশ কালহীন সুধার সায়রে যাওগো ভাসায়ে তরী ॥

(২১)

জয় ধৃত কর সায়ক রঘুকুল নায়ক
রাম করুণাকর দেহি পদম্।

জয় ক্রীট শোভিত শির, পীত বসন ধর,
ভাল তিলক কর দেহি পদম্।

জয় বনমাল উর, সুযশ অপার,
শ্রুতি সুখসার দেহি পদম্

জয় নীল নীবধীর সহস সুধাকর
ধীর ধূরন্ধর দেহি পদম্

জয় গো দ্বিজ পালক সুর সহায়ক,
বেদ প্রকাশক দেহি পদম্

জয় হরধনু ভঞ্জন খল-দল গঞ্জন
জন-হৃদিরঞ্জন দেহি পদম্

জয় হনুমৎ ধ্যায়ক অভিমত দায়ক
লায়ক চুড়ামণি দেহি পদম্

জয় অগুণ অমল অনীহ অকল
অজ অবিনাশী দেহি পদম্

জয় জন রুখরাখী বেদ-শ্রুতি সাখী
ধরম সুভাষী দেহি পদম্

জয় মধুর পুনীতম্ গো-গিরাতীতম্
চরিত ললিতম্ দেহি পদম্

জয় রমাপ্রিয় কান্তা সুর শুচি সন্তা
পরম অনন্তা দেহি পদম্

জয় তিমির বিদারক ত্রাশক নাশক
দশমাথ তারক দেহি পদম্

জয় কোশল নন্দন মহেশ বন্দন
প্রেমতরু চন্দন দেহি পদম্

জয় শ্রীজানকী বল্লভ সুর-মুনি দুর্লভ
অচিন্ত্য বৈভব দেহি পদম্

জয় মোদক মন্দিরম্ তব নাম রসালম্
পোত ভবার্ণবম্ দেহি পদম্

জয় করুণা অযাচিত বিতরহি সতত
মাধব অচ্যুত দেহি পদম্

(২২)

দুখের বাদল নামবে যখন স্মরণ করো সিয়রাম ।
রিক্ত তাপে জ্বল্‌লে হৃদয় স্মরণ করো সিয়রাম ॥
সংশয় জাল রচলে মনে স্মরণ করো যুগল নাম ।
ধর্ম্মপথে কর্ম্মপথে স্মরণ করো সিয়রাম ॥
চলার আগে চলার শেষে স্মরণ করো সিয়রাম ॥
কান্না হাঁসির নৃত্যগানে স্মরণ নিও সিয়রাম ॥
কুটিল গতি সংসার ফাঁদে স্মরণ নিও সিয়রাম ।
ষড় রিপুর মধুর ডাকে চিত্তে রেখো সিয়রাম ॥
সুখের দিনে দুখের দিনে নিত্য স্মরণ সিয়রাম ।
জীবন তরী তুফান ফেলি মিলবে গিয়ে শান্তিধাম ॥

(২৩)

ভজু মন রাম চরণ কমল সুখদাই ।
যেহি পদ পঙ্কজ লাগি রমা সকল ধ্যান বিসরাই ॥
যাসু সুরজ বনি পুণীত গংগা সুহাই ।
যাসু প্রেম হেত প্রথম পূজ্য ভয়ে গণরায় ॥
যে হি পদরাজীব উমা সহ শংকর সুখ উর লাই ।
যাসু কৃপা তুলসী বিমল যশু জগ ছাই ॥
নীল ঘনশ্যাম উহ যুগ পদ সুমিরণ মনলায় ।
মিটত ত্রিতাপ দাহ জনম কোটি অঘ যাই ॥

(২৪)

মনুয়া[১] ভজলে সিয়রাম
মনুয়া জপলে সিয়রাম
রটলে সিয়রাম মনুয়া
বোলরে সিয়রাম,

মৌজ লে লেও অমী[২] পী লেও
কহলা সিয়রাম, মনুয়া, কহলা সিয়রাম ॥

নরতন্ মিলা সদগুরু মিলা
আউর কিয়া কাম, মনুয়া, আউর কিয়া কাম
পারশমণি সিয়রাম রাম নাম
মিলা বিনু দাম, মনুয়া, মিলা বিনু দাম
আলস প্রমাদ নিদ ত্যজি
বোল সিয়রাম, মনুয়া, বোল সিয়রাম

অরথ[৩] মিলি বড়াই মিলি
মিলি লালস চাম
সন্তকৃপা বিনু কভি নেহি মিলি
নাম সিয়রাম, মনুয়া, নাম সিয়রাম

(১) মন, (২) অমৃত, (৩) প্রতিষ্ঠা।

গেহ নেহ সব কুছ প্রিয়

সব সে প্যারে হাম[১], মনুয়া, সব সে প্যারে হাম।

অন্তিম কাল কৈ নেহি রহি ঐসী দুনিয়া

তামাম মনুয়া ঐসী দুনিয়া তামাম

দুষমন তারণ বৈষ্ণব চরণ

পরম সুখন্ ধাম, মনুয়া, পরম সুখন্ ধাম

মাতা পিতা বন্ধু ভ্রাতা

সব কুছ একঠাম, মনুয়া, সব কুছ একঠাম ॥

দুখত্রাতা অভয়দাতা সদগুরু প্রেমধাম

মনুয়া সদগুরু প্রেমধাম।

নাম নায়ে বৈঠাই তোরে

হোয়ি করণধার, মনুয়া হোয়ি, করণধার

মধুর ভয়ে নাম রটায়ে

মিলায়ে সিয়রাম, মনুয়া, মিলায়ে সিয়রাম

বিলম জনি[২] প্রেমসে বোল

যুগল সরকার সিয়রাম, মনুয়া, গুরু সিয়রাম।

---

(১) আত্মা বা নিজে, (২) দেরী না করিয়া।

(২৫)

রাম জপু রাম জপু রাম জপু বাবরে[১]।
কলিমল শমন সীতারাম রটু রে ॥
রামপদ সুখমূল ভব ব্যাধি নাশরে।
জপ যোগ তপ মখ বিধি নিষেধ নাহি রে ॥
সীতারাম ধ্যান জ্ঞান সীতারাম প্রেম রে।
সীতারাম এক সাধন কহত পুরারি রে ॥
বেদ শ্রুতি সরি[২] করু বিধি মন্দারু রে।
ভোলানাথ রজ্জু জানি সীতারাম ভেল রে ॥
যুগল ভজন ভাও হিয় আনন্দ লহরী রে।
যশু ইহলোকু পরলোকু সুখ পাউ বে ॥
সকল ভাবনা হীন মন সুবাস সরস রে।
দিব্য স্তুতিয় বেশ জ্ঞান বিবাগ রে ॥
নাম রূপ সদা এক ভেদ কছু নাহিরে।
সুগূঢ় সংবাদ ইহ সন্ত সুজান রে ॥
বৈঠি ইকান্ত মঁহ শরণ শ্রীগুরু রে।
ভজন সিয়রাম জীবন আধারু রে ॥

---

(১) পাগলা, (২) সাগর

(২৬)

আর পুনি নেহি যাউ যমুনা কিনার।
তন মন হরিলেত নন্দ কুমার ॥০
বাল গোয়াল সন দহতি যুবতী ধন,
অতি দুষ্ট নাগর মন্দ অপার ॥

কোটি কাম লজাওয়ন মূরতি প্রেম চন্দন।
মনোহারী নারী করত লিলার[১]।
অমিয় বংশধ্বনি বদন সুধা দানি।
রচত ইন্দ্রজাল বিবিধ প্রকার ॥

মধুর আখর যুত কৃষ্ণ যো রটত
মনু[২] রাখি পদ জলজাত।
জাতি কুল বিসরত নিরন্তর ধ্যাওত
মিলন লাগি শ্যাম কে সাথ ॥

যব আঁখি পেখত নবঘন মূরত
মোহন নটবর বংকিম ঠাম।
নয়ন নিমেষহীন বৈঠত রৈণিদিন[৩]
অপরূপ ছবিনিধি[৪] পরম ললাম ॥

---

(১) প্রশংসা, (২) মন, (৩) দিনরাত, (৪) শোভার সাগর

উচাটন আকর্ষণ দিব্য বশীকরণ
সব বিধি শ্যাম করত ব্যহার[১]।
মিটত সংসার জাল যাত বাওরা কে হাল
জস্তমতি স্থত প্রেম আধার।
নিরখি তমাল তরুবর নীল নীরধর
রহত একটক[২] রূপ নেহার।
নয়ন টপকত[৩] কছু ন বোলত
রমত সদা জনু কৃষ্ণ মাঝার ॥
কদাপি মুসকত কদা শ্যাম পুকারত
বিরহ কৃষ্ণ কী অতীব বিশাল।
তদাপি মাগত যুগ যুগ শত শত
সংগ সদা নন্দকে লাল ॥

(২৭)

নমামি রামং রঘুকুল-তিলকম্।
রটামি রামং বচসা অহর্নিশম্।
স্মরামি রামং নবদূর্ব্বাদল-শ্যামম্।
ভজামি রামং সীতাপতিং স্থন্দরম্।
জপামি রামং ধরম-শ্রুতি-পালকম।
জানামি রামং মম দেব-দেবম্॥
ভজামি রামং স্মরামি রামং রটামি রামং জ্ঞান-গিরাতীতম্।
বদামি রামং জপামি রামং নমামি রামং করুণা-বরুণালয়ম্॥

---

(১) ব্যবহার, (২) এক দৃষ্টি, (৩) অশ্রু বর্ষণ

জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম কীর্ত্তন

সর্ব্ব মংগলময় রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
সর্ব্ব কল্যাণময় রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
সর্ব্ব সুন্দরময় রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
নীল নবঘন রাজা রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
রাজীব লোচন রাজা রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
দীন দয়াল রাজা রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
দীনবন্ধু রাজা রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
দীন তারণ রাজা রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
দীন বৎসল রাজা রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
করুণা সিন্ধু রাজা রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
কৃপা সিন্ধু রাজা রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
সুধা সিন্ধু রাজা রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।

জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম॥

আশ্রয়দাতা রাজা রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
অন্নদাতা রাজা রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
জ্ঞানদাতা রাজা রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
সম্মতিদাতা রাজা রাম — জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।

প্রেমদাতা রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
ভক্তিদাতা রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
শান্তিদাতা রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
আনন্দদাতা রাজা রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
সন্তোষদাতা রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
সর্ব্বভয়ত্রাতা রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
অভয়দাতা রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম ॥

সত্য স্বরূপ রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
জ্ঞান স্বরূপ রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
চৈতন্য স্বরূপ রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
ঐশ্বর্য্যময় রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
সর্ব্ব শক্তিময় য়াজা রাম জয় সিরয়াম জয় জয় সিয়রাম।
প্রেম স্বরূপ রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
ভক্তি স্বরূপ রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়বাম।
শান্তি স্বরূপ রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
আনন্দ স্বরূপ রাজা রাম. জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
সন্তোষ স্বরূপ রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
ধর্ম্ম স্বরূপ রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
কর্ম্ম স্বরূপ রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম ॥

সর্ব্বভ্রম নাশক রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
সর্ব্বদোষ নাশক রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
সর্ব্ব অভিমান নাশক রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
সর্ব্ব অহংকার নাশক রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
শরণাগত পালক রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
নির্ম্মল চিত্ত করো রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়রাম ॥

কোশল্যা নন্দন রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
দশরথ তনয় রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
অযোধ্যারাজ রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
জন মন রঞ্জক রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
ত্রিভুবন পালক রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
সুরগণ সেবিত রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
মুনিগণ বন্দিত রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
সর্ব্বভূতে রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
জগৎ কারণ রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
জগৎ গুরু রাজা রাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
জয় রঘু নন্দন রাজা রাম জানকী বল্লভ সীতারাম।
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম।
গৌরী শংকর সীতারাম জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম ॥
জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম।
জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম ॥

(২৮)

রাম অলখ[১] ন জানে কৈ
রাম নাম করু গান।
ভজন প্রভাউ[২] বিদিত জগৎ মে
বদত বেদ পুরাণ॥

নাম প্রসাদ গজ তবেউ
অগণিত কপি ভালু।
নাম প্রেম বশ নব রূপ হবি
ভয়ে ববদানী কৃপালু॥

নাম সুহাবন[৩] মনোহব পাবন
নাম প্রসাদ লেহু জানি।
গুরু প্রসাদ মিলি সিয়রাম ভজন
সুখমূল মংগল দানী॥

নাম প্রসাদ জ্ঞান বিবেক ধন
ভকতি পরম ললাম।
সংসৃতি নাশক প্রেম ঘন
মিলি ভাও সুতিয়[৪] অকাম॥

নাম প্রসাদ হনুমৎ মারুতি
পূজ্য ভয়ে তিঁহু লোক।
যাসু কৃপা বিনু অগম বড়ি
বৈদেহী রঘু নায়ক॥

---

(১) যাহাকে দেখা যায় না, (২) প্রভাব, (৩) সুললিত,
(৪) অনন্তগতি নাম্নী।

নাম প্রসাদ মহেশ বিধি
সাথ হরি সুখদায়।
সৃজত পালত সংহৃত
সকল লোক সমুদায় ॥

নাম প্রসাদ আদি কবি
ব্যাস তুলসী মহান।
বিরচেউ শত কোটি রাম চরিত
পড়ত শুনত সুজান ॥

নাম প্রসাদ সুকবি ভয়েউ
প্রেমলতা[1] জগ জান।
তন মন বোধি রাম ময়
আদি মধ্য অবসান ॥

নাম প্রসাদ জানকী বল্লভ
সিয়রঘুনাথ শরণ স্বামী।
মিলেউ পর-দম্পতি সিয়রাম যুগ
সুঝহি[2] নাম যো সোই নামী ॥

নাম প্রসাদ অভাগু মন্দমতি
ভয়েউ সন্ত সমান।
কৈসে বরণব নাম যশু
মূঢ়মতি লবার[3] অজান[4] ॥

(১) প্রধান গুরুমহারাজের আত্মিক নাম, (২) বুঝিয়া, (৩) নীচ, (৪) অজ্ঞ

প্রার্থনা প্রসঙ্গ

সহনশীলতা ধীরতা[১] দেহি, দেহি কথা রতি রাম।
দেহি সীতাপতি সুখদ স্মরণ যাঁহা রহি বসুযাম[২] ॥
শ্রীগুরু চরণ কমল নেম দেহি সহিত ভাও অকাম।
সন্ত সংগ অবিরাম দেহি, দেহি ভকতি ললাম ॥
প্রীতি প্রতীতি শ্রদ্ধা দেহি দেব-দ্বিজ-ধরণী প্রণাম।
নির্মল চিত্ত দেহি প্রেম অগ জগ সব ঠাম ॥
ধর্ম্মে দৃঢ়তা দেহি যতন সেবা পূজন বিধি অনুপাম।
জ্ঞান বিমল দেহি অশোক ভবন দ্বন্দ্বরহিত ধাম ॥
উপাসনা দেহি যুগল চরণ জপ মন্ত্ররাজু অভিরাম।
তিঁহু কাল তিঁহু লোক দেহি রাম ভরোস মন বিশ্রাম ॥
মৈ দীন অতি যাচক পামর রাম জানি দানী মহান।
সহজ স্বরূপ জীব সনাতন মো পর দেহি ধ্যান ॥
ব্রজবালাকে শরণাগতি দেহি স্বামী রঘুপতি সব কাল।
জানকী কৃপাদিঠি যব লাগহি তব মিটহি জগজাল ॥
দীন দয়াল সুভাও তব মৈ রঙ্ক পরম বিনু দাম।
সমুঝি আপন জন প্রভূ দেহি কৃপা করি রটন সিয়রাম ॥

---

(১) ধৈর্য্য (২) অষ্ট প্রহর।

(২)

বন্দে মৈ চরণ কমল রঘুকুলমণি জানকী নাথম্
অজ্ঞ মলিন মৈ মূঢ় অধম্ দেহি কৃপা করি রতি নাম দৃঢ়ম্।
চিণ্ময় নাম মৈ জড় শঠম্ আপ রটায় তব হোয়ি রটনম্॥
আনন্দ রসঘন কহে বেদ নিগম লোচন বিহীন মৈ নাহি বোধম্।
অদ্বয় সনাতন একরসম ভকত প্রেম বশ ধর বিবিধ দেহম্॥
আদি অন্ত ন জানে সুরম ব্যাপী রহি জগন্নাথ তব পানিপাদম্।
আপ কৃপা বিনু ভবার্ণম্ কো পার যাহি নাহি জ্ঞাতম্॥
যব যব হোয়ি সন্ত পীড়ম্[১] ভ্রষ্ট ধর্ম্ম অরু দুষ্ট রাজম্।
ত্যজি আনন্দময় তব নিত্য ধামম্ ইচ্ছিত অবতার লহ তনম্॥
নরহরি রাম পরশুরামম্ কুর্ম্মবরাহ আদি ঘনকৃষ্ণ শ্যামম্।
বুদ্ধ কল্কি তব অযুত ভেদম্ কিয়ে সাধু সুর বিগত শূলম্॥
গাহে চরিত তব অমিত বিচিত্রম্ গয়ে লাখ কবি মোদ নিকন্দম্॥
যুগল সরকার রূপ পরম পুণীতম্ রাম ঘনশ্যাম সিয় সুন্দরম্।
মন বাণী পার মহেশ সেব্যম নমামি বহোরি[২] পদারবিন্দম্॥

জ্ঞান-ভজনহীন অপার মন্দম্ ন জানি সীতাপতি গতি বিচিত্রম্।
সিয়রাম নাম অমৃত মোদকম যাচি করুণেশ ইহ বরদানম্॥

---

(১) কষ্ট (২) বারবার

(৩)

আশ ভরোস এক মোর শ্রীগুরু পদরজ কো।
    সুমিরণ যুগল নাম ত্যাগি ধন ধাম কো ॥
ভোগ আরতি যুগল সরকাব সহিত লখনলাল কো।
    প্রেম সহিত সিয়রাম রটন হনুমৎ কো ॥

শুচি বাস সন্ত সংগ আসন অবধ ধাম কো।
    আট যাম মন রঙ্গে রাম নাম রঙ্গ কো ॥
পাঠ যুগল নাম বিভব কথা বামায়ণ কো।
    আলস প্রমাদ নিদ ত্যজি হটি কাম চাম কো ॥

কণ্ঠী তিলক যুগল মন্ত্র ভাও স্তুতিয় কো।
    মালা কর কমলনি ধ্যান গুরুদেব কো ॥
পীত বসন অংগ ভূষণ সেবা অকাম স্বামী কো।
    সরস চিত্ প্রেমবিলাস শ্রীসীতারাম কো ॥

সর্ব্বভূতে প্রীতি রস মূর্ত্তি ইষ্ট দেব কো।
    আফৎ বিপদ ধীরজ ধরু জানি রাম রুখ কো ॥
নিন্দা স্তুতি কঠোর বচন কীচ মলিন মার্গ কো।
    ব্যাল সম করাল জানি সংগ পরিত্যাগ কো ॥

শ্রদ্ধা মহীসুর পদ বিশ্বাস শংকর বাক্ কো ॥
    মাঁগনা হো মাঁগ সদা জানকী মায়ি কৃপা কো ॥

নাম নামী অভেদ সুখ নিত্য আনন্দময় কো।
মজ্জন পান নাম করু মীন যথা পাণি কো॥

জপি রাম সিয়া রাম সিয়া সিয়রাম নাম কো।
সফল করু জনম ইহ নর তনু লাভ কো॥
ভজন ভাও সাঁচ করু সহায় গুরু দেব কো।
বিনতি ইহ আরত বচন শর্ণ সিয়রাম কো॥

(৪)

মাধব, হরি লেহু হৃদয় কি শূল
তুঁহু অন্তরযামী, মম জীবন স্বামী, মম মতি অতি অঘমূল॥

ভজন বিরত তব, কুকরম রত, কাম চের[১] সদা বসুযাম[২]।
কৃপণ পরাণ মম, অহরহ বিষম, বিধি অতি বাম॥

তব সেনা প্রধানা, অতি বলবানা, যদ্যপি রূপ অবলা।
শত কোটি বন্ধনে রাখি এ দুর্জ্জনে, কী কহব বিষময় জ্বালা॥
যব মন তব প্রতি, কিঞ্চিৎ ধায় অতি, কৌতুক করব তব ভারী।
অতি অনায়াসে, হরিয়া হরষে, মন হয় সংশয় অধিকারী॥
জ্ঞান বিবেক যত, সহিত সাধনা শত, হীনবল বিনু তব কৃপা।
তুঁহু রমানাথ, সববিধ সমরথ, দেহি চরণ কমল সুর ভূপা॥

(১) দাস (২) অষ্টপ্রহর

(৫)

মাধব, কহি তব চরণ দুয়ার।
কতহু বাসর নিশি, তুঁয়া বিন কাটল, দরশন দেহ একবার ॥

তুঁহু দীননাথ, শ্রীজানকী সাথ
ক্ষম মম সব ভব অপরাধ ॥

কলুষ হৃদয় যব তব যতন করহি বিনু প্রীতি লয লায়।
বাসনা কামনা নব ধরি মূবতি অভিনব মম হিয় পুব ছায় ॥
থাকিত ভেল ন, দুষ্ট নয়নদ্বয়, ইতি উতি নিতি অভিসাব।
বিনু হেরি নবঘন তব পঙ্কোজ চবণ কাঁহা সুখ সুধা সাব ॥

অহি সম রসনা কঠিন কতহু না যব ন বোলহি সিয়াবাম।
তুঁহু পামর তারণ রটাহু যুগল নাম অনুক্ষণ বসুযাম ॥
তুঁহু পিতু মাতু সব সুখ হেতু তুঁহু মম জীবন মবণ।
অভাগু মন্দ ম্যয়, সব বিধি হেয়, আশ বাখ মম তুঁহারি শবণ ॥

মম ভরোস অশেষ, শুনু মাধব, মিলি যব তব করুণা কটাক্ষ।
প্রেম সহিত তব যুগল ভজন গীতি গাহব যুগ লাখ লাখ ॥
সব হিয় বন্ধন ভন্‌জন্ ঝন্ ঝন্ অমিত অমোঘ তব দরশন।
তুঁহু সব লায়ক, প্রেম প্রদায়ক, পদবতি দেহি বিনু কারণ ॥

(৬)

মাধব কী কহব মরম কো পীড়।
কতহু অমিয়মঁয় যুগ নাম চিণ্ময়, নাহি পাই বিন্দু এক ক্ষীর॥

মম আশ অতি উচ, তাহে ম্যায় সব নীচ, সংশয় ভরল তাহে চিত্ত।
প্রাণপাখী যবে ধায়, তব নামরাজ সুষমায়, রিপুদল হরে মম
ভজন বিত্ত॥

তুমি প্রভু গুণনিধি প্রেমময় উদধি বিরাজিত তাহে শ্রী বামে।
অনন্ত বিভব যুত নাহি কবি গাহে তত হাম রত নীচ জড় কামে॥
ভবসিন্ধু পোত তুমি, ভূয়সী তোমার নমি, পারাপার ফেরী
তব নাম চিন্তামণি।
ইন্দ্রিয় তস্কর সব হরয়ে ভকতি নব কা কব মোর কথা
সববিধ ঋণী॥

দীনবন্ধু নাম ধর, যাহে পূজে শংকর, শরণ যাচি তব করুণা কণা।
বিনা পণে দেহ মূঢ়ে তব প্রেম রজ্জুবরে দূর করো গৃহ মেধী মনা॥
তব নাম সংকীর্ত্তণ সহিত সাধন যতন দেহ প্রভু ধরি শ্রীচরণ।
তুমিই ভরোস মম, তুমিই আরধ্য মম, তুমি মোর পরম শরণ॥

(৭)

যদি রিক্ত মনে তামস তনে স্মরণ তোমায় করি অযতনে।
তোমার পূজার অছিলা করিয়া যদি পূজি নিজ বাসনা কামনে।
তোমার সভাতে হে দয়াল স্বামী যদি বসাই নিজেরে তোমারি আসনে।
আপনি জানিয়া হে কৃপানিধি রাখিও যুগল কমল চরণে॥

তোমার মায়ার পিঞ্জরে বসি যদি জীবন ব্যাপিয়া তোমারে ভুলি।
সকল কাজের ভর্তা সাজিয়া যদি দূরে ফেলি তব চরণ ধূলি॥
দেব বিপ্র আর পূজা আরতির সকল প্রকারের করি অবহেলি।
জানিয়া মায়ার প্রবলা শকতি দূরেতে রেখো না এ দীনেরে ফেলি॥

যদি বা সংগ করি সতত মিথ্যা ছলনা কপট দম্ভ।
নিজ সুখ মাগি যদি বা সবারে কাঁদাই কহিয়া অকথ লম্ব॥
যদি না বুঝি প্রভু আতুর ব্যথা কঠিন কলুষ হৃদয়ে মম।
ওহে বরেণ্য পরম শরেণ্য অজ্ঞান আধারে করিও ক্ষম॥

তোমার পরশ ওহে দয়াময় যদি না বুঝি শতধা মনে।
ভজন বিহীন জীবন তরী যদি পারে নাহি যায় চালক হীনে॥
যদি না লভি কভু প্রেমের বারি বিফলে যায় যদি তোমার দান।
জানি অযোগ্য, হে ভুভার হরণ, কণ্ঠে দিও মম তোমার গান॥

(৮)

নিয়ম পন্থী কেহ বা দেখ কেহ বা ব্রতচারী
কেহ বা রত শুভ কর্ম্মে কেহ বা যজ্ঞ কারী।
কেহ বা যতি কেহ বিরাগী কেহ বা দণ্ডধারী।
কেহ সন্ন্যাসী কেহ বা তাপস শম দম অধিকারী।

তীর্থ ভ্রমণ কাহারও আধার দেব-দ্বিজে সেবায় কেহ বা রত।
শরণ আমার সিয়রাম নাম জনমে জনমে কল্পে শত ॥

কেহ বা মুক্তি কেহ ভুক্তি কেহ বা চাহে অরথ কাম।
কেহ বা পুত্র কেহ সুন্দর নারী কাহার লাগে ভালো বীথিকা ধাম
মান প্রতিষ্ঠা কাহারও লালস বাসনা কাহারও বিপুল নাম।
মোর তরে শুধু থাকুক সতত শ্রীগুরু চরণে ভক্তি অকাম ॥

ধন সম্পদ কাহার সহায় কাহার সহায় বিদ্যা-জ্ঞান।
কাহার সহায় জন-পরিবার সহায় কাহার দম্ভ মান।
কাহার সহায় বাজি-মৃগ-গজ সহিত অমিত সেনানী দল।
আমার ভরোস প্রার্থনা শুচি আর্ত্তহিয়ার চোখের জল ॥

ভর্ত্তা মাঝারে সেবক হইয়া রহি যেন আমি নীরব দীন।
সবার চরণ রাখিয়া মাথে কর প্রভু মোরে কামনা হীন ॥

প্রণাম

বন্দি জানকী চরণ পদ্ম সর্ব্ব সিদ্ধি সার।
রঘুপতি রাম পদে নমি বারে বার ॥
অদ্বৈত চিন্ময় প্রভুর যুগল প্রকাশ।
সচ্চিদানন্দ ঘন প্রেম আনন্দ বিলাস ॥

জ্ঞান-বৈরাগ্য নিধি শ্রীশংকর চরণে।
প্রণিপাত করি দেব কায় বাক্ মনে ॥
যুগল সরকার তুষ্ট শংকর ভজনে।
যাহা বিনা নাহি সুখ মানব জীবনে ॥
জগৎ জননী জানি শ্রীগিরীশ কুমারী।
প্রেম ভক্তি পরাকাষ্ঠা শিবমন্ত্র ধারী ॥
তাঁহার চরণ পদ্ম পূজি সভক্তি চন্দনে।
পার হ'বে ভবনদী আনন্দিত মনে ॥

গুণাগার রামদাস অন্জনি নন্দন।
যাঁহার স্মরণে হয় শংকট মোচন ॥
সর্ব্বোপায় শূন্য মন শ্রীরাম ভরোস।
কপি শিরোমণি হেন হর সর্ব্বদোষ ॥
শ্রীহনুমৎ পাদ পদ্মে মজাইয়া মন।
অশন ব্যসন ত্যজি কর রামের ভজন ॥

শ্রীতিলক কণ্ঠী ছাপ যুগল মন্তর।
এ দিব্য ভূষণ পদে করি প্রণাম নিরন্তর॥
তুলসীর মালা আর বৃন্দাদেবী পদতলে।
কোটি দণ্ডবৎ মোর নয়নের জলে॥
এঁদের সুকৃপা বিনে যুগল ভজন।
কভু না মিলিবে জেনো করিলে যতন॥

নিত্যদাস মুক্ত জীব হুলসী নন্দন।
দাস তুলসী পদে মোর প্রণাম অগণন॥
প্রভুর নাম রূপ লীলা ধাম করিতে প্রচার।
রচিলেন সদগ্রন্থ বিবিধ প্রকার॥
সন্ত শ্রেষ্ঠ তুলসী দাস অকাম অমানী।
শরণাগতে মোক্ষ দেন রাম নাম দানি॥

রামানন্দ বৈষ্ণব আর শ্রী সম্প্রদায়।
প্রসন্ন হউক প্রতি দীন অসহায়॥
শ্রীধাম অযোধ্যা পুরীর দিব্য রজকণা।
মাখি অংগে জয় কর বিষয় বাসনা॥

শ্রীযুগলানন্য শরণ আর জানকী বর স্বামী।
শ্রীরামা বল্লভ জানি পরম অকামী॥
সিয়লাল শর্ণ আর শ্রীজানকী বল্লভ।
প্রেম সুমঞ্জুরীর অনন্ত বৈভব॥

এই ছয় বৈষ্ণব হয় সন্ত শিরতাজ
দিব্য পরিকর গণে নাম মহারাজ ॥
এঁদের কৃপায় ভাগী হ'বে যেই জনা।
তাঁহারই সফল হ'বে যুগল ভজনা ॥
এই ছয় বৈষ্ণব যবে করুণা করিবে।
সিয়বর রামচন্দ্র দ্রবিত হইবে ॥

এই ছয় বৈষ্ণব পদ করিয়া বন্দন।
সান্দ্রানন্দ লভ মন পুলকিত তন ॥
এই ছয় সুরসিক বৈষ্ণব গোঁসাই।
অবিরল প্রেম ধারা আনন্দের ঠাঁই ॥
এই ছয় বৈষ্ণবের মুই দীন দাস।
স্মরণ যাহার নিত্য মোর নিশ্বাস প্রশ্বাস ॥

কামনা বিহীন মনে এ বৈষ্ণব পদতলে।
বসিয়া ভজিবে দাস যুগল অমলে ॥
এই ছয় বৈষ্ণব নাম যে জনা লইবে।
জ্ঞান-ভক্তি বিরতি তাহার মিলিবে ॥
এই ছয় বৈষ্ণব মোর জীবন মরণ।
এই ছয় বৈষ্ণব মোর অশন শয়ন ॥

শ্রীরাম চরিত মানস ভাগবৎ গীতা।
প্রেমলতা কৃত বৈষ্ণব রস তত্ত্ব কথা ॥
সীতারাম নাম বৈভব আনন্দের খণি।
যে জন পড়িবে তার বড় ভাগ মাণি ॥
এই সব সদ গ্রন্থ পূর্ণ বিগ্রহ স্বরূপ।
পূজা পাঠ দর্শনে পাইবে ভকতি অনুপ ॥
এই সব সদগ্রন্থ মোর পঞ্চ প্রাস।
যাহার প্রসাদে পাব প্রেম বিশ্বাস ॥

শ্রীগুরু পাদপদ্ম মোর নিত্য ধাম।
যাঁহা হ'তে ইষ্টলাভ নাম সিয়রাম ॥
শ্রীগুরু পাদপদ্ম সুধা মকরন্দে।
মধুপ হইয়া সুখ ভুঞ্জিব আনন্দে ॥
শ্রীগুরু পাদপদ্ম সর্ব্বতীর্থ সার।
যে জন না লভিল তার জীবন অসার ॥
শ্রীগুরু পদরজে করিয়া মজ্জন।
সিয়রাম নাম ভজে সিয়রঘুনাথ জন ॥

*　　*　　*

নমোঽস্তু নাম রূপায় নমোঽস্তু নাম জল্পিনে।
নমোঽস্তু নাম স্বাধ্যায় বেদ বেদ্যায় শাশ্বতে ॥
নমোঽস্তু নাম নিত্যায় নমো নাম প্রভাবিনে।
নমোঽস্তু নাম শুদ্ধায় নমো নামময়ায় চ ॥

শুভমস্তু, শ্রীসীতারামাভ্যাম নমঃ